বিশ্বকালীন গ্রন্থরাজির প্রথম গ্রন্থ

সধবার একাদশী

৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত

"O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name be known by, let us call thee—Devil !"—*Shakespeare.*

"Touch not, taste not, smell not, drink not any thing at intoxicates."—*Elihu Burret.*

"Ah ! why was ruin so attractive made,
Or why fond man so easily betray'd ?"—*Collins.*

শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র মিত্র

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা

কর, মজুমদার এণ্ড কোং

কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্

১৩২৬

রাজ-সংস্করণ

মূল্য ১।০

কর, মজুমদার এণ্ড কোং র
শ্রীযুক্ত নলিন্দ্রচন্দ্র বসু বি, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস"
১১নং যদুনাথ সেন লেন, কলিকাতা

উপহার

ভূমিকা

এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিতে যাওয়াই বোধ করি একটা বাড়াবাড়ি। অথচ, এই কাজের জন্যই আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। খুব সম্ভব, আমাকেই ইঁহারা যোগ্য ব্যক্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

যে বইয়ের দোষ-গুণ আজ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া যাচাই হইতেছে,—বিশেষতঃ, যে মারাত্মক উৎপাত কাটাইয়া সম্প্রতি ইহা খাড়া হইয়া উঠিল, তাহাতে মূল্য লইয়া ইহার আর দর-দস্তর করা সাজে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ এক-খানি জাতীয় সম্পত্তি—এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভাল।

অতএব, গ্রন্থ সম্বন্ধে নয়, আমি ইহার সংস্করণ সম্বন্ধেই দুই-একটা কথা বলিব।

অত্যন্ত দুর্দ্দিনে দেশের অনেক বহুমূল্য বস্তুই বটতলার সংস্করণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে,—তাই আজ তাহাদের অনেকেরই ভদ্র সাজ-সজ্জা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, এবং বাঙ্গালীর সম্পত্তি বলিয়াও গণ্য হইয়াছে।

জানি না, ইহারও কোন দিন বটতলার ছায়ায় মাথা বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে কি না, কিন্তু, আমার বক্তব্য শুধু এই যে, যে কোন সংস্করণই এতদিন যাবৎ ইহার প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছে, তাহার যত দোষ যত ত্রুটিই থাক্, সে কেবল আমাদের কৃতজ্ঞতা নয়, ভক্তিরও পাত্র।

অথচ, শুনিতেছি বাঙ্গালা সাহিত্যের সে দুঃসময় আর নাই। তাই, দুঃখ যদি আজ সত্যই ঘুচিয়া থাকে ত, যে সকল

গ্রন্থ আমাদের ঐশ্বর্য্য, আমাদের গৌরব, তাহাদের মলিন জীর্ণবাস ঘুচাইবারও প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রকাশক বলিতেছেন সেই উদ্দেশ্যেই এই নির্ভুল সুন্দর সংস্করণ, এবং এই একখানি মাত্র বই-ই তাঁহাদের প্রথম ও শেষ উদ্যম নয়।

উদ্দেশ্য সাধু, এবং প্রার্থনা করি ইহা জয়-যুক্ত হোক, কিন্তু ইহাও জানি, প্রকাশক কেবল সঙ্কল্প করিতেই পারেন, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও সিদ্ধি যাঁহাদের হাতে, সেই দেশের পাঠক-পাঠিকা যদি না চোখ মেলিয়া চান ত, কিছুতেই কিছু হইবে না। কিন্তু, এত বড় কলঙ্কের কথাও আমার ভাবিতে ইচ্ছা করে না।

বিলাত প্রভৃতি অঞ্চলে Oxford Press 'World's Classics' নাম দিয়া একটির পরে একটি যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই সহিত এই নব সংস্করণের একটা তুলনা করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি বলি আজ নয়।

হয়ত, অনতিকাল মধ্যেই একদিন তাহার সময় আসিবে, কিন্তু, তখন, বাঙ্গালাদেশকে সে শুভ সম্বাদ নিবেদন করিতে যোগ্যতর ব্যক্তিরও অভাব হইবে না।

শিবপুর
৬ই ফাল্গুন, ১৩২৬

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

জীবন চন্দ্র	...	...	ধনবান্ ব্যক্তি
অটল বিহারী	...	...	জীবন চন্দ্রের পুত্র
গোকুল চন্দ্র	...	...	অটলের খুড়শ্বশুর
নকুলেশ্বর	...	...	উকিল
নিমচাঁদ ভোলা	...	...	অটলের ইয়ার
রামমাণিক্য	...	...	বাঙ্গাল
দামা	...	...	অটলের ভৃত্য
কেনারাম	...	...	ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট
বৈদিক	...	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
রামধন রায়	...	...	অটলের পিতৃব্য

স্ত্রীগণ

গিন্নি	... ...	জীবনচন্দ্রের স্ত্রী ও অটলের মাতা
সৌদামিনী	... ...	অটলের ভগ্নী
কুমুদিনী	... ..	অটলের স্ত্রী
কাঞ্চন	... ...	গণিকা

সধবার একাদশী

প্রহসন

প্রথম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁকুড়গাছা—নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা।

নকুলেশ্বর এবং নিমে দত্তের প্রবেশ।

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে ?

নিম। পানায়, খায় না।

নকু। সুরাপান-নিবারিণী সভা কচ্চে কি ?

নিম। Creating a concourse of hypocrites.

নকু। না হে, এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েচে-মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম। প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কম্‌চে, গোপনে খাওয়া বাড়্‌চে।

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্চে তুমি বুঝ্‌বে কি ? অনেক ভদ্র-সন্তান মাতালদের অনুরোধে প'ড়ে মদ খেতে আরম্ভ কর্‌তো—এখন অনুরোধ করিবামাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছি, মাতাল ভায়ারা অম্‌নি পেচ্‌য়ে যান।

নিম। *Vice versa.*

নকু। সে আবার কি ?

নিম। অনেকে অনুরোধে প'ড়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখ্‌লেই এগ্‌য়ে আসেন।

নকু। সে দুই একটি।

নিম। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজুড়।

নকু। আমার সংস্কার হ'য়ে পড়েছে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখ্‌য়ে মদ ছাড়্‌তেম।

নিম। তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে ?

নকু। কিছুমাত্র না।

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না ?

নকু। সে মদ ছোঁয় না।

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো।

নকু। সে যে তোর বোন্ হয়।

নিম। আর গৌতম মুনি আমার বোনাই হয়।

নকু। নিমচাঁদ, তুই কেন সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হ না।

নিম। আগে লিবারের উপক্রম হ'ক্—কতকগুলিন নামকাটা সেপাই ঢুকেছেন।

নকু। তারা কারা ?

নিম। শূল, পীলে, পাত, অগ্রমাস, কাঁশর, ঘণ্টায় যাঁদের পেটে জায়গা নাই—তাঁরা চিরকাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অষ্টম হেন্‌রির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমোক্ হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখ্‌তে নাই—

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপনি ঠক্‌লে—ও সকল রোগ মদেতেই জন্মে, সুতরাং মদ অতি ভয়ঙ্কর শত্রু।

নিম। র'স বাবা একটু খেয়ে নিই, বুদ্ধিকে সজীব করি, তার পর তোমার কথার উত্তর দিচ্চি। (মদ্যপান)

নকু। অধীনকে কিঞ্চিৎ দিতে আজ্ঞা হক্।

নিম। এস বাপ্ এস। (মদ্য-দান)

নকু। (মদ্য-পানানন্তর) এত ভাবি, কম ক'রে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।

নিম। (মদ্য পান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদানশাস্ত্রে লেখা নাই—যদিই জন্মায়, তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্লেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় জাতিভেদ উঠ্‌য়ে দিলেম, তাঁতি সোণারবেনে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্লেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধুপঞ্চে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্লেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ কর্‌বো? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ—কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—শরীর অসুস্থ হন, গোল্লাই যান—মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত কর্‌বো?

"——The mind and spirit remains
Invincible, and vigour soon returns."

নকু। রোগে জর্জ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান—কারণ তাঁরা কাজের বার, তাঁদের সুরাপান-নিবারিণী সভায় নাম না লিখ্‌য়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্ত্তব্য—আমার প্রস্তাব এই, যারা মদ

কখন খায়নি অথবা যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল ভয়ানক রোগের আশঙ্কায় তাদের মদ হতে তফাৎ থাকা উচিত।

নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে কোন্ শালা তোমার কথার উত্তর দেয়—মনঃক্ষেত্র মদ্যরসে আর্দ্র কর, তার পরে আমার উপদেশ বীজ বপন কর্‌বো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে।

নকু। (মদ্য পান করিয়া) আমি ত কাজের বার হইচি—আমার জন্যে আমি বলি না—দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি—

নিম। Charity begins at home—আমি আমার জন্যে বলি, সুরাপান-নিবারিণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়, আমার ভারি অমঙ্গল—বড় মান্‌ষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মর্‌বো—এক ব্যাটা বড় মান্‌ষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

নকু। তুমি যা বলো, তা বলো আমার বিবেচনায় সুরাপান-নিবারিণী সভাটি অতি উপযুক্ত সময় সংস্থাপিত হয়েছে—এ সভাটি না হ'লে অসংখ্য যুবক সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া অথবা ধ'রে ছেড়ে দেওয়া অতি ভীরুতার কর্ম্ম—

"——To be weak is miserable

Doing or suffering."

তোমার সঙ্গে সভাপতি খুড়োর পরিচয় আছে ?

নকু। আছে।

নিম। তাঁকে বলে পাঠাও, পরিণয়-নিবারিণী নামে একটি শাখা সভা স্থাপন করুন।

নকু। পরিণয়ের অপরাধ ?

নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্চে, কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্লান্‌টিন দেখ্‌য়ে উপপতি করেছে, এবং দুই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাতে পত্নী কর্ত্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে—সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন ; কত যুবক, যাঁহাদের বিদ্যা, বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছিল, যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের সভ্যতার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করণের আয়োজন হয়েছিল, যাঁহারা বঙ্গসমাজের কুসংস্কারকলাপ

নিরাকরণের সদুপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সকল যুবক স্বীয় বিবাহিতা বনিতার ব্যভিচার দৃষ্টে ভগ্নোদ্যম হয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন ; কত যুবক রমণীর কুচরিত্র-জাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হুস্ ক'রে অনলশিখা হয়ে পুড়ে মরেছেন। যখন দেখা যাইতেছে বিবাহ দ্বারা এবংবিধ বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তখন বিবাহ হইতে য়্যাবষ্টেন্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নকু। তুমি ঠাট্টা কর আর যা কর, আমি এ সভার কখন নিন্দা কর্‌বো না।

নিম। দেখ দেখি বাবা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় ব'লে মদ ত্যাগ কত্তে হবে!—পীড়া হয়, প্রতীকার কর্, মেডিকেল সায়ান্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—

"Rich the treasure,

Sweet the pleasure,

Sweet is pleasure after pain."

নকু। তুই দেখিস্, আমি ত্বরায় সভায় নাম লেখাব।

নিম। বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা

হয় না ; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।

নকু। কেন রামসুন্দর বাবু বিশ বৎসর একাদিক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে দিয়ে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হয়েছেন, সভ্য হয়ে তিনি ত বেশ আছেন।

নিম। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা—তিনি বিশ বৎসরে যে কারগো বোঝাই নিয়েচেন, বিশ বৎসর যাবে হজম্ কত্তে—তিনি সভায় ব'সে মদের জাবর কাট্‌ছেন। (ভঙ্গির সহিত জাবর-কাটন।)

অটলবিহারীর প্রবেশ।

এস আমার মাখনলাল, মদের গোপাল এস।

অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি ?

নকু। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেঁজেছে।

নিম। পালা আরম্ভ করি। (মদ্যপান) অটল বাবা এক সিপ্ নাও—

অট। .আমি মদ খাব না, সকলেই বলে একবার ধল্লে আর ছাড়া যায় না—আমি সেদিন তোমাদের অনুরোধে একটু খেচ্‌লেম, তাতে আমার হেডেক্ হয়েছিল।

নিম। তোমার হেড্‌টিতে আইরিশ্ ষ্টু হয়।

নকু। কেন?

নিম। অনেক পোট্যাটো আছে।

নকু। অটলকে একটু শ্যাম্‌পেন্ দাও।

অট। আমি তাও খেতে পার্‌বো না।

নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচড়েচ—থুড়ি, সই করেচ?

অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।

নিম। তোর বাবা খাবে।

অট। আমার বাবা পরম ধার্ম্মিক, প্রত্যহ শিবপূজা করেন।

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম হয়েছে। (অটলের হস্তে শ্যাম্‌পেন্ দিয়া) ঢক্ করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ্ আমার।

অট। নকুলবাবু, খাব?

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ কি? তুমি ত আর মাতাল হচ্চো না। মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বইত নয়—

নিম। জুড়িয়ে গেল।

অট। (মদ্য পান করিয়া) আমি কিন্তু আর খাব না।

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ ?

অট। বেটি তিনশ টাকা মাসয়ারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।

নকু। কাঞ্চন আজ্ আস্‌বে কথা আছে।

নিম। তবে মঙ্গলাচরণ করি। (মদ্যপান) অটল, শক্তির সম্ভাষণ উপযোগী আয়োজন কর, আর একটু শ্যাম্‌পেন্ খাও।

অট। নকুলবাবু, চুপ করে রইলেন যে—উনি কি মদ ত্যাগ করেছেন না কি।

নকু। বাপু আমাদের উদর সমুদ্রবিশেষ—এক ঘড়া তুল্লেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্‌লেও বাড়ে না। (মদ্যপান)

নিম। এখন তুমি একটু খাও।

অট। নিমচাঁদ, তোর পায়ে পড়ি আমায় আর দিস্ নে—বাবা যদি জান্‌তে পারেন আমি মদ খেয়েচি, তিনি গলায় দড়ী দেবেন।

নিম। তুমি নকুলবাবুর অনুরোধে খেতে পাল্লে, আমার অনুরোধে খেতে পার না ? আমি তোমার সতাত বাপ ? তুই

যদি এক গেলাস না খাস্ আমি গলায় দড়ী দেব, তোর পিতৃহত্যার পাতক হবে।

অট। মাইরি ভাই, মদে আমার বড় ভয়—আমি আর খাব না।

নকু। পেড়াপিড়ি কাজ কি।

নিম। খাবে না ?

অট। না।

নিম। যা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড্, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

নকু। একাকিনী নাকি ?

নিম। (করযোড়পূর্ব্বক কাঞ্চনের প্রতি)

পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি সৈরিণি!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি!
নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি!
সাধ্বিপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি!
নাস্তি ধর্ম্ম নাস্তি কর্ম্ম পাপিনি!
কৃষ্ণ জিহ্ব দুষ্ট কাল সাপিনি!

দণ্ডধার কীট কুণ্ড বাসিনি !
বার বার লক্ষ জার নাশিনি !
নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনি !
পাপ তাপ পুষ্প মাল মালিনি !
ফেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি !
উল্‌সনের ভোগ রাগ চাকিনি !
ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি !
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি !
পাপ দত্ত বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি !
লালমুণ্ড হাড়্‌ডিসার অঙ্গিনি !

কাঞ্চন, চাঁদবদনে একটু মদ দেবে ?

কাঞ্চ। ও নকুলবাবু, দেখ্‌দেখি নিমে দত্ত আমায় বিরক্ত করে—মাইরি আমি ঐ জন্যে আসি নে—

নিম। খাও না একটু—(মদের গেলাস মুখে দেওন)

কাঞ্চ। তুই ভারি পাজি—যাদের কাছে এইচি তারা কিছু বল্‌চেনা, তোর বাবু অত ন্যাকরায় কাজ কি।

নিম। হুঃ বেটি কমবক্তি—

কাঞ্চ। তুই আমায় বেটি বেটি করিস্‌নে বল্‌চি।

নিম। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েছে ?

নকু। কাঞ্চন, অটলবাবুকে দেখ্‌তে পাচ্চো?

কাঞ্চ। অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়—উনি সাত দিন ভাঁড়্‌য়ে এক দিন যান। উনি বড়মানুষ, আমরা গরিব, আমাদের বাড়ীতে উনি গেলে ওঁর মানের খর্ব্ব হয়—আমরা নাচ্‌তে জানিনে, গাইতে জানিনে, কথা কইতে জানিনে, কিসে ওঁর মনোরঞ্জন কর্‌বো?

অট। আমি যে কাল গিচ্‌লেম।

কাঞ্চ। চকিতের ন্যায়।

নিম। শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে যেন হাঁড়িচাঁচা ডাকৃতে লাগ্‌লো, এখন কথা কচ্চে যেন সেতার বাজ্‌চে।

নকু। অটল, কাঞ্চনের সঙ্গে একটু সম্ভাষণ কর।

অট। কাঞ্চন, তুমি ভাল আছ?

নিম। দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর—তোকে একটু মদ দিতে বলেচে—

অট। তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি—(এক গেলাস শ্যাম্পেন্ কাঞ্চনের হস্তে দান)

কাঞ্চ। তুমি আগে খাও।

অট। তুমি প্রসাদ করে দাও।

কাঞ্চ। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) এই নাও।

অট। কেমন নকুলবাবু, এইটুক খাই, তা নইলে কাঞ্চনের অপমান হয়। (মদ্যপান)

নিম। তুই ব্যাটা পাজির ধাড়ী, তখন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি—তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই, কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।

নকু। আমরা তবে সরে দাঁড়াই।

নিম। অফর্ কল্লে না খেলে যে কত অপমান, বাঞ্চাৎ কিছু বোঝে না, পাজি, চাসা, ক্যাডাভরাস্।

অট। নিমচাঁদ তুই রাগ করিস্ নে ভাই, তোর অনুরোধে একটু খাচ্চি।

নিম। Amende Honorable—এই গেলাসটি খাও দেখি। (মদ্য-দান)

অট। (মদ্য পান করিয়া) দেখ ভাই, সব খেইচি।

নিম। উত্তম বালক।

অট। আমার মাতাটা ঝুণু ঝুণু কচ্চে।

কাঞ্চ। র'স আমি তোমার মাতায় একটু গোলাপজল দিয়ে দিই। (অটলের মস্তকে গোলাপজল দান)

নিম। দেখ বাবা, যেন গঙ্গা যমুনা একত্র হয়ে এলাহাবাদ হয়ে পড়ে না।

নকু। কাঞ্চন, একটি গান গাও না ভাই।

কাঞ্চ। (গীত, রাগ মুলতান, তাল আড়াঠেকা)

চলোলো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই ;
বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর, তাপিত অন্তর,
পুড়ে হলো ছাই।

অট। আমার মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়েছে—বেশ গেয়েছ বিবিজান।

নিম। একটু ব্রাণ্ডি খা।

অট। না আমি স্পীরিট্ খাব না।

নিম। শ্যাম্‌পেন্ খেয়েচ অ্যাসিডিটী হবে—একটু ব্রাণ্ডি খাও, অ্যাসিডিটীর আত্মকৃত্য হয়ে যাবে।

অট। এখন আমার প্রাণ সুখ-সাগরে সাঁতার দিচ্চে, এখন আমায় যা দেবে তাই খাব। (ব্রাণ্ডিপান)

নিম। That's like a good boy—

অট। A good boy will mind his book, but a bad boy will only mind his play—

নিম। And will be a dunce, like you, all the days of his life

অট। আমার ইচ্ছে কচ্চে, কাঞ্চনের সঙ্গে একবার নাচি।

নিম। পল্‌কা।

কাঞ্চ। আমি একটু বাগানে বেড়াইগে।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নকু। কাঞ্চনের গলাটি বেশ মিষ্টি।

অট। গেল কোথায় ?

নিম। To do a thing which no one can do for her.

অট। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।

[অটলের প্রস্থান।

নকু। এ গুওটা শীঘ্র খারাপ হবে।

নিম। কিছু ব'ল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্ম্মে ব্যয় হ'ক্—তুমি দেখ্‌বে এক হপ্তার মধ্যে অটল টল্ টল্ কচ্চেন।

"If consequence do but approve my dream
My boat sails freely, both with wind
and stream."

নকু। চলো একটু বাতাসে যাই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিৎপুররোড

গোকুলবাবুর বৈটকখানা

গোকুলচন্দ্র এবং জীবনচন্দ্রের প্রবেশ।

জীব। আমি ভাই আশ্চর্য্য হইছি, মাস দুই তিনের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেচে।

গোকু। আপনার শাসন নাই।

জীব। কি করে শাসন করি—একটী বই ছেলে নাই—টাকা না দিলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়।

গোকু। আমার অমন ছেলে হলে আমি সানে আছ্ড়ে মাত্তেম—সেই বেশ্যামাগীকে বগিতে করে গড়ের মাটে বেড়্য়ে বেড়ায়।

জীব। তোমার ব্যানের দৌরাত্ম্যে আমি আরো ভেকো হইচি—ছেলেকে শাসিত কল্লে, তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন—তারি বা অপরাধ দেব কি, যে সুবোধ ছেলে, সচ্ছন্দে

আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে কিছু বল্‌তে দেয় না।

গোকু। আমার মতে ওর হাতে এক পয়সা দেওয়া নয়, বাড়ীর বার হতে দেওয়া নয়।

জীব। আমি কি টাকা দিই, গিন্নি দেন—সেদিন গিন্নির বাক্সটা জোর করে খুলে দশ হাজার টাকার একখানা কোম্পানির কাগজ নিয়ে গেল।

গোকু। ব্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন দেকি, ছেলে-টির জন্মের ত কোন দোষ নাই?

জীব। তোমার সেকেলে ব্যান্, তার ছেলেতে সন্দ হয় না—একেলে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, বাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে সন্দ হবে।—ব্যান্‌রে যা খুসি তাই বল, আমার একটী কথা তোমায় ভাই রাখ্‌তে হবে।

গোকু। আজ্ঞা করুন।

জীব। ওকে তোমার হৌসে নিয়ে হৌসের কাজ শেখাতে হবে, আর রোজ রাত্রে তোমার কাছে এসে পড়া শুনা কর্‌বে—আমি তোমার নিন্দা কত্তেম—তুমি জাত মান না, ব্রাহ্মসভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যান্‌কেও দীক্ষা

হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখ্‌চি, তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি কর্‌বার সুযোগ কর—কিন্তু আমার কুলাঙ্গারের সব বিপরীত—বল্‌বো কি, মদ খায়, বেশ্যা-বাড়ীতে অন্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে মিল—গুওটা এ সব ছেড়ে যদি তোমার সঙ্গে মিসে গোরু খায়, তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হইনে—তুমি যা ভাল বোঝ ভাই তাই কর—আমার ছেলে, তোমার দাদার জামাই—অধঃপাতে গেলে শুধু আমার যাবে না।

গোকু। আমায় বল্‌চেন আমি নিয়ে যাব, কাজকর্ম্ম শেখাবার চেষ্টা কর্‌বো—কিন্তু ফল দর্শে এমন বোধ হয় না—কারণ ও গোড়ায় বিগ্‌ড়েছে, তাতে বড়-মানুষের ছেলে।

জীব। তোমার কাছে যাওয়া আসা কল্লেই ও শুধ্‌রে যাবে। অটলকে আমি আস্‌তে বলিছি।

গোকু। আমি তাকে শোধ্‌রাব কি সে আমায় বেগ্‌ড়াবে, তা নিশ্চয় বলা যায় না।

জীব। লেখা পড়া ভাল করে শিখ্‌লে না, কিন্তু তবু ইংরিজি কইতে পারে মন্দ নয়—অনেক বই কিনেচে।

অটলের প্রবেশ।

অট। গুড্মর্নিং—আপনি আমায় নাকি ডেকেছেন?—আমি শীঘ্র যাব।

গোকু। দেখ অটল, তুমি সদ্বংশজাত ভদ্র-সন্তান, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তোমার উচিত নয়, তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।

অট। বাবা বুঝি লাগ্য়েছেন?

গোকু। তোমার বাবার লাগাতে হবে কেন, দেশশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দা কচ্চে—তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম কর্বে, এডুকেশান কমিটির মেম্বর হবে, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট্ হবে, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সেলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা কর্বে, দুঃখীদের প্রতিপালন কর্বে, তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া।

অট। বাবা যদি এখানে না থাক্তেন, আমি আচ্ছা জবাব দিতেম।

জীব। জবাব দিয়ে কাজ নাই, গোকুল যে উপদেশ দেন তাই গ্রহণ কর। তুমি ত বাবা অবুজ নও, লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান জন্মেছে, তোমার কি ওগুলো ভাল দেখায়।

অট। কোন্ গুলো তাই ভেঙ্গে বলো না, তার পর আমি জবাব দিতে পারি ভাল, না হয় হার মেনে উঠে যাব।

গোকু। তুমি অসৎসঙ্গ ছেড়ে দাও।

অট। আমি কার সঙ্গে অসৎসঙ্গ কর্‌চি একটা দেখ্‌য়ে দাও, আমি এখনি তাকে ত্যাগ কর্‌চি।

গোকু। তোমার সকলি অসৎসঙ্গ।

অট। নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকীল, সে বড় মন্দ লোক!—নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে, তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

গোকু। তারা অত্যন্ত মদ খায়—

অট। তুমি মদ খাও না?—বিশ্বনাথ লাদের দোকানে তোমার খাতা ধরে দিতে পারি। কেন বাবার স্বমুখে বল্‌তে বুঝি লজ্জা হয়।

গোকু। আমি যখন মদ খেতাম, কারো ভয় করে খেতেম না, সুরাপাননিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে আমি মদ একবারে ছেড়ে দিইচি। মদ অস্মদাদির পক্ষে অতি অনিষ্টকর, সেই বিবেচনায় ত্যাগ করেচি।

অট। অনেক খরচ পড়ে ব'লে ত্যাগ করেচেন।

গোকু। সে কারণ হলেই বা দূষ্য কি—টাকা অকারণ

মদে অপব্যয় না করে, সৎকর্ম্মে ব্যয় কল্লে ইহকালেরও ভাল পরকালেরও ভাল।

অট। আমার আর কি দোষ?—"গুলো" বল্লেন যে—চট্ চট্ করে বলুন, আমি বিদায় হই।

গোকু। তোমাকে সুরাপান-নিবারিণীর সভার সভ্য হতে হবে!

অট। নিমচাঁদ বলেচে, পরিণয়-নিবারিণী সভা না স্থাপন কল্লে কোন ভদ্র-সন্তান সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হবে না।

গোকু। সে পাজি ব্যাটার কথা ছেড়ে দাও—তোমার উচিত এ সভায় নাম লেখান।

অট। আমার উচিত নয়।

গোকু। কেন?

অট। কারণ, আমার টাকার কমি নেই—আমার শ্যাম্পেন কিন্‌বার ক্ষমতা আছে—যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা গিয়ে নাম লেখাক্।

জীব। তোমার অবশ্য নাম লেখাতে হবে।

অট। তা হলে আমি বেহ্মসভায়ও নাম লেখাব।

জীব। তা লেখাস্।

অট। গোকুলবাবু, ধরে বেঁধে পীরিত আর ঘসেমেজে রূপ কখনই হয় না।

গোকু। উনি তোমার পিতা, ওঁর সুমুখে এরূপ কথা বল্‌চো।

অট। তিল্‌টি পড়্‌লে তাল্‌টি পড়ে, ঘাঁটালেই বল্‌তে হয়।

জীব। গোকুলবাবুর হৌসে তোমাকে যেতে হবে।

অট। আমি ত রোজই সেদিকে যাই।

গোকু। তোমাকে প্রত্যহ দশটার সময় আমার হৌসে যেতে হবে, আমি তোমাকে হৌসের কাজ শেখাব।

অট। আমি রোজ রোজ যেতে পার্‌বো না, যেদিন অবসর পাব, সেই দিন যাব।

জীব। তোর আবার অবসর কি? তোর জ্বালায় আমি কি আত্মহত্যা হবো।

অট। এই উনি নাকে কাঁদেন।

জীব। দেখ্ অটল, তুই যদি গোকুলবাবু যা বলে তা না শুনিস্, আমি নিশ্চয় গলায় দড়ী দেব।

অট। দ্যাও, তেরাত্রে শ্রাদ্ধ কর্‌বো।

জীব। দেখ্‌লে গোকুলবাবু গুওটার কথা দেখ্‌লে। গোকুল-

বাবু, তুমি ওকে কখন ছাড়্‌বে না—ওকে তোমায় দিলেম, তুমি মারো, কাটো, ফাঁশী দাও, তোমার যা খুসি তাই কর।

অট। কাঞ্চন যে বলে—(জিব কেটে) লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যা নয়—

বের্‌য়ে এলেম্ বেশ্যা হলেম, কুল কল্লেম ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার-শালা ধম্‌কে কথা কয়।

জীব। হয় তুই মর্, না হয় আমি মরি।

অট। মর্ মর্ কচ্চো, মার কাছে বলে দেব, তখন মজাটী টের পাবেন।

জীব। আমি তোর পিতা, পিতা পরম-গুরু, পিতার প্রতি এমনি উত্তর—পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তক-চ্ছেদন করেছিলেন।

অট। বড় কাজ করেছেন!

গোকু। তোমার কথাগুলিন অতি কর্কশ, আর তোমার কিছুমাত্র সহৃদয়তা নাই—এ সকল কুৎসিত দলে থাকার ফল।

অট। কুৎসিত দল ত ত্যাগ কর্‌য়েচেন, আর কি কত্তে হবে বলুন।

গোকু। সে বেশ্যাবেটিকে তোমার ত্যাগ কত্তে হবে।

অট। আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে

গেল—কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজ্‌য়ে দিলেম, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভর্‌তি হন—

জীব। ও আঁটকুড়ীর ব্যাটা, কারে কি বলিস্, উনি যে তোর শ্বশুর হন—আমি কোথায় যাব তোর জ্বালায়, তোর কি লেখা পড়া শিখে এই ভব্যতা হয়েছে!

অট। আমি ভব্যতাও জানি, সভ্যতাও জানি—আমায় রাগালে আমি সব ভুলে যাই—

জীব। উনি মন্দ বল্‌চেন কি? বেশ্যা রাখ্‌লে লোকে নিন্দা করে, তাই ছেড়ে দিতে বল্‌চেন।

গোকু। বেশ্যা রাখা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ—বিশেষ যাদের স্ত্রী আছে, তারা যদি বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণ-হৃদয়, স্ত্রীহত্যাপাতকী।

জীব। ব্যাই তোমায় বল্‌বো কি, মাসে মাসে মাগীকে তিন শত টাকা মাসয়ারা দিতে হয়।

অট। সে টাকা তুমি দাও, না আমার মা ছায়?

জীব। তোমার মা উপপতি করে এনে দেন—যা গুওটা আজ হতে তোকে আমি ত্যজ্য-পুত্র কল্লেম।

[জীবনচন্দ্রের সরোষে প্রস্থান

গোকু। তোমাকে ত্যজ্য-পুত্র হতে হবে।

অট। ও রাগ কিছু নয়—মার কাছে গেলেই জল হয়ে যাবেন, আবার আমায় কত আদর কর্‌বেন।

গোকু। তবে তোমার মা'ই তোমার মাতা খাচ্চেন।

অট। আমি যাই মহাশয়—কাঞ্চনকে নিয়ে রামলীলে দেখ্‌তে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁশারি-পাড়া

কুমুদিনীর শয়ন-ঘর

কুমুদিনী এবং সৌদামিনীর প্রবেশ।

কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—আমি ভাই আর সইতে পারিনে, আমি গলায় দড়ী দে মর্‌বো।

সৌদা। আস্তে বলিস্, মা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন।

কুমু। করুন্ গে—সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি—দেখ্ দেখি ভাই, রক্ত-মাংসের শরীর ত বটে, ঠাকুর-জামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়, চ'ক যে ছল্‌ছল্ কত্তে থাকে।

সৌদা। তা ভাই দুদের সাধ তো ঘোলে মেটেনা, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।

কুমু। তুই আর কাটাঘায় নুনের ছিটে দিস্ নে—তুই

যে ভাতার-কামড়া, তুই আবার অন্য নোককে দিবি, ঘরে এসে একটা ঠাকুর-জামাই জুটো হয়, তাতেও তোর মন ওটে কিনা সন্দ।

সৌদা। আমার বড় সাধ, আমার ভাতার এক দিন মদ খেয়ে ঘরে আসে আর এক মাগীকে রাখে।

কুমু। দুর্ মড়া, তোর আজ্‌গবি সাধ দেখে আর বাঁচিনে।

সৌদা। তোকে দেখাই কেমন করে বশ কত্তে হয়।

কুমু। তোর বশের যদি এত জোর, তোর ভাইকে দিয়ে কেন দেখানা ?

সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে, তাই বল্‌চিস্।

কুমু। তুই নাকি বশের বড়াই কচ্চিস্, তাই বল্‌চি— পোড়া কপালের দশা দেখ্‌দেখি ভাই, আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি, এক দিন তাকে ঘরে দেখ্‌তে পেলেম না, এক ম'রে যায়—জান্‌লুম আপদ গেল, চ'কের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাত দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।

সৌদা। ও ভাই কালেজে পড়ার দোষ।

কুমু। তোর ভাই আবার কোন্ কালে কালেজে পড়্‌লে ? আদরের ঢেঁকি, কালেজে নিলে না তাই গৌর-

মোহন আড্ডির স্কুলে দিন দুই একখান বয়ের পাত উল্‌টিচ্‌লো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েচ্‌লো।

সৌদা। তবে ইংরিজি-পড়ার দোষ।

কুমু। কেন গোকুল-কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিস টাকা করে জলপানি পেয়েচেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজি-টোলের ভট্‌চাযি হয়ে বেরুয়েচে, এরা কি মাগকে ঘরে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে, না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাক্‌তে থাকে?

সৌদা। সকলে যে বলে কালেজে পড়্‌লে রীত বিগ্‌ড়ে যায়।

কুমু। যারা তোমার দাদাকে দেখেছে আর তোমার দাদার খাস্‌ ইয়ার নিমে দত্তকে দেখেচে, তারাই বলে। গোকুল-কাকার মত নোকদের দেখ্‌লে এমন কথা কখন বল্‌তো না—ছোট-খুড়ীর বেয়ারাম হলে, গোকুল-কাকা সাত দিন হোসে যান্‌নি, কেমন চরিত্তির, কারো দিকে উঁচু নজরে চান্‌ না।

সৌদা। কি জানি ভাই।

কুমু। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি পড়েচে, সে কদিন কাঞ্চনকে এনেচে লো?

সৌদা। দাদার ভাই কেমন পির্‌বিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই সুঁট্‌কো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখিচিস্‌ তার হাত পা গুণো যেন বাকারি।

কুমু। সে কি আমার ঠাকুরঝি, তাই আমি তাকে দেখ্‌তে যাব ?

সৌদা। তুই ভাই ঠাট্টা বই আর জানিস্‌ নে।

কুমু। তোর যে অন্যায়, সে হলো বাজারে বেশ্যে, বাগানে থাকে, সে বাকারি কি সাঁকারি তা আমি কেমন করে দেখ্‌বো, আর তুই বা কেমন করে দেখ্‌লি, সোনাগাছী গেচ্‌লি না কি ?

সৌদা। তোকে ভাই কথায় কেউ পার্‌বে না।

কুমু। এর আর পারাপারি কি, তুই যে খবর বল্‌চিস্‌, হয় তুই সোনাগাছী গেচ্‌লি, নয় তোর ভাই তোকে বলেচে—“সৌদামিনী, তুমি বেস গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়ভাঙ্গা দ”।

সৌদা। তুই, ভাই নিয়ে খুব টান্‌তে পারিস্‌।

কুমু। কিন্তু তোমার ভেয়ের কিছুই কত্তে পাল্লেম না—তুমি যে নবীন ছুক্‌রি রূপের ডালি ঘরে রয়েচ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি।

সৌদা। তোর যা খুসি তাই বল, আমি কথা কব না।

কুমু। মনের মত হলে কে কথা কয়ে থাকে ভাই?—মণি ধরে বস্‌লি নাকি? মুখে যে আর কথা নাই—ভেয়ের কোল না পেলে বোল ফুটবে না। বুঝিচি—ডাক্‌বো নাকি—হ্যাঁলা? (সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া)

বলো হাওরা রে এর ব্যাওরা কি?

নোন্দায়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি। হা, হা, হা!

সৌদা। তুই ভাই এত রঙ্গও জানিস্‌।

কুমু। কাঞ্চনীর ও কথা কোথা শুন্‌লি?

সৌদা। তুই বাপের বাড়ী গেলে দাদা এক দিন বিকেল বেলা কাঞ্চনকে বৈটকখানায় এনেছিলেন—

কুমু। ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না?

সৌদা। দাদা ত আর কারো লজ্জা করেন না—তিনি এখন এক এক দিন কাঞ্চনকে গাড়ীতে করে বৈটকখানায় নিয়ে আসেন—বাবা কতদিন দেখেছেন।

কুমু। তার পর?

সৌদা। তার পর ভাই, দাদা মদ খেয়ে বড় বাড়াবাড়ি কত্তে নাগ্‌লেন, কাঞ্চনের গলা ধরে বারেণ্ডায় নাচ্‌তে নাগ্‌লেন, পাড়ার সব লোক জড় হলো—ও-বাড়ীর বড়-কাকা এসে দাদাকে বক্‌তে নাগ্‌লেন আর কাঞ্চনকে কত গালাগালি

দিলেন—সে বেটি কস্‌বি, বড়-কাকাকে মান্‌বে কেন, সেও ফিরিয়ে গাল দিলে, বড়-কাকা রাগ করে বেটিকে বাড়ী থেকে বার্ করে দিলেন। বেটি দাদাকে কত গা'ল দিয়ে গেল, আর বলে গেল, "তোর বাপ যদি আমায় আস্‌তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা, তা নইলে এই পর্য্যন্ত।"

কুমু। বেস্ হয়েচ্‌লো, তবে বেটি আবার এলো কেমন করে ?

সৌদা। আগে বরং ছিল ভাল, এখন আরো সর্ব্বনাশ হয়েচে !

কুমু। কেন ? কেন ?

সৌদা। কাঞ্চন বেরিয়ে গেলে, দাদা সাপের মত গজ্‌রাতে নাগ্‌লেন আর বড়-কাকাকে শাল' বাঞ্চৎ বলে গাল দিলেন, বড়-কাকা বাবার কাছে বল্‌তে গেলেন।

কুমু। কায়েতের ঘরের ঢেঁকি।

সৌদা। বড়-কাকা বেরিয়ে গেলে, দাদা একটা বন্দুক বার করে বল্লেন, এখনি গুলি খেয়ে মর্‌বো—

কুমু। মা গো, শুনে জ্বর আসে।

সৌদা। মার ভাই একটি ছেলে, তিনি তখনই বাইরে গিয়ে হাত ধ'রে বাড়ীর ভিতর আন্‌লেন—দাদা কি তা

শোনেন, মা কত বল্লেন, এমন পরীর মত বউ ঘরে রয়েছে, দাদা বল্লে, "আমার কাঞ্চনকে এনে দাও, তা নইলে গুলি খেয়ে মর্‌বো, নয় গঙ্গায় ডুবে মর্‌বো, নয় কাশী চলে যাব—"

কুমু। তাই কেন কত্তে দিলেন না ?

সৌদা। বাবা এসে কত বুঝুলেন, তাকি তিনি শোনেন —বেটি ভাই দাদারে কি করেচে, বেটি হয়তো যাদু জানে—

কুমু। তোমার মা যে যাদুমণি যাদুমণি করেন, তাই লোকে এত যাদু করে।

সৌদা। বাবা তো আর যাদুমণি যাদুমণি করেন না, তা দাদা বাবাকেও ত ভয় করেন না—বাবা কত রাগ কত্তে লাগ্‌লেন, বল্লেন এমন সোণার সীতে ঘরে রয়েছে, তবু এ নিন্দে না কুড়ুলে ঘর চলে না, তা দাদা বল্লেন, "সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কাঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌বো।"

কুমু। এমন পোড়াকপালের হাতেও পড়িচি !

সৌদা। বাবা রাগ করে দাদাকে একটা নাতি মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদ্দে নাগ্‌লেন আর বাবাকে কত গালা-গালি দিলেন। তার পর মার কান্না দেখে আর দাদার চিক্‌-রুণি দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাকৃয়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠ্‌য়ে দিলেন।

কুমু। তবে আর ঠাকুরুণ আমায় আন্‌লেন কেন?

সৌদা। মা, তার পর কাঞ্চনের হাতদুটি ধরে বল্লেন, "মা তোমার হাতে ছেলে সুঁপে দিলাম, দেখ বাছা, যেন আমি গোপাল-হারা হইনে।"

কুমু। অমন গোপালকে নুন খাইয়ে মাত্তে হয়।

সৌদা। যার ভাই সাত নাই পাঁচ নাই, এত দৌলৎ একটি ছেলে, যে আবদার ন্যায়, তাই শুন্‌তে হয়।

কুমু। তুই তবে একটি উপপতির আবদার নে, তোর মার তুই একটি মেয়ে, তোর আবদারও শুন্‌বেন।

সৌদা। তুই এত রসিকতা জানিস্ দাদার ত কিছু কত্তে পারিস্‌নে।

কুমু। তোর দাদা যে ষণ্ডামার্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে—শুনেচে কাঞ্চনকে অনেক বড়মানুষের ছেলে রেখেছ্‌লো, ওমনি তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বল্‌বে কেবল তাই দেখে—বাবা বড়মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, মরণটা হয় ত বাঁচি।

সৌদা। কাঞ্চনকে দেখ্‌বি? যখন সে গাড়িতে ওঠে

ছাদ্ থেকে দেখা যায়—দাদা আবার কোঁচা দিয়ে পা পুঁচয়ে দেন, মাইরি।

কুমু। তুই বুঝি লুকৃয়ে লুকৃয়ে দেখিস্ আর ভাবিস্ কি ছাঁ—ই বেরালে মেরেচে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁশারি পাড়া

অটলবিহারীর বৈটকখানা

অটলবিহারী ও কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চ। তুমি যদি নিমে দত্তকে আমার বাড়ী আর নিয়ে যাও, তা হ'লে আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব।

অট। জানি! জানি! তার উপর এত রাগ কচ্চো কেন জানি।

কাঞ্চ। ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে—ব্যাটা মাতাল হলে আমার বড় ভয় করে।

অট। কেন জানি, আমি তোমায় যে দিন থেকে রেখিছি সেই দিন থেকে নিমচাঁদ তোমায় ত মাসী বলে ডাকে জানি।

কাঞ্চ। মাতাল হলে নিজের মাসী বড় জ্ঞান থাকে তা আবার পাতানে মাসী।

অট। না, জানি, সে আমার বুজম ফ্রেণ্ড, জানি সে আমায় বলচে, ফ্রেণ্ডের মেয়ে মানুষ, মাসীর মত দেখ্‌তে হয়।

কাঞ্চ। আমার কপালে বন্‌পো উপপতিই ঘটে—প্রিয় শঙ্কর যখন আমায় রাখ্‌লে তখন রমানাথ আমায় মাসী বল্‌তো, তার পর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী কল্‌লেন, পাছে রমানাথ মনে কিছু ভাবে, তুমি আমায় যা বল্‌তে তা মনে আছে? এখন আমি তোমার জানী হইচি।

অট। (গীত) "হায় কি কল্যে মাসী বলে, হায় কি কল্যে মাসী বলে"—তুমি যে মালিনী মাসী—হিরে মালিনী ফিরে চাও—জানি (কাঞ্চনের হস্ত ধরিয়া) তুমি আমায় মেরে ফেল জানি, তোমার মুখ দেখে আমি মরে যাই, জানি।

কাঞ্চ। এই যে অটল রসিকতা শিখিচিস্।

অট। না শিখ্‌বো কেন বাবা—সহরের প্রধান চিজ্ কাঞ্চনমণি মাথায় ধরিচি।

দামার প্রবেশ।

দামা। গাড়ি তোয়ের হয়েছে।

অট। এস জানি তোমায় তুলে দিয়ে আসি—আমার আঁচল দিয়ে তোমার পা পুঁচ্‌য়ে নেবো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

সাবাস্ সাবাস্ বেশ পয়ার হয়েছে।

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

দামা, মেজ্‌টা সাফ কর্।

[অটল এবং কাঞ্চনের প্রস্থান।

দামা। (মেজ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই কিতেবও নেই। এক এক বেটা

বাবু আছে এম্‌নি কঞ্জুস, বাজারের পরতাল দেয়—যেমন কাপ্‌টে বাবু তেম্‌নি কসাই চাকরও আছে। নবীনবাবু দুদিন অন্তর একটি করে পয়সা দেন সুপারি আন্‌তে, বাবুর খানসামা সেটি মাল করে কসো পেয়ারা শুকিয়ে কেটে সুপারি করে দেয়, বাবুর মন্দ বল্‌বার যো নাই, তা হলে খানসামা ওম্‌নি বল্‌বে, এক পয়সার ভাল সুপারি এক দিন বই হয় না। আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেছেন, কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।

অটল ও নিমেদত্তের প্রবেশ।

নিম। তোমাকে আজ্ থেকে ইণ্ডিয়ান্ বাইরন্ বল্‌বো—
(চেয়ারে উপবেশন)

অট। (উপবেশন করিয়া) বড় মজাদার রাইম হয়েছে—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

নিম। আর এক লাইন্ বাড়িয়ে দেওয়া যাক্—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।

অট। ব্রেভো, ব্রেভো—

জানি! জানি!

আমি কি জানি?

দাও পাণি।

আমি কেন বলি না দাও ব্রাণ্ডি পানী—

নিম। তা হলে ও লাইনের বিউটি রইলো কোথা? পাণি অর্থে হাত, দাও পাণি, দাও হাত, কিনা বিয়ে কর—

অট। সাবাস্, সাবাস্, লেগে যারে গুরো—জানি আমাকে বিয়ে কর, মালিনী মাসী আমাকে বিয়ে কর—ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না—

নিম। ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়—

অট। বেস্ বেস্ ডবোল্ বেস্—দামা ব্রাণ্ডি আন—

[দামার প্রস্থান।

ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়।

ভোলাচাঁদের প্রবেশ।

ভোলা। (নিমচাঁদের মুখের নিকটে হস্ত উত্তোলন করিয়া) অনার্ড সার্, স্মেল্ সার্, আই স্মেল্ সার্, ইউ স্মেল্ সার্, অনার্ড সার্, স্মেল্ সার্, ওল্‌ডো টম্ স্মেল্ সার্—

নিম। তিনি হন কে ?

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

ভোলা। সান্ ইন্‌লা সার—স্মেল্ সার্, কান্‌টি স্মেল্ সার্—বাড়ী থেকে কান্‌টি খেয়ে বের্‌য়েছিলেম, রেলওয়ের ষ্টেসনে টেলিগ্রাফ বাবুরো, ফ্রেণ্ডস্ সার্, ওল্‌ডো টম খাইয়ে দিলে—মিক্‌সেড্ সার্, এক্সকিউজ্ সার্, অনার্ড সার।

নিম। মুক্তেশ্বর বাবু অমন বিজ্ঞ লোক হয়ে এই কূর্ম্ম-অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন ?

ভোলা। ইউ নো মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(নিমচাঁদের পদধূলি-গ্রহণ) ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—আই সান্‌ইন্‌লা সার্।

অট। তুমি কি এখন এলে ?

ভোলা। ইয়েস্ সার্।

অট। শ্বশুরবাড়ী এখন যাওনি ?

ভোলা। ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(অটলের পদধূলি-গ্রহণ)। এক্সকিউজ্ সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্।

নিম। তুমি বাপু এত অল্প বয়সে মদ ধল্যে কেন ?

ভোলা। গুলিতে শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে—গুলি ইজ্ ভেরি ব্যাড্ সার্।

অট। তুমি এখন শ্বশুররাড়ী যাও, আবার তারা ভাবান্বিত হবেন।

ভোলা। নট্ সার্, ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার, হিয়ার লিভ্ সার্।

অট। গোকুলবাবুর বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমি এখনি সেখানে যাব—

ভোলা। আই জাইন ইউ সার্, আই জাইন ইউ সার্, হোয়ের ইউ গো আই গো, সান্‌ইন্‌লা জাইন ফাদার্ ইন্‌লা, আই জাইন ইউ সার্—

নিম। তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ—মাতার মাজখানে সিতে, গায় নিন্থুর হাফ্‌চাপ্‌কান, গলায় বিলাতি ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গার্টার্, জুতাজোড়াটি বোধ হয় পথে আস্‌তে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগ্‌লস্, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি—

ভোলা। ফাদার্‌ইন্‌লা গিভ্ সার্—ইউ মাই ফাদারইন্‌লা সার্—

নিম। জামাইবাবু ত্বরায় শ্বশুরবাড়ী যাও, তুমি যে বাহার

দিয়ে এয়েচো, তোমার বিরহে আমাদের মেয়ে এতক্ষণ কাঁদ্‌চে—

ভোলা। ইয়োর ডাটার্ ইজ্ নাইন্ মন্থেস্, ইয়োর ডাটার্ ইজ্ নাইন্ মন্থেস্ সার্—

অট। ন'মাস কিরে, পোনের ষোল বৎসরের হবে।

নিম। দুর ব্যাটা গর্ভস্রাব ও বল্‌চে ন'মাস গর্ভবতী—

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্, প্রেগনাণ্ট সার্—ইয়েস্ সার্।

দামার প্রবেশ এবং মেজের উপর মদ্যাদি রক্ষা।

নিম। "Man being reasonable must get drunk
The best of life is but intoxication."
মাসীর হেল্‌তো পান করি। (মদ্যপান)

অট। মালিনী মাসীর হেল্‌তো খাই। (মদ্যপান)

নিম। জামাইবাবু একটু খাও।

ভোলা। আই ইট্ ইন্ প্রেজেণ্ট ফাদার্ ইন্‌লা?

[এক গেলাস মদ্য লইয়া প্রস্থান।

অট। ছেলেটি বেতরিবৎ নয়।

নিম। পুরির রাজা চলিত বিষ্ণু, এবং তাঁর রাণী চলিত লক্ষ্মী, রাণী এক এক দিন জগন্নাথের কাছে রাত্রে কেলি কত্তে যান, জগন্নাথ, দাদা বলভদ্রের সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত বিহার কত্তে পারেন না, রাণীও ভাশুরের কাছে মুখ খুল্‌তে পারেন না, পাণ্ডারা রাণীর আস্‌বার আগে বলরামের মুখে একখানা কাপড় দিয়ে রাখে—জগন্নাথ বেতবিরৎ নয়, দাদার মুখে কাপড় দিয়ে রসকেলী করেন—জামাইবাবুর সেইরূপ তরিবৎ।

ভোলাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

ভোলা। কম্ সার্, সান্ ইন্‌লা কম্ সার্।

নিম। তুমি গুওয়াটা যে এক গেলাস রম খেয়েছ, তুমি সান্‌ইন্‌লা কেমন করে, তুমি বৈবাহিক। দাম্ম মদ ঢাল—(মদ্যপান) আবার ঢাল—পানী দেও মৎ—গুওটা পান্তাভাত করে ফেলেছে—তোর বাবুর বাড়ী কি আমি আরান্দো খেতে এইচি? (মদ্যপান) হুঁ, হুঁ, আবার ঢাল—

অট। তুই ভাই গেলাসটা ফেলে দে, বোতলের কানায় খা।

নিম। "A Daniel come to judgment !
yea, a Daniel !—
O wise young Judge, how do I honor
thee !"

(আচড়াইয়া গেলাস ভাঙ্গিয়া বোতলের কানায় মদ্যপান) I drink till the bottom of the bottle is parallel to the roof. শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই, দেখ বাবা সব খেইচি।

ভোলা। আই ডু ক্যান্ সার্, বটাল সার্—

নিম। চুপ্‌রাও You wicked urchin, গুওটা সার্ সার্ করে মাতা ধর্‌য়ে দেছে—ফের যদি সার্ সার্ কর্‌বি এক বোতলের বাড়ি তোকে কাশীমিত্রের ঘাটে পাঠাব—

ভোলা। নো সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্, ডেড্‌সার, ইয়োর ডাটার্ সার্, উইডো সার্, ইলেভেন্ ডেজ্ ডু সার্, হাঙ্গ্‌রী সার্, দিস্ সাইড্ সার্, ভাট্ সাইড্ সার্, ওয়াটার ওয়াটার হোল নাইট্ সার্।

অট। আমায় কেউ একটু মদ দেয় না, যখন খেতেম না, তখন সব শালারা আগে আমায় দিত—

ভোলা। আই গিভ্ সার্—(মদ্যদান)।

অট। চিরজীবি হয়ে থাক্। (মদ্যপান)

রামমাণিক্যের প্রবেশ।

এস এস রামমাণিক্য বাবু এস—(মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ) ব্যাটা ধেনো খেয়ে মরেচে, ব্যাটা বিক্রমপুরে বাঙ্গাল—

রাম। আপনারা তঃ কলকত্তাই—বাঙ্গালের দেনো মদ বালো।

নিম। (রামমাণিক্যের হস্তে এক গেলাস ব্রাণ্ডি দিয়া) খা ব্যাটা একটু বিলাতি মদ খা, তোর দেহ পবিত্র হক্, তোর শ্রীপাঠ বিক্রমপুর তরে যাক্।

রাম। জোবর তো—এত পান কর্‌বার পার্‌মু ক্যান্?

অট। ব্যাটা ছুটো ভাঁটি খেয়ে হজম করেন, আবার বল্‌চেন পার্‌মু ক্যান্—দেখ দেখ ব্যাটা গেলাসের উপর কি মন্ত্র পড়্‌চে।

রাম। হোদন্ করে লইচি—

নিম। ব্যাটা খাবেন ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধূম দেখ, ভাদ্রব'য়ের কাছে শোবেন মাজে একটা বালিস দিয়ে—দে ব্যাটা গেলাস দে—(গেলাস গ্রহণ)।

অট। নাহে দাও। (গেলাস দান)।

রাম। বাণ্ডিল খাইমু তো বতোল চিবায়ে খাইমু। (বোতলের কানায় মদ্যপান) হ্যাহো হ্যাহো বতোলে কি কিছু রাক্‌চি—হুক্‌না।

অট। দেখ ভাই, ব্যাটা এতক্ষণ চালাকি কচ্যেলো—বাঙ্গালকে চেনা ভার—

রাম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর ক্যান্? বাঙ্গাল সায়োরে ভাসে আস্‌চে নাহি? বিক্রমপুর ক্কলকত্বা আষ্ট দিনের ব্যবধান, ক্যাবোল নিকট, ব্যাস্‌কোম্ কি?

ভোলা। বাঙ্গাল, পুঁটি মাচের কাঙ্গাল—
বাঙ্গাল, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ডেঙ্গা পথের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঙ্গাল—

রাম। পুঙ্গির পুৎ কেডা! হিট্‌ কাইচেন্ আর খ্যাপাই-বার লাগ্‌চেন্—হ্যাশে হইতো প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাডা টানে বাইর কর্‌তাম আর অমাবশ্যা দেক্‌তেন—হালা গর্বস্রাব, হুয়ার, বল্লূক, বৃত।

অট। রামমাণিক্য আর এক গেলাস খা।

রাম। (মদ্যপান করিয়া) প্যাট্‌ পোরে—জাল্‌তো। দগ্‌দো লোঙ্কা নি আছে?

নিম। করে নিতে পার যদি।

রাম। বাজা মেটোর ?

অট। দুর্ ব্যাটা বাঙ্গাল, একি ভুনোর দোকান ?

রাম। হালা দুইটা মেটোর দিবার পারেন না, ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন।

নিম। রামমাণিক্য তোদের দেশে মেয়ে মানুষ আছে ?

রাম। স্বচ্ছন্দ।

নিম। পটে ?

রাম। কলকত্তাই স্ত্রীয়া লোক না !

নিম। আমরা তোদের দেশে যাব—ওর মেগের নাম কি ?

অট। ভাগ্যধরী।

নিম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

রাম। নদীতো প্রবীণ।

নিম। ষ্টীমারে যাব, তোর ভাগ্যধরীকে আন্‌বো—

রাম। হালা বাই হালা, ইকি তোর কলকত্তাই নাগ, উমি লোকের লেগে খারাপ কাম্ করবে—বাগ্যোদরী বাই বাতার করবে স্যাও বালো, পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না।

অট। তোর বাগ্যোদরী তো সতী বড়—আ বাঙ্গাল।

রাম। পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর‍্যা মস্তক গুরাই-দিচে—বাঙ্গাল কউশ ক্যান্—এতো অকাণ্ড কাইচি তবু ক্কলকত্তার মত হবার পার্‌চি না? ক্কলকত্তার মত না কর্‌চি কি? মাগীবারী গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট্ বক্কোন কর্‌চি, বাণ্ডিল খাইচি—এতো কর‍্যাও ক্কলকত্তার মত হবার পার্‌লাম না, তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ্ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুম্বিরে বক্কোন করুক্—

(মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে)

অট। ব্যাটা পাতি মাতাল, খুব মাতাল হয়েছে—ব্রাণ্ডি-পান পাকা লোকের কাজ।

নিম। কবির উক্তি—

"Little Learning is a dangerous thing
Drink deep or taste not the Pierian spring."

এখানে প্যায়ারিয়ান অর্থে পিপে।

ভোলা। ইয়েস সার্, ড্রাঙ্কর্ড সার, সান্‌ইন্‌লা সার্—

অট। এমন কোন বিষয় নাই যে সেক্সপিয়ার থেকে কোটেসান দেওয়া যায় না—

নিম। তোমার কাঞ্চন যেমন সতী, এও তেমনি সেক্স-পিয়ার।

অট। কেন, ল্যাম্প্রেয়ার আনো দেকি—

নিম। "A fool might once himself alone
expose,
Now one in verse makes many more
in prose."

এর আবার ল্যাম্প্রেয়ার কি দেখবি, ও বাঞ্চৎ, বেয়াদব, মাতাল, মূর্খ—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?—

তার পর কি?

অট। তুইও মাতাল হইচিস্—

নিম। তোমার টেম্‌পারেচারটা সমান করে নাও না বাবা।

অট। (মদ্যপান করিয়া) আমি হাজার খাই, মাতাল হইনে—দামা, বাঙ্গালবাবুকে খাটে শুইয়ে রেখে আয়।

নিম। (দামা কর্ত্তৃক রামমাণিক্যের অচৈতন্য দেহ টানিতে দেখিয়া) "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং"—

"যেই শিরে বান্ধো সোনার পাকড়ি
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।"

আহা! কি পরিতাপ—"নয়ন মুদিলে সব শবরে"—
Gone to
"The undiscovered country, from whose bourne
No traveller returns—"

অট। তুই দেক্‌চি বাঙ্গালের বাবার বাবা হলি—

নিম। (ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া) "This is my ancient ;—this is my right-hand, this is my left hand".

অট। এবার তুই সেক্সপেয়ার বল্‌চিস্ তার আর কোন সন্দ নাই—আমরা ও প্লেটা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেম—Merchant of Venerials আমরা অনেক বার পড়িচি—

নিম। That's blasphemy, I tell you, that's blasphemy—তুই ব্যাটা আর বিত্তে খরচ করিস্ নে—তোর বাপ্ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা—পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল? তুই কোন্ ক্লাসে পড়িচিস?

অট। In the Baboo's class.

নিম। Rather in the King's hell. হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার জান্তো বড়মানুষের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়্‌বে না, কারো পড়্‌তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুজ্‌ কেলাস করে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল—

ভোলা। আই রীড্‌ সার্‌—রীড সার্‌ রাইট্‌ সার্‌—লার্জো সার্‌, মিড্‌লিং সার্‌, স্মাল্‌ সার্‌—

অট। আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।

নিম। মদের দোকানের ক্যাটালগ্‌?

অট। ঘরে পড়্‌লে বুঝি বিদ্যে হয় না?

নিম। তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে সুন্দরও হবে—

অট। পেটও হবে।

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্‌? প্রেগ্‌নাণ্ট সার্‌? হুজ্‌ সার্‌?

অট। তোমার শাশুড়ীর।

ভোলা। মাদার ইন্‌লা সার্‌, গুড্‌ সার্‌।

নিম। দামা ব্যাটা গেল কোথা? আর একবার স্নানযাত্রা কত্তে হবে।

অট। আবার খাবি, তোর পেটে কি হয়েছে আজ্?

নিম। "The thirsty earth soaks up the rain,
And drinks, and gapes for drink
again."

(বারম্বার মুখব্যাদন করিয়া ভঙ্গি দর্শায়ন)।

অট। এ ব্যাটাকেও শোয়াতে হলো—নিমচাঁদ শুবি?—ও নিমচাঁদ! ঘুমো ব্যাটাচ্ছেলে চেয়ারে বসেই ঘুমো।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ।

হ্যাল্লো হ্যাল্লো কেনারাম বাবু যে।

কেনা। তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

নিম। তিনি হন কে?

আর। (হাতযোড় করিয়া) ডেপুটি মেজিষ্টার রায় বাহাদুর—হাকিম্।

নিম। চিকিৎসা কত্তে জানে?

"Canst thou not minister to a mind diseas'd
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain
And, with some"—কি বলে দেও না।

কেনা। আমি ডাক্তার নই।

নিম। হাকিম বল্যে যে—তুমি ডক্‌টর্ জনসনের চিকিৎসা কর নাই ?

কেনা। না।

নিম। সেই জন্যে—তা হলে বল্‌তে

"Therein the patient
Must minister to himself"

ইনি কি তোমার মোসায়েব ?

কেনা। ও আমার আরদালি।

নিম। তবে ওরে লেজে বেঁধে এনেচেন কেন ?

কেনা। তুই বাইরে যা।

[আরদালির প্রস্থান।

ভোলা। (কেনারামের প্রতি) অনার্ড সার্, ঘটিরাম ডেপুটি সার্—

অট। ঘটিরাম কি রে ?

ভোলা। ওঁর নাম ঘটিরাম ডেপুটি।

নিম। সরকার বাহাদুর তোমাকে ঘটিরাম খেতাব দিয়েছে ?

কেনা। এই জন্যে কলিকাতায় আস্‌তে ইচ্ছে করে না—হাকিম দেখে তোমরা একটু ভয় কর না, আমার আর-দালিকে গলাটিপে তাড়য়ে দিলে—আমার সাক্ষাতে আমায় ঘটিরাম বল্‌চো। মপোস্বালে আমরা কারো বাড়ী গেলে উঁচু আসনে বসি—

নিম। যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায়।

কেনা। আমার আরদালিকে কত মান্য করে—

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি সেলাম!

অট। ঘটিরাম নামটি পেলে কোথা?

কেনা। ভাই, বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া বড় কঠিন—আমি একদিন মুচিরাম ফরিয়াদীর নাম পড়্‌তে ঘটিরাম বলে-ছিলুম, আমার আরদালি, ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির? ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির? বলে ফুক্‌রাতে লাগ্‌লো, কিন্তু কেউ হাজির হলোনা, আমি ভারি কড়া হাকিম্, তখনি ঘটিরাম ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খারিজ করে দিলুম, তার পর মুচিরাম ফরিয়াদী, সে ব্যাটা সেইখানেই ছিল, বল্যে ধর্ম্ম-অবতার এ মোকদ্দমা আমার, আমি বল্যেম তুমি বড় বজ্জাৎ, যখন ঘটিরামের ডাক হলো, তখন কেন তুমি হাজির হলে না, সে বল্যে তার নাম মুচিরাম, ঘটিরাম নয়—

অট। তুমি মুচিরামে ঘটিরাম পড়লে কেন ?

কেনা। আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ জলের মত পড়তে পারি, কিন্তু ভাই মপোস্বালে গিয়ে দেখলেম হাতের লেখা সেরূপ নয়, ব্যাটারা মু লেখে ঘয়ের মত, চ লেখে টয়ের মত, তাইতে ভুল হলো।

নিম। তবে চল্‌য়ে এসেছ ?

কেনা। চলাবো কেন ? আমি খুব সপ্রতিভ, হাকিমও খুব কড়া—পেস্কার বল্যে ধর্ম্ম-অবতার ঘটিরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম—আমি মুখভারি করে বল্যেম্ তোম্ চুপ্‌রও, আর বল্যেম মুচিরাম কখন নাম হ'তে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক্ না ? কায়েতরাম নাম হক্ না ? তার মোকদ্দমাটী গ্রহণ কল্যেম, কিন্তু যে লিখেছিল, তার চসম্‌নামাই হলো।

অট। আর সেই দিন হতে তোমার নাম হলো ঘটিরাম।

কেনা। আমার সাক্ষাতে কেউ বল্‌তে পারে না—পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে ঘটিরাম ডেপুটি, আমার কাছারি আস্‌তে হলে, বলে ঘটিরামের কাছারি যাচ্চি। আমি কাছারিতে ইস্তেহার লট্‌কে দিলেম, যে ঘটিরাম বল্‌বে, তার মেয়াদ দেব—

নিম। কোন্ ধারা অনুসারে ?

কেনা। আমরা হাকিম, যে ধারা খাটাতে ইচ্ছে করি, সেই ধারা খাটাতে পারি। একদিন একজন মোক্তার মোকদ্দমায় হেরে যাওয়াতে আমায় বল্যে, "কেবলা হাকিম্, যা খুসি তাই কত্তে পারেন"—আমার ভারি রাগ হলো, ভাব্লেম কাছারির মাজখানে আমাকে কেবলা হাকিম বল্যে, তৎক্ষণাৎ কন্‌টেম্‌টো আফ্ কোর্ট বলে তার জরিমানা কল্যেম—সে বল্যে ধর্ম্ম-অবতার অপরাধ কি ? আমি বল্যেম, তুমি আমাকে কেব্‌লা হাকিম বলেছ—

অট। কেব্‌লা বুঝি বোকাটে ?

কেনা। নাহে না, কেব্‌লা মানে মহাশয়, পেস্কার আমায় ব'লে দিলে, তা কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস কল্যেম না, আমি ভারি কড়া হাকিম্, আমলার কোন কথা শুনি না—

নিম। "You are one of those that will not serve God, if the devil bid you." তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটি আছে ?

কেনা। ঘটিরাম আর কারো কপালে ঘটে নি—ঘটিরামে আমার মান্ বেড়ে গেল, সকলে বল্যে ইংরাজিতে যারা খুব লায়েক, তারা বাঙ্গালা ভাল জানে না।

নিম। কেব্‌লা হাকিম চুপ কর, তোমার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—

ভোলা। ঘটিরাম ডেপুটি সার্, কেব্‌লা হাকিম সার্, ইংলিস সার্, রীড্ সার্, গুড সার্—

অট। ডেপুটিবাবু ইংরাজিতে খুব লায়েক।

নিম। কেটে জোড়া দেন। বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামেই প্রকাশ হয়েছে।

কেনা। আপনি কোথায় পড়েছেন?

নিম। গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে।

কেনা। আমি পড়িছি কালেজে। গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে পড়লে খুব বিদ্যা হয় না, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটও হ'তে পারে না।

নিম। আর কলেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হতে পারে, কেব্‌লা হাকিমও হতে পারে—বাবা সুকৃতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ বিদ্যার জোরে হও নি—তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরাজি জানে—I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English—বাবা! ছেলের হাতে পিটে নয়—কি খাবে বাবা বলোতো—

Claret for ladies, sherry for men and brandy for heroes.

কেনা। অটলবাবু আমি যাই—

অট। বস না তোমায় কি জোর করে খাইয়ে দেবে? He is a tatler.

নিম। দুর্ ব্যাটা Idler—তোর বাবার ভাষায় বল্—দেখুন দেখি মহাশয়, ব্যাটা হেলে ধত্তে পারে না, কেউটে ধত্তে যায়—

কেনা। উনি মীন্ করেছেন টিটোটলার।

নিম। তবে আমি ঘটিরাম ডেপুটি মীন করে তোমাকে শালা বলি। তুমি মদ্য পান কর্‌বে না কেন?

কেনা। আমি কখন খাইনে।

ভোলা। ইট্ সার্, ইট্ সার্—

নিম। তোমার কি প্রেজুডিস্ আছে?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ কিছু নাই, আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক করেছে—

নিম। একটু মদ খাবে না কেন?

কেনা। হিন্দুদের কাছে তা হলে বড় মিথ্যা কথা বল্‌তে হয়।

নিম। তুমি মুর্‌গি খাও ?

কেনা। আমার প্রেজুডিস্ নাই, কিন্তু মুর্‌গি খেতে আমার বড় ভয় করে—

নিম। Arrant coward. তারকেশ্বরের দোকানের বিস্‌কুট খাও ?

কেনা। কোন তারকেশ্বর ?

নিম। ভাল ঘটিরাম ! মুসোলমানের দোকানের বিস্‌কুট্, যারা তারকেশ্বরের দাড়ি রেখেছে।

কেনা। এক দিন দু দিন খাই।

নিম। তাতে মিথ্যা বলা হয় না ?

কেনা। আমার ত প্রেজুডিস্ নাই, আমাকে পেড়াপিড়ি কেন ? হিন্দুরা আমায় নিন্দে কর্‌বে সে ভয়েতে আমি কিছু করি নে।

নিম। তুমি বিদ্বান্ ব্যক্তি, মস্ত একটা হাকিম, কালেজে অনেক কাল পড়েছ, ব্রাহ্ম হয়েছ, তোমার কিছুমাত্র প্রেজুডিস্ নাই, আচ্ছা আমাদের অনুরোধে একটু মদ গালে দাও, অধর্ম্ম হবে বল্‌তে পার না, কারণ তোমার প্রেজুডিস্ নাই—আর যদি আমার অফর গ্রহণ না করে আমাকে ইন্‌সল্‌ট কর, থামের গায় ঘটি আচড়ে ভাংবো—

কেনা। অটলবাবু আমি বাড়ী যাই—আরদালি! আরদালি! ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আরদালি ওখানে আছে?

অট। বস না—তোমার যদি প্রেজুডিস্ না থাকে তবে একটু খাও। তা নইলে ওর বড় অপমান হয়।

নিম। বাবা কালেজে পড়ে বিদ্বান্ হয়েছ, ইংরিজি এটীকেট্ শিখেছ, একজন জেণ্টল্‌ম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।

কেনা। আমি মহাশয় আঙ্গুলে করে একটু গালে দিই—(অঙ্গুলীদ্বারা মুখে মদ্য দান)

নিম। Thank you কেবলা হাকিম, much obliged ঘটিরাম ডেপুটী।

অট। আঙ্গুল উঁচু করে রয়েছ কেন?

কেনা। না, না—ঐ আঙ্গুলটো দিয়ে মদ ছুঁইচি, ওটা বাড়ী গিয়ে ধুতে হবে।

ভোলা। ফিংগার সার্, ওয়াশ্ সার্, প্রেজুডিস্ সার্, ফিয়ার সার্।

নিম। তোমার সম্পূর্ণ প্রেজুডিস্ আছে—তুমি ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর হলে কেমন করে?

কেনা। আমি প্রত্যহ সকালে উপাসনা করি, তার পর অন্য কর্ম্ম করি।

নিম। আচ্ছা বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মের তুমি বুঝেছ কি ?

কেনা। আমি সমাজের সম্পাদক, আমি আর কিছু বুঝ্‌তে পারিনি ?

নিম। আচ্ছা বাবা, তুমি ব্রাহ্ম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্‌, হাকিম, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ তোমার হাতে, তোমাকে আমি একটী প্রশ্ন করি, তু'ম তার যথার্থ উত্তর দাও—কিন্তু বাবা, ধর্ম্মতঃ বল্‌তে হবে।

কেনা। আমি মহাশয় মিথ্যা কথা কখন বল্‌বো না, মিথ্যা কথা বল্যে পরজরি হয়, পিনাল্‌কোডের ১৯৩ ধারায় পরজরিতে ৭ বৎসর মেয়াদ লেখা আছে—আমাকে যা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, আমি সত্য বল্‌বো, আমি হলোপ নিতে পারি, হলোপ আমার মুখস্থ আছে—

"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না।"

নিম। আচ্ছা বাবা, হলোপ নিয়েচ এখন আর মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না—তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ, কি দুটি

একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার যথার্থ বলো! সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, যাঁর পূজা অগ্রে না কল্যে কোন দেবতার পূজা হয় না, মা শেতলা আছেন, যার কুদৃষ্টিতে সপুরি এক গড় হয়, পুরুষোত্তমে জয়জগন্নাথ আছেন—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে", বলো দেখি বাবা, তুমি কি হিন্দুর সব দেবতা ত্যাগ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ?

কেনা। The question is very pointed.

নিম। সময় নাও, মনের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে বিচার কর, তার পর উত্তর দাও,—বাবা, বউবাজারে কালী জিব মেলয়ে আছেন—(হস্ত উচ্চ করিয়া জিহ্বা দর্শায়ন) ফিরিঙ্গিরে ক্রিশচান, তবু তারা কালীকে ভয় করে পূজা দেয়, তাহাতে তাঁর নাম ফিরিঙ্গি কালী—বলো বাবা, ভেবে বলো।

কেনা। আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না, আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—আমি কাল বল্‌বো। পরজরির শক্ত সাজা, পরজরিতে সেসান কেস্ হয়।

নিম। দূর্ ব্যাটা ঘটিরাম—তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বুঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা গিয়াছে—যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র হচ্চে "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস্ কি না বল্‌তে কতক্ষণ লাগে?

কেনা। একটি আদ্‌টি ঠাকুর হলে খপ্ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা এক দিনে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো একটা রাখ্‌বের মত হয় ?

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি হাজির ? ঘটিরাম ডেপুটি হাজির ?—

কেনা। দেখ অটল, তোমার বাড়ীতে হাকিমের অপমান হচ্চে, তুমি কিন্তু জবাবদিহিতে পড়্‌বে।

নিম। ওরে ব্যাটা, এটা কলকাতা মপোস্বাল নয়—তুই তো ঘটিরাম, বিলাতে গেলে তোর বড় হাকিম্‌দের নিয়ে কি তামাসা করে দেখিচিস ? না দেখে থাকিস, ভ্যানিটি ফেয়ার পড়্‌গে, কালেক্‌টার আফ বগলিওয়ালাকে কেমন ঘটিরাম করেছিল দেখ্‌তে পাবি।

কেনা। আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই মুই কল্যে আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়—

নিম। কেবলা, মহাশয়, জনাব, হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, হাকিম, রায়-বাহাদুর, বিচার আজ্ঞা হয়—

কেনা। আপনি কি হয়েছেন ?

নিম। তোমার ফাল্‌সানির আসামি।

কেনা। অটল, ফ্যাল্‌সানি কারে বলে জান ?

ভোলা। রেপ্ সার, রেপ্ সার, আই সার্, নো সার্।

নিম। (এক গেলাস মদ্য লইয়া)

"Wine is the fountain of thought; and

The more we drink, the more we think."

বাবা, যদি য়াইন্ কত্তে চাও, তবে মদ্‌টা ধর।

কেনা। মদ খেলে লোকে আমায় নিন্দে কর্‌বে, এখন সকলেই আমাকে শিষ্ট শান্ত বলে, আমি ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু হিন্দুদের মন-রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি—

নিম। তোমাকে যদি পাঁচদিন আমি দখল পাই, তা হলে আমি ফরচুন করে নিতে পারি।

অট। কেমন করে?

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের কাছে একখানি ঘর তৈয়ার করি, তার ভিতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তার পর ছাপয়ে দিই, মপোস্বাল হতে শাম্‌লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে, গড়ের মাঠে অবস্থিতি—বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা ওম্‌নি—

অট। মেয়েরা অম্‌নি কেন?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে?

কেনা। মপোস্বালে আমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে পাইচালি করি, আর মেয়েরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, এক এক জন হাঁসে—

নিম। আপনি কি বলেন?

কেনা। আমি বুঝি হাকিম হয়ে তাদের সঙ্গে কথা কবো, তা হলে যে লোকে আমায় হাল্কা বল্‌বে, যদি আমি মেয়েমানুষ-দের সঙ্গে কথা কই, তা হলে যখন এজ্‌লাসে বসে ফয়সালা কর্‌বো, তখন যে লোকে মনে মনে বল্‌বে "হাকিম শালা বড় লম্পট।"

অট। তুমি ইংরিজিতে ফয়শালা লেখ না বাঙ্গলায় লেখ?

কেনা। ইংরিজিতে লিখি।

নিম। সাহেবরা বুঝ্‌তে পারে?

কেনা। সাহেবরা ইংরিজি বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন, আপনিই কেবল ইংরিজি বুঝ্‌তে পারেন?

নিম। আচ্ছা বাবা তুই যে বড় ইংরিজি ইংরিজি কচ্চিস্, একটা তর্‌জমা কর্ দেখি?

কেনা। যা বল্‌বে আমি তাই তর্‌জমা কত্তে পারি— কালেক্‌টার সাহেব আমাকে কত কাগজ দেন তর্‌জমা কত্তে।

নিম। আচ্ছা কর দেখি—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী

তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—এর ইংরিজি কর দেখি বাবা, বিদ্যা বোঝা যাবে এখন—কি বাবা, বাগ দেখ্‌লে নাকি ? কথা নাই যে।

কেনা। আর একবার বলুন।

নিম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—বাবা, এ তোমার হলোপ পড়া নয়, এতে বিদ্যা চাই।

কেনা। আমি যখন তর্‌জমা করি তিন চার খান ডিক্সো-নারি নিই আর এক একটা কথা মৎত্রজ্জম্‌কে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বসে এ তর্‌জমা কত্তে পারিনে।

ভোলা। আই ডু ক্যান্‌ সার্‌—ডু সার্‌? স্যান্‌ ইন্‌ লা ডু সার্‌?

অট। করতো জামাই বাবু, তুমি যদি ঠিক কত্তে পার, তোমাকে আমি ডেপুটি বাবু করে দেব—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ কল্যেন।

ভোলা। ইন্‌ দি মান্‌থো আগষ্টো সার্‌—

নিম। তুই যদি সার্‌ বল্‌বি তবে তোকে আমি ঘটিরাম করবো।

ভোলা। ইন্ দি মান্থো আগষ্টো, আন্ দি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্, কিষেণ্‌জি টেক বার্থ ইন্ দি বেলী আফ দৈবকী—

নিম। বাহবা জামাই বাবু—

ভোলা। সার্ নট্ সে সার্—

কেনা। আবার বলো দেখি?

ভোলা। ইন্ দি মানথো আগষ্টো, আন দি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্, কিষেণ্‌জি টেক্ বার্থ ইন্ দি বেলী আফ দৈবকী। ঘটিরাম ডেপুটি নট্ ক্যান্ সার।

কেনা। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বুঝি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্? তাতো হতে পারে না।

নিম। "Let such teach others who them-selves excel,
And censure freely who have written well."

ডেপুটিবাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইচি তা এক মুখে কত বল্‌বো, আপনি বড় লোক আমাদের মনে রাখ্‌বেন, আপনার নাম আমার জপমালা হয়ে রহিলো; আপনার নামটি কি?

কেনা। আমার নাম কেনারাম ঘোষ।

নিম। ঘোষ ?

কেনা। হাঁ।

নিম। কি ঘোষ গয়লা ঘোষ, না কায়েত ঘোষ ?

কেনা। কায়েত ঘোষ।

নিম। পাজি, তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার বাবার বাবা পাজি, তোমার সাতপুরুষ পাজি, তোমার আদি-শূরের সভা পাজি—

কেনা। অটল ভাই তোমার বাড়ীতে আমি থাক্তে চাইনে, সাতপুরুষ ধরে গাল দিচ্চে—উঃ মাতাল হয়েছেন বলে ওঁকে ভয় কত্তে হবে—আরদালি ! আরদালি!—তুমি আমাকে পাজি বল্‌বে কেন ? তুমিও পাজি।

নিম। রাগ করোনা বাবা, প্রমাণ দেব—না পারি, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো মারো, বাবার মাতায় জুতো মারো, বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার Great grand বাবার মাতায় জুতো মারো, সহস্র পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো—

অট। ব্যাটার মুখ যেন মন্টিতের দোকান।

নিম। সাবাস্ বাবা, বেস বলেচো বাবা, লাক্ কথার

এক কথা, পায়ের ধূলা দে (অটলের পদধূলি গ্রহণ) এরে বলে টুইট—(অটলের দাড়ি ধরে) ওরে আমার রসিক ছেলে।—To resume the narrative—আদিশূর রাজার নিমন্ত্রণানুসারে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন—উভয় বর্গের তুল্য মান, উভয় বর্গই সসম্মানে আহূত। রাজা, কায়স্থ পঞ্চের একে একে পরিচয় লইলেন—মিত্রজ! ব্রাহ্মণঠাকুরদের সহিত কি সম্বন্ধ? আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণের ভৃত্য—Egregious ass! বসুজর কি? আজ্ঞে আমিও ঐ—Another. ঘোষজ! আজ্ঞে ডিটো—A third and the silliest of them all—অধুনা মহারাজ যুধিষ্ঠির—বিষ্ণু—রাজা আদিশূর তেজঃপুঞ্জ দত্তজ মহোদয় সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেন—দত্তজ মহাশয়ের কি উত্তর? দত্ত মহামতি গাত্রোত্থন করিলেন—(দণ্ডায়মান) এবং বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—How nobly, how independently, how boldly said—সোভানুল্লা (বুকে চড় মারিয়া) জিতারহ বাবা, জিতারহ বাবা—কি Spirit, এরে বলি Moral courage—এমন মর‍্যাল করেজের ছেলে আমি, আমি তোমাকে পাজি বল্‌বো তার আবার কথা?—"দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—

These words should be written in letters of gold—কেমন বাবা ঘটিরাম হয়েছে ?

কেনা। ঘোষজ Silliest হলো কেন ?

নিম। Because he begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat you, who don't do what every sensible man does, namely, drink

কেনা। আপনার কোথায় থাকা হয় মহাশয় ?

নিম। আগুন চাপা থাক্‌বের নয়। তুমি ভাই রোম, গ্রীস, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, ঐটি ছাড়ান দাও—না হয় দু নম্বর কম দিও।

অট। এই বার বড় মজা হয়েছে—যে ঘোষের নিন্দে কচ্চেন সেই ঘোষের বাড়ীতে থাকেন—

কেনা। মহাশয় কার বাড়ীতে থাকেন ?

অট। ঘোষেদের বাড়ী বল্—

নিম। হুজুর! ঘটিরাম হুজুর! চক্ষু খুলে দেখুন হুজুরের নাকের উপর সাক্ষীকে তালিম কচ্চে—ঘটিরাম কেবলা! শুনুন!

কেনা। আমি শুনতে চাই না।

নিম। তা হলে সাক্ষী বিদায় পায় কেমন করে? ধর্ম্ম-

অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনামোপুরুষোধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যাম বাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিনতে পারে না—হুজুর বন্দা মজুর, ধামারধামা দামার চাইতেও অধম।

অট। মর‍্যাল করেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্?

নিম। "Into what pit thou seest,
From what height fallen."

(ঢুলে ভূমিতে পতন)।

অট। থাক্ ব্যাটা পড়ে থাক্।

কেনা। আমি এই বেলা যাই। আমায় গোকুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে।

অট। আমিও যাব—বসো একত্রে যাই।

ভোলা। আই জাইন ইউ, হোয়ের ইউ গো আই গো।

অট। তুমি ভারি মাতাল হয়েছ, তুমি শোওগে যাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না।

ভোলা। আই জাইন ইউ—

অট। আচ্ছা তুমি এখন একটু শোওগে—দামা, জামাই বাবুকে শুইয়ে আয়—যাবার সময় তোমাকে ডেকে যাব।

[দামা এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

কেনা। দত্তজা যদি মদ ছাড়েন, উনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হতে পারেন—

অট। মদ ছাড়্‌লে কি হবে ও যে ভারি লম্পট।

কেনা। মহেশ্বর বাবুর ব'ন্ না বেঁচে আছে ?

অট। আছে বইকি—সে খুব সুন্দরী, তা ভাই ওর কেমন উইক্‌নেস্, তারে রেখে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।

কেনা। চল এই বেলা যাই, ও উঠ্‌লে যাওয়া মুস্কিল হবে।

অট। ওকে নিয়ে যাই, গোকুল বাবুর বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেব—ওকে নিমন্ত্রণের কথা কিছু বল না।

কেনা। ওরে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, লোকে নিন্দে করবে—

নিম। "Macbeth! Macbeth! Macbeth! Beware Macduff; Beware নিমচাঁদ, Beware কাল-

নিমে। কি বাবা ঘটিরাম Conspiracy কচ্চো।

কেনা। না মহাশয়, আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, আমার উপর রাগ কর্‌বেন না মহাশয়!

নিম। আপনি এক্ষণে কোথায় কর্ম্ম করেন?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটি করি, এক্ষণে অবসর লয়ে বাড়ী এসেচি। আপনি কি করেন?

নিম। আমি অটলের বৈটকখানায় মদ খাই, এক্ষণে ঢলে পড়ে রইচি।—মেসো মহাশয়, চলুন মাসীর বাড়ী যাওয়া যাক্‌।

অট। তুই ওঠ, আর এক জায়গায় চল্‌।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড্‌, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিৎপুর রোড

গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখে

অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায় দ্বারপালদ্বয় আসীন।

অযো। হামারা লিলাট্ মে ভগবান অ্যাছা দুখ লিখা হায়!

রঘু। তুল্‌সি জন্মতোহিলিথ দুখ্ সুখ্ সম্পৎসাৎ।
বেয়াধ্ ঘাটে যোঁ বয়েদ্ ছোঁ কলম গ্যাহে কেঁও হাৎ?

মনমে ধীর রাথ ভাইয়া, লিলাট্ মে যো লিখা থা হোগিয়া।

অযো। হাম্ যো কাম কর্‌তে হেঁ ঐ কাম্ মে বখেড়া লাগ্ যাতা, কেত্তা রূপিয়া খরচ করকে সাদি কিয়া—

রঘু। ভগবন্ যব কৃপা করেগা থাকৃমে শর্কর নিকৃলেগা—
বিজু বন্ মিলে না লাকড়ি, সায়র-মিলে না নীর,
পড়ে উপাস্ কুবের ঘর্ যোঁ বিপচ্ছ রঘুবীর।
বিন্ বন্ মিলে যো লাকৃড়ি, বিন্ সায়র মিলে যো নীর,
মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যোঁ স্বপচ্ছ রঘুবীর।

অঘো। হামারা ভাইয়া আচ্ছা কাম্ করে গা কভী দেল্‌মে খেয়াল হুয়া নেই—ভাই হোকর্ ভাইকা রেণ্ডি লেকে ভাগ গেঁই ? ক্যা বদ্‌বক্ত !

রঘু। মহারাজজি লিখা হায় কি নেই—

বধিক্ বধে মৃগবান ছোঁ।
রুধ্‌রে দেহেত বাতায়,
অংহিং অন্‌হিং হোতো হায়
তুলসি দ্বরদিন্ পায়।

বাবুলোক আওতে হেঁ।

অঘো। ভর্‌ভ্রষ্ট—

অটলবিহারী, নিমচাঁদ, কেনারাম এবং দামার প্রবেশ।

অট। নিমচাঁদ তুই বাড়ী যা।

[অটল এবং দামার বাড়ীর ভিতর গমন।

নিম। (কেনারামের প্রতি) What fuss is this? Dead drunk. এ ত প্রসন্নর বাড়ী ?

কেনা। না।

নিম। কোন্ দেবীর বাড়ী ?

কেনা। গোকুল বাবুর বাড়ী।

নিম। কেউ রেখেছে ?

কেনা। না—

[কেনারামের বাড়ীর ভিতর গমন।

নিম। তবে আমিও যাই। (যাইতে অগ্রসর)

অযো। তোমরা যানা মানা হায়।

নিম। আলবৎ যায়েঙ্গা—পবলিক্ হোর কি না ?

অযো। ক্যা ?

নিম। পবলিক্ হাউস্ কি না ?

রঘু। তুমি কি বল্‌তেছেন গো ?

নিম। Public house, free access.

রঘু। আছে, বাবুজির হৌস্ আছে—

নিম। বাইজির হাউস্, আরো ভাল—ছেড়ে দাও বাবা আমি বাইজির গান শুনবো—

(উপরের বারাণ্ডায় গোকুলচন্দ্রকে দেখিয়া)

"It is the east, and Juliet is the sun !
Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান"

গোকু। নেকাল দেও বাঞ্চৎকো—

নিম। (গোকুলের দিকে চাহিয়া) Sing heavenly muse! তর্ হো গিয়া বাবা—

গোকু। দরজা বন্দ করে রাখ্—

নিম। আচ্ছা বাবা, বাঙ্গালাই গাও বাব।।

গোকু। তুই বাবু বাড়ী যা।

নিম। তোর ঘরে লোক আছে না কি? বাই সাহেব রেডিমনি—গ্রাটিস্ না বাবা।

গোকু। আওনে দেও মৎ—

নিম। "Nacky, Nacky, Nacky—how dost do Nacky? hury durry.——Ay, Nacky, Aquilina, Lina, Quilna, Quilina, Quilina, Aquilina, Naquilina, Acky, Acky, Nacky, Nacky, queen Nacky."

গোকু। তুই এই বেলা বাড়ী যা, তা নইলে পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে যাবে।

[বারাণ্ডা হইতে গোকুলের প্রস্থান।

নিম। "—One more and this is the last."

(অযোদ্ধাসিংএর ঘাড় ধরিয়া মুখ চুম্বন।)

অঘো। এ ছছুরা! (নিমচাঁদকে রাস্তায় চিত করিয়া ফেলন—দ্বারপালদ্বয়ের বাড়ীর ভিতর গমন)

নিম। "So sweet was ne'er so fatal. I must weep,
But they are cruel tears—"

কারণ আমি এখন মনে কচ্চি আর্ খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবীটে ঘোরে, কি সূর্য্যটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্র হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখনত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুর্‌চে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক্।

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। এখানে পড়ে কে? এ যে দেখচি অটল বাবুর ইয়ার—এই গাড়ি করে নে ব্যাড়ানো হয়, জামা জোড়া পরানো হয়, এক গেলাসে মদ খাওয়া হয়—তা গাড়ি করে বাড়ী দিয়ে আস্‌তে পাল্যেন না। তোমার এমন দশা হয়েছে কেন?

নিম। "This is the state of man: To-day he puts forth
The tender leaves of hope, to-morrow blossoms—"

তার পরেই আমার দশা।

দাসী। আহা মুখে গ্যাঁজা উট্‌চে, সুরকি গুলো গায় ফুট্‌চে—সুখী নোক কি সুরকিতে শুতে পারে?

নিম। "The tyrant custom, most grave senators,
Hath made the flinty and steel couch of war
My thrice-driven bed of down."

বারুণীর স্নেহগর্ভ আলিঙ্গনে রাস্তার সুরকি আমার কুসুমশয্যা অপেক্ষাও সুকুমার বোধ হচ্চে।

দাসী। আহা! বাছা কি অবোল্ তাবোল্ বক্‌ছে—

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা মাসী মাসী কচ্চো? হাজার হোক্ বড় নোকের ছেলে কি না, গোরিব দেখে ঘেন্না করে না, মাসী বলে ডাক্‌চে—জল এনে দেব মুখে দেবে?

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা।

নিম। তুই এক কর্ম্ম কত্তে পারিস্।

দাসী। কি কর্ম্ম বাবা?

নিম। তুই কুটনী হতে পারিস্?

দাসী। তোর মা ব'ন্ গিয়ে হোক্—আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল, মদখোর, ভারতছাড়া—খুব হয়েছে, গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোও।

[দাসীর প্রস্থান।

নিম। মদের কি বিচিত্র গতি! এত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, সব স্থির, Still, Still as death—কালেখাঁ কামানের মত পড়ে আছি—নড়া চড়ার দফা শেষ—(চক্ষু মুদিত করিয়া) মা কালীঘাটের জগন্নাথ! আমায় উঠয়ে দাও, আমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করি। জগন্নাথ, তুমি ভাই আমার খুড়ো, তোমার মাগ সুভদ্রা দিদি আমার পিসী—বাবা জগন্নাথ তুমি যদি কালীঘাটের সঙ্গে Amalgamate হও তা হলে হোটেলকে গোটেহেল করি—তোমার খেচড়া আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালিয়ে—সুভদ্রাপিসি Amalgamate শুনে রাগ কর না, আমি ঘটক নই—হে শুভদ্রে! হে ধনঞ্জয়মনোরঞ্জনকারিণি! হে অভিমন্যুপ্রসবিনি! হে যশোদাদুলালসহোদরে! তুমি হাত পা বার কর,সমুদ্রের ডাক্ থেমেছে, ঝড়তুফান আর কিছু নাই—সাৎ দোহাই পিসী মা, হাত পা বার করে তোমার উপযুক্ত ভাইপোকে তোলো—

বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রবেশ।

সোনার চাঁদ ভাল আছো ?

প্রথমা। আ মরে যাই, স্তব হতে হতে আবার আমাদের খবর নিচ্চেন।

নিম। পাছে বলো পাতি-লম্পট, গ্যালান্ট্রি জানে না— আমি পাণ্ডা তোদের জগন্নাথ দেখাব—

দ্বিতীয়া। সার্জ্জন এলেই জগন্নাথ দেখ্‌তে পাবে।

নিম। ডুরে ধরে টান্‌লে পরে মন রয় না ঘরে।

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে দেখায়ে) এই তোমার যাত্রী, একে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয়া। আমি ভাই একে জানি, সেই বাঙ্গালবাবুর সঙ্গে একদিন গ্যাচ্‌লো—

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে ধাক্কা দিয়া নিমচাঁদের নিকট ফেলিয়া দিয়া) তুই তবে ঠাকুর বাড়ী যা।

নিম। 'If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain."

দ্বিতীয়া। (সভয়ে উঠিয়া) বাবা গো এখনি ধরেচ্‌লো— তোর মত বেহায়া মেয়ে ভাই কেউ কখন বাপের কালে দেখেনি, যদি আমায় কামড়াতো।

নিম। মদ খাবি ?

প্রথমা। মদের ফল তো এই ?

নিম। তবে যা, সভায় গিয়ে নাম লেখা।

দ্বিতীয়া। আমরা অনেক কাল নাম লিখ্য়িচি।

[বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রস্থান।

নিম। "Come Sleep—O Sleep, the certain knot of peace,
The baiting place of wit, the balm of woe,
The poor man's wealth, the prisoner's release,
Th' indifferent Judge between the high and low.-"

চদ্দ বৎসর কেন, চদ্দহাজার বৎসর বনে থাক্তে পারি, যদি আমার মালিনীমাসী জানকী কাছে থাকে—পবনতনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইরূপে বাস, তারপর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে জগন্নাথও সেই পথে।

জীবনচন্দ্র এবং একজন বৈদিকের প্রবেশ।

জীব। আপনি অগ্রসর হন্—দেবতার পদার্পণে বাড়ী পবিত্র হয়।

বৈদি। মহাশয় অনুরোধ কর্‌তেছেন, যাওয়ার বাধা কি? তবে কি না, বৈদিককুলে এমন কুলকজ্জল কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই যে শূদ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দূরে থাক্ পদপ্রক্ষালন করে না—অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী প্রতিজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে—ব্রাহ্মণের প্রতি—(নিমচাঁদের উপর পতন) হা রাম! হা রাম!

নিম। ভক্ত হনুমান জানকীর কুশল বলো—হনুমান তুমি আমার পরমভক্ত। (বৈদিককে আলিঙ্গন)

বৈদি। হে রাম! মাতাল না কি?

নিম। তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক কোঁক এমন রত্ন প্রসব করেছেন—ভক্ত হনুমান! মুখ পুড়েছে কেমন করে বাপ্—তোমার পোড়া পদ্মাস্য চুম্বন করি। (বৈদিকের গালে কামড়ায়ন)

বৈদি। উহুহু কি প্রচণ্ড কামড়—

জীব। আঘাত পেয়েচেন?

নিম। "Ay, past all surgery."

জীব। কি ও? কি ও?

বৈদি। আর কিও—কপোলদেশটা এককালে দন্ত দ্বারা দুই খণ্ড করে ফেলেছে—রুধিরধারা নির্গত হইতেছে—মহাশয় ছাড়ে না।

জীব। তুই ব্যাটা কেরে? ছেড়ে দে, নতুবা চাব্‌কে লাল করে দেব—

নিম। "O Heavens, this is my true be-gotten father—"আপনি অটলের গর্ভধারিণী, আপনাকে দণ্ডবৎ—

বৈদি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আপনার সহিত বেল্লিকটের পরিচয় আছে দেখ্‌চি যে।

জীব। যে সুসন্তান, কত লোকের সহিত পরিচয় হবে—এদের জন্যেই অটল বিষয়টা ছারে খারে দিচ্চে—

নিম। "His father's ghost from limbo-lake
the while,
Sees this, which more damnation
doth upon him pile."

জীব। তুই কি নিমচাঁদ?

নিম। হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা।

জীব। তা যথার্থ বটে—আমার বিষয়টা তুমি অর্দ্ধেক খাচ্চো—

নিম। তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে—

জীব। সার্জ্জন আস্‌চে।

[জীবনচন্দ্র এবং বৈদিকের বাড়ীর ভিতর গমন।

সার্জ্জন এবং পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ।

নিম। (সার্জ্জনের হস্তস্থিত আলোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)

"Hail ! holy light ! offsping of Heaven, first born,
Or of the Eternal co-eternal beam,
May I express thee unblamed ?"

সার্জ্জন। এ কিয়া হায় ?

প্রথ, পাহা। দারু পিকে মাতোয়ালা হুয়া।

সার্জ্জন। "What is the matter with you ?"

নিম। Thou canst not say, I did it : never shake
Thy gory locks at me."

সার্জ্জন। আবি টোমারা ডর্ মালুম্ হুয়া।

নিম। পিসীমা হাত পা বার করো—আমায় উদ্ধার করো, আমি অহল্যাপাষাণ হরণ হয়ে পড়ে আছি বাবা।

সার্জ্জন। টোম্‌কো টানামে যানা হোগা—উঠাও।

নিম। "Man but a rush against Othello's breast,

And he retires"

সার্জ্জন। টোম্ কোন্ হায়?

নিম। আমি হিমাদ্রি-অঙ্গজ মৈনাক, পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রইচি।

সার্জ্জন। I will drown you in the Hooghly.

নিম। "Drown cats, and blind puppies."

সার্জ্জন। জলদি উঠাও।

দ্বিতী, পাহা। উঠ্‌বে উঠ্। (হস্তে চাদর বন্ধন করিয়া উঠায়ন)।

সার্জ্জন। Every drunkard should be treated thus.

নিম। And made a son-in-law.

কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম,
দড়ী দিয়ে বাঁদ্‌লেম,

হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা করতো বাপু।

ব্যা ব্যা ব্যায়া, ব্যা ব্যা ব্যায়া, বাসর ঘরে নিয়ে চলো বাবা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

চিৎপুর রোড

গোকুলবাবুর বৈটকখানা

জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র এবং বৈদিক আসীন।

বৈদি। অটলবাবু গেলেন কোথায়?

গোকু। আঁচাচ্চে।

জীব। গোকুলবাবু, ক্রমে ক্রমে কি সর্ব্বনাশ হয়ে উঠ্‌লো—আবাগের ব্যাটা মদ না খেলে আর আহার কত্তে পারে না—এখন ওরে মদ ছাড়্‌তেই বা বলি কেমন করে? শেষকালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বস্‌বে?

গোকু। আপনি বুঝি ওদের কথায় ভুলে গিয়েছেন—

মদ ছাড়্‌লে শরীর অসুস্থ হয় কে বলেছে? আমি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি, মদ ছেড়ে কোন অসুখ হয় নি, বরং শরীর সুস্থ হয়েছে। গাঁজাখোরেরা বলে গাঁজা ছাড়্‌লে বেয়ারাম হয়, মাতালেরা বলে মদ ছাড়্‌লে কিছু খাওয়া যায় না। আপনি যদি একটু শাসিত করেন, তা হলে মদ ছাড়াবার চেষ্টা করা যায়।

বৈদি। আমি যে প্রস্তাব কর্‌লেম তাই কিয়ৎকাল করে দেখুন—আপনারা দুই স্ত্রীপুরুষে এবং অটল এবং অটলের কায়স্থিনী কিছুদিন কাশীতে গিয়ে বাস করুন—আমিও আপনাদের সমভিব্যাহারে থাক্‌বো।

গোকু। এ পরামর্শ মন্দ নয়—তা হলে ওর শোধরাবার সম্ভাবনা—সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌বেন।

অটল এবং কেনারামের প্রবেশ।

জীব। আচ্ছা অটল, তুই একবার ভেবে দেখ্‌দেখি, এই কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, কেমন শান্ত, দেখে চক্ষু জুড়োয়। কেমন কাজকর্ম্ম কচ্চে, দশজনকে প্রতিপালন কচ্চে।

কেনা। আপনারা বিজ্ঞ, পিতৃতুল্য, আপনাদের যদি মান্য না করবো, আপনাদের যদি কথা না শুন্‌বো, তবে আমাদের লেখাপড়ার ফল কি?

অট। ঘটিরাম ডেপুটির মুখে যে খোই ফুট্‌চে।

জীব। কেনারাম বাবু কি মদ খান?

কেনা। আমি কি এমনি কুলাঙ্গার, মদখেয়ে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ কর্‌বো? বিশেষ মদ খেলে কর্ত্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদের মনে কি দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ?

অট। আঙ্গুলে করে খেলে ক পুরুষ নরকস্থ হয়?

কেনা। অটলবাবু বুদ্ধিমান্, আপনি যা বল্‌বেন, উনি তাই শুন্‌বেন—কি বলেন অটলবাবু?

জীব। অটল, আমি তোর বাপ, বাপের কথা অমান্য করিস্‌নে—আমি তোকে বল্‌চি, তুই শপথ করে বল, আমার পায় হাত দিয়ে দিব্বি কর্ আর মদ খাবিনে।

অট। আমার যদি মদ ত্যাগ কর্‌বের ক্ষমতা থাকৃতো তা হলে আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তেম না—মদে আমার সংস্কার হয়েছে, এখন মদ ত্যাগ কল্যেই আমার যক্ষ্মাকাশ হবে, আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বে।

জীব। ঐ শোন গোকুলবাবু, ওর গর্ব্ভধারিণীর কাছে ঐরূপ বলে, আর সে কাঁদ্‌তে থাকে।

গোকু। বাপু, পিতামাতাকে প্রবঞ্চনা কর্ত্তে নাই—

কার মুখে শুনেছ মদ ছাড়্লে যক্ষ্মা হয় ? মদেতে বরং যক্ষ্মা জন্মাতে পারে।

কেনা। আমি মহাশয় ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্পবয়সে মরে যাই, তা হলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ মানষেত্বাও কত্তে পার্‌বো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দুটাকা দিতেও পার্‌বো না।

বৈদি। কেনারাম অতি সুশীল, বিলক্ষণ বিজ্ঞতা জন্মেছে, সুখে থাক।

জীব। তুই কলকাতায় ব'সে ব'সে কোন কাজ্‌ত করিস্‌নে, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—তুই যাবি, বউমা যাবেন, গিন্নি যাবেন, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাবেন—

অট। কোথায় ?

জীব। কাশী।

অট। আমায় কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে হবে।

জীব। তুই যদি আমার কথার বাধ্য হস্‌, তুই যত টাকা চাস্ আমি দিতে পারি।

অট। আমি ত বল্‌চি যাব।

বৈদি। তবে আপনারা অটলবাবুকে অবাধ্য বলেন কেন ?

জীব। আপনি একটা ভাল দিন দেখে দেবেন।

বৈদি। পরশ্ব উত্তম দিন আছে।

অট। পর্শু আমি যেতে পার্বো না।

জীব। কেন?

অট। একখান ষ্টীমার ভাড়া কত্তে হবে।

জীব। ষ্টীমারের প্রয়োজন কি? রেলের গাড়িতে যাব।

অট। রেলের গাড়িতে আমার যাওয়া হতে পারে না।

জীব। কেন?

অট। কারণ আছে।

জীব। কি কারণ আমার কাছে বল্।

অট। আমি আপনার সুমুখে সে কথা বল্তে পার্বো না।

জীব। রেলের গাড়িতে স্বচ্ছন্দে যাব, দু-দিনে গিয়ে পৌঁছিবো। রেলের গাড়ীতে গেলে তোর কি হয়?

অট। আমি গোকুলবাবুর কাছে বলি।

গোকু। আচ্ছা বলো।

অট। (চুপি চুপি) রেলের গাড়ীতে কাঞ্চনের মাতা ধরে।

গোকু। কাঞ্চনকে এখানে রেখে যাবে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী থাকবে।

অট। তা হলে ত ভারি আমোদ হলো—বুঝিচি, আমি নিতান্ত মূর্খ নই, কাঞ্চনকে ছাড়াবার জন্য এ ফিকির হচ্চে—

ভোলাচাঁদের প্রবেশ।

ভোলা। দিস্ ইজ্ ভার্‌চু ? দিস্ ইজ্ ভার্‌চু ? সন্-ইন্‌লা নট্ ঈট্, ফাদার ইন্‌লা ঈট্ !—

গোকু। এ কেরে বাবু ?

ভোলা। সান্‌ইন্‌লা সার্—হাঙ্গরী সার্, এম্‌টি বেলি সার্।

অট। মুক্তেশ্বরবাবুর জামাই।

গোকু। অমন সুন্দরী মেয়ে এই বাঁদোরকে দিয়েছেন—মেয়ে ত নয় যেন পরী—

ভোলা। গুড্ সার্, বিউটি সার্, নাইন মন্থেস্ সার্।

জীব। এই সকল লোক নিয়ে তোর সহবাস—এক গুওটা রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলা। গন্ সার্, সার্জ্জন ক্যাচ্ সার্।

অট। কখন ?

ভোলা। নাউ সার্।

[অটল এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

গোকু। ও যে মদ খেতে আরম্ভ করেছে, ওর আশা ছেড়ে দেন।

বৈদি। আপনি কাশী লয়ে যান্, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।

জীব। গেলে ত নিয়ে যাব—আর রাত করে প্রয়োজন কি?

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাঁকুড়গাছা

নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা

নিমেদত্ত আসীন।

নিম। (যোড়হস্তে দেয়ালস্থ ক্লিওপ্যাট্রা ছবির প্রতি) মা! পাপাত্মার পরিত্রাণ-হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন। মা! ভাষায় বলো। আমার কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; জননি! আমি অতি দীন, সহায় সম্পত্তি হীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করা; মা আমি অতি অজ্ঞ, ভাষায় না বল্যে কি প্রকারে ত্বদীয় সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম হবে? আহা জননীর কি মধুর ধ্বনি, যেন প্রভাতে পবনহিল্লোলে ক্রিয়াবাড়ীতে ঝাড়

তুলে শব্দ হচ্চে। মা আমাকে "প্রিয়তম পুত্র" বলে সম্ভাষণ করে আপনার ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ কর্‌লেন—যে আজ্ঞা, চুপ করলেম—মা আমার প্রতি অদ্য সদয় হয়েছেন, আমার যাতে—এই দেখ চুপ করিছি, আর কথা কবো না—মা যদি দেখা দিলেন, তবে এই করে যাবেন—মাইরি মা এই-বার নিতান্তই চুপ কর্‌লেম—মা তুমি হচ্চো জগতের মা, তোমার কাছে—সাত দোহাই জননি, এইবার একেবারে চুপ্‌ কর্‌বো, তুমি অন্তর্দ্ধান হয়ো না, ও বাপু রসনা, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির হওতো, তুমি বাপু অনেক মনস্তাপের কারণ, এক এক সময় এমন তপ্ত ফ্যান্‌ নিঃসৃত কর, লোকের অন্তঃ-করণের এক পুরু চামড়া উঠে যায়—আ মর্‌, তুই স্থির হতে পাল্লিনে ?—জননী বলুন, আমি জিব ব্যাটার পায় বেড়ি দিয়ে রাখি। (অঙ্গুলী বেষ্টন করিয়া জিহ্বা ধারণ) আহা কি সুললিত ভাষা—মা যদি বর দেবেন, তবে এই বর দেন্‌, যেন ভস্মজা বোতলসুন্দরী আমার সহধর্ম্মিণী হন ; মা দুঃখের কথা বল্‌বো কি, অদ্যাপি আমার হাতের জল শুদ্ধ হয় নি ; আমার যেটী প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা করে, আমি র খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি; লোকে মাতাল বলে নিন্দা করে। জননি, কলিকাতার লোকে গুণ দেখে না

কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুক্‌লি কচ্চিনে—কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে গর্দ্দভকে কন্যাদান কর্‌বে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা হস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ হয়েছে আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব। জননি, আমি যেমন ভীম, বোতল চারুহাসিনী আমার তেমনি হিড়িম্বা, এক্ষণে এই বর দিয়ে যান, যেন উনি আমার হৃদয়ে বিহার করে কোর্টসিপের মধ্যে ঘটোৎকচের উদ্ভব করেন—কি অনুমতি হয়? আহা "তথাস্তু" শব্দটি মায়ের মুখ হতে যেন কমলামধু পতিত হলো—অন্তর্দ্ধান হলেন, আহা! মা হক্ বেটীকে খুব ফাঁকি দিইচি, আমার বিয়ে হয়েচে, তবু ফাঁকি দিয়ে বিয়ের বর নিইচি। (ব্রাণ্ডির বোতলের প্রতি) হৃদ্‌বিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? তুমি সতীনে পড়্‌লে বটে, কিন্তু তোমার সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হবে না; তুমি আমার সুয়া রাণী, আমি অহর্নিশি তোমার অধরসুধা পান কর্‌বো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না। আহা! ছোটরাণীর কি রূপলাবণ্য—গোলাঙ্গিনি, শ্যামবরণা, লম্বগ্রীবা, বক্ষঃস্থলে ভাবি পয়োধরথর কি মনোহর! প্রণয়িনী প্রৌঢ়া হলে দেশে আর লোক রাখবেন না—"অমৃতং বালভাষিতং," আমার মুখের উপর মুখ রেখে একবার কথা কওতো।

(বোতলে মুখ দিয়া মদ্যপান) বল্‌তে কি বড় রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোকলজ্জা-ভয়ে মাগীর তামাক-পোড়া মাখা থুথু গুলোকে সুধা বলিচি, কিন্তু ছোট রাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত, যেন এখনি সাগর হতে উঠ্‌লো।

রামমাণিক্যের প্রবেশ।

রাম। বস্তা বস্তা বাণ্ডিল খাইচো নাহি? ও নিমচাঁদ চানে যাইবা না? (বোতলের মুখে মুখ দিয়া মদ্যপান)। বোরোতো ঠাণ্ডা, আর নি আছে?

নিম। (বোতল হস্তে লইয়া) প্রেয়সি তুমি এমন কামুকী, হনিমুনের মধ্যে আমার চকের উপর এই কাজটা কল্যে—তাই একটা সভ্য ভব্য লোক হক্; বাঙ্গাল, ঝাঁক্‌ড়া চুল্, জুলপি ব'য়ে সর্‌ষের তেল পড়্‌চে, ধোপা নাপ্‌তের খরচ নাই, মজা সুপারি খায়, ভগিনীপতিকে বলে বুনির জামাই, বজ্রকে বলে ঠাটা, চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়েছে, গাম্‌লা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়, এমন সুপুরুষকেও উপপতি কর্‌লে! তোমারে ধিক্, তোমার নারীকুলে ধিক্, মেয়ে-মানুষকে যে বিশ্বাস করে, তার মাগ্‌কে ঠেঁটি কিনে দাও। এই দণ্ডেই তোমাকে ডাইভোর্স কর্‌বো—

রাম। বোজ্‌লাম্ না, কারে কও ?

নিম। সুন্দরি, দেখ তোমার সতীত্বের সহিত তোমার সুধা তোমায় পরিত্যাগ করেছে, ভদ্রসমাজে তোমার আর স্থান হতে পারে না, তুমি দূর হও। (বোতল গড়াইয়া দেওন) ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান, দৌড়োবার ধূম দেখ ?

রাম। বতোল তোর মাগ নাহি ?

নিম। তোর জন্যই ত আমার গৃহশূন্য হলো, তোর কাছে মাগ আদায় কর্‌বো, দে বাঞ্চৎ আমার মাগ এনে দে। (গলা ধরিয়া প্রহার।)

রাম। ম্যারে ফেল্‌চে, ম্যারে ফেল্‌চে, নউলবাবু গ্যাহো, গ্যাহো, এহানে অ্যাসে গ্যাহো, পুঙ্গির বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেল্‌চে, বাগ্যদরীরে রারী কর্‌চে, বাগ্যদরী ক্যাবোল ছোট মাইয়া, খোই দোই খাইয়া একাদশী কর্‌বে কেম্‌নে ?

নকুলেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

নকু। কি হে ? কি হে ?

রাম। নিমে হালা গলা ধর্‌যা পৃষ্ঠে চর্ মার্‌চে।

নকু। তাইতে এত চীৎকার, আমি বলি বাঘে ধরেচে।

কেনারাম এবং আরদলির প্রবেশ।

নিম। ডেপুটিবাবু, তুমি শাম্‌লা মাতায় দিয়ে এসেচ বেস করেছ, তোমার কোর্টে আমার এক মোকদ্দমা আছে—আরদালি খুড়ো তুমি আগ্‌য়ে এস, ঘটিরাম ফরিয়াদী হাজির বলে চেঁচাও। সুবিচার কত্তে হবে বাবা।

কেনা। কি মোকদ্দমা মহাশয়?

নিম। এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে।

কেনা। আপনার স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল?

নিম। স্ত্রীর কন্‌সেণ্টের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন?

কেনা। তা নইলে সাজার যোগ্য কি না কেমন করে জান্‌বো।

নিম। আচ্ছা আমি স্বীকার কল্লুম, স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল।

কেনা। তা হলে উনি বেকসুর খালাস্ পাবেন, না হয় কিছু জরিমানা করা যাবে—আরদালি তোর মনে আছে এমন ধারা মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কি করেন?

আরদা। ধর্ম্ম-অবতার আমি মোকদ্দমার কথা শুনিনি।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি, আর বিচ্চে খরচ কত্তে হবে না,

হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী, কেব্‌লা হাকিমের গাইড্‌ হচ্চেন আরদালি খুড়ো—বাবা, যদি জিজ্ঞাসা কর্‌বের আব-শুকতা হলো, তুমি কেন নকুলবাবুকে জিজ্ঞাসা কল্যে না, আরদালির কাছে রেফার করে কেন লোক হাঁসালে?

কেনা। ও অনেক দিন কাছারিতে কর্ম্ম কচ্চে।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

নকু। নিমচাঁদ, দেখদেখি তোমার মাগী এলো কি না?

কাঞ্চ। মাইরি ভাই, আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই, ব্যাটা ওম্‌নি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান, কত মিনতি করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।

নকু। ভক্তের উপায়?

নিম। তুলসীদাম।

কেনা। সাজা হবে, সাজা হবে, অ্যাডল্‌টরি কেশে কন্‌সেণ্ট থাক্‌লেও মেয়াদ হবে।

নিম। কি বাবা, কিছু পকেটস্থ ক'রে রায় ফিরলে না কি ?

কেনা। সে কথাটি আমায় কেউ বল্‌তে পার্‌বেন না—আমাকে একদিন ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিম্‌কি পাঠ্‌য়ে দিচ্‌লেন, আর লিখে দিচ্‌লেন, "Presents from my poor wife." আমি তখনি ফিরয়ে দিলেম, আর বলে পাঠালেম, আমি হাকিম হয়ে কারো দ্রব্য গ্রহণ করি না—সেই অবধি ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে কথা কন্ না।

নিম। আমি হলে তোমাকে লক্ষ্মীবিলাস খাওয়াতেম।

নকু। আমি হলে জুতোর বাড়ি মাত্তেম।

কেনা। কেন নকুলবাবু আমি কি মন্দ করিছি—সকলেই বলে ইনি ভারি বেরেওয়া হাকিম্।

নিম। তুমি ভদ্রলোকের যে অপমান করেছ, তোমার মুখ দেখ্‌তে নাই—"Superstitious in avoiding superstition." এর চেয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘুস্ নিতে সে যে ছিল ভাল।

কেনা। আমি ঘুস্ খাইনে।

নিম। কেন ?

কেনা। লোকে নিন্দে কর্‌বে আর সাহেবেরা কর্ম্ম ছাড়্‌য়ে দেবে।

নিম। ঘুস্ খেতে তোমার প্রেজুডিস্ নাই।

কেনা। ঘুসের আবার প্রেজুডিস্ কি, এ ত আর মদ নয়?

নিম। হেঁসো না বাবা, আমি জানি হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিস্ বশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজু-ডিস্ বশতঃ ঘুস্ খায় না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস্ গিয়েছে, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস্ খাও না—তুমি সাধু-পুরুষ, প্রেজুডিস্ ছেড়ে দিয়ে বেশ করেছ।

নকু। আপনার বেশ্যালয় গতিবিধি আছে?

নিম। প্রেজুডিস্ নাই।

কেনা। আমি কখন বেশ্যালয় যাই না, ওতে পাপ হয়।

কাঞ্চ। আমার বাড়ীতে এক দিন গ্যাছ্‌লেন।

কেনা। আমি তখনি উঠে এচ্‌লেম।

কাঞ্চ। উঠে এচ্‌লে, না ইচ্ছে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

নিম। বাহবা ঘটিরাম—বাবা ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

নকু। সত্যি সত্যি গিয়েছিলে?

কাঞ্চ। এই আরদালি ব্যাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিচ্লেন—আমি ভাই ব'সে রইচি, আরদালি সঙ্গে করে এই মূর্ত্তি এসে উপস্থিত; সেদিন আরদালি খুড়ো চাপরাসখানি ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে ফর্সা করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে, কি চাও গা ? আরদালি খুড়ো ওম্নি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন, "ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্, এইখানে আজ থাক্বেন।" ইচ্ছে হাঁস্তে হাঁস্তে সাম্লার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

কেনা। তুমি বুঝি কিছু বলনি, এখন ভালমানুষ হচ্চেন।

কাঞ্চ। আমি কি বলেছিলাম ?

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে কত টাকা মাইনা পাও, আমি বল্যেম দু শ টাকা, তুমি বল্যে "তোমার মত ডেপুটি আমার কোচ্ম্যান আছে," তাতেই ত তোমার দাসী আস্কারা পেলে—জেলায় হলে কেমন দাসী দেখাতেম।

নিম। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ ছিল ?

কেনা। আমি বাগানে দেখেছিলাম, সেখানে অনেক লোক ছিল, কিছু বল্তে পারি নি, তাইতে একদিন বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু একদিন বই আর যাইনি—

নকু। আবার কি কত্তে যাবে, হুঁকোর জল খেতে?

কেনা। কাঞ্চন, তুমি বেস্ গাইতে পার—

নিম। ছি, ছি, ছি, ঘটিরাম তুমি নিতান্ত অসভ্য, তোমার কিছুমাত্র সামাজিকতা নাই। উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধানা নর্ত্তকী, শাপভ্রষ্টে ধরণীধামে বারবিলাসিনীরূপে জন্ম-গ্রহণ করেছেন, ওকে তুমি "কাঞ্চন" বলে সম্বোধন কল্যে।

নকু। "কাঞ্চনবাবু" বলা উচিত ছিল।

কেনা। বাবু তো স্ত্রীলোকের খাটে না, ব্যাকরণ দেখুন।

নকু। আপনার খুব তো ব্যাকরণ বোধ।

কেনা। আমাদের কাছারিতে মেয়ের নামেতে মুসম্মৎ দেয়, আমি তবে তাই বলি।

নিম। কেন আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো? তুমি ব্যাকরণ পড়েছ, বাবু শব্দটী স্ত্রী করে নিতে পার না?

কেনা। বাবু বাবুনী—

নিম। হাবু হাবুনী, ঘটিরাম ঘটিরামিনী।

কেনা। কেন, বাবু বাবুনী হয় না?

নিম। সাধু শব্দের স্ত্রী কি?

কেন। সাধু সাধুনী।

নিম। কদু কদুনী।

কেনা। আচ্ছা, তবে আপনি বলুন।

নিম। সাধু সাধ্বী, তেমনি বাবু বাব্বী, তোমার উচিত কাঞ্চনকে কাঞ্চন বাব্বী বলা। আমরাও আগে বাব্বী বল্‌তেম, এখন বন্ধুত্ব হয়েছে, তাই শুধু কাঞ্চন বলি।

নকু। দেখ্‌লে বাবা কলিকাতায় থাকার গুণ, একটা নূতন কথা শিখে গেলে।

নিম। শাম্‌লা মাতায় দিয়ে সমনজারী কল্যেই বিদ্যে হয় না।

কেনা। আমি জেলায় স্কুল কর্‌বের জন্য কত টাকা চাঁদা দিইচি।

নিম। দিয়েছ, না শুধু সই করেছ? অনেক ব্যাটা গৌরবপ্রিয় গোবরগণেশ আছে, সই করে, কিন্তু টাকা দেয় না।

কেনা। আমি, মহাশয় এমন পাজি নই যে সই কর্‌বো তা আবার দেব না—কাঞ্চন বাব্বি! তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা করেছ, তোমার পুত্র-কন্যা নাই, তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া,

যাতে তোমার নাম করে গরিবের ছেলেরা অনায়াসে পড়্‌তে পারে।

কাঞ্চ। আমি বাবু টাকা কোথা পাব ?

কেনা। না বাব্বি, তোমার অনেক টাকা আছে বাব্বি, তুমি একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে যাও, অনেক গরিবের ছেলে প্রতিপালন হবে।

নিম। আমি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন কত্তে বলি না।

কেনা। আপনি কি স্থাপন কত্তে বলেন ?

নিম। লম্পটতারিণী আড্ডা—যাতে কাঞ্চনের নাম করে উপায়হীন লম্পটেরা অনায়াসে নিস্তার পাবে।

কেনা। তাতে থাকৃবে কি ?

নিম। মদ, চরস, গাঁজা, গুলি, গুল, হুঁকো, কল্‌কে, আর—তোমার ভাল করুন গে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

নকু। এর একটা কমিটি ফরম্ কত্তে হবে।

নিম। কমিটির হাতে দিও না, দিও না, দিও না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে।

কাঞ্চ। নকুলবাবু, আমি ভাই বাড়ী যাই—

নকু। সে কি ?

নিম। মেসো মহাশয়ের আস্‌বের সময় হয়েছে, মাসীর প্রাণ আন্‌চান্‌ কচ্চে।

কাঞ্চ। এখানে এলে সে ভাই ভারি রাগ করে।

রাম। ঠাহাতো দিইচে, হাব্‌লি বানায়ে দিইচে, ওলো-ঙ্কার দিইচে, পরের বাগানে যাবার দেবে ক্যান্‌ ? (নকুলের প্রতি) আমার বাগ্যদরী কি পরের লগে যায়, কওদি বাইজি ?

নকু। কেনারামবাবু, রামমাণিক্যের সহিত আলাপ করুন।

কেনা। আপনার নিবাস কোথা ?

রাম। পদ্মার পার।

প্র, বয়স্য। তাতে মহাশয় বুঝ্‌বো কি ? মালদহ হতে পারে, রামপুর হতে পারে, ঢাকাও হতে পারে।

কেনা। জেলা বলুন না ?

রাম। ডাহার জেলা, বিক্রমপুর পোর্‌গণা, নোবাবগঞ্জের থানা, আমার পুতি দশ আনির মুক্তারকার, বোবানীপুর বাসা, আমি স্বল্পদিন আস্‌চি—

কেনা। এইবার আপনি বেস্‌ বলেছেন।

রাম। মোশার নাম ?

(কেনারামের কাণের নিকটে নিমচাঁদের পরামর্শ দেওন)

কেনা। ভাগ্যধরীর ভাগ্যধর।

রাম। আপনি বারালেন্. আমিতো বারালেম্ না।

কেনা। রাগ কর্‌বেন না মহাশয়, এঁরা আমায় শিখ্য়ে দিচ্‌লেন—আমার নাম কেনারাম।

রাম। ব্যাতোন ?

নিম। তোমার ভাগ্যধরীরে নিকে দেবে নাকি ?

রাম। হালা মাতাল বালো মান্‌ষের সইতে কথা কবার দেয় না—মোশারা না জান্‌লে বদ্র অবদ্র জানি কেম্‌নে?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জের ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট, আমার বেতন দুই শত টাকা।

রাম। আপনি অতি বদ্র, ড্যাড্‌ডা মোনসোবের ব্যাতোন পাইচেন। ছুটি লয়ে আস্‌চেন ?

কেনা। আজ্ঞে হঁা—কল্য গমন কর্‌বো।

রাম। কল্যাই ম্যালা কর্‌বেন্? জর্‌তুপানতো বোরো।

কেনা। ডাকে যাব।

রাম। বাক্য পর? (সকলের হাস্য) হাস্ দেও ক্যান্?

কেনা। ডাকঘরে টাকা জমা করে দিলে তারা আমার যাওয়ার ডাক বসাবে।

রাম। পুলিন্দার মদ্দি যাবেন নাহি? হাপাইবেন্ তো।

নিম। দুর্ ব্যাটা বাঙ্গাল, ডাকের পাল্‌কিতে যাবেন, রাস্তায় একশ দুশ বেহারা থাক্‌বে।

রাম। বাশ্‌তো থাটো, এত বেহারা ধর্‌বে কেম্‌নে?

নিম। আহা, রামমাণিক্যের বুদ্ধি কি সরু, যেন নাই—

"নাই যাই খাচ্চো তাই থাক্‌লে কোথা পেতে?
কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।"

রামমাণিক্যের যদি থাক্‌তো কার সাধ্য অঙ্গহীন বলে।

রাম। আমাগোর হেয়ালি আছে।

কাঞ্চ। একটা বল দেখি?

রাম। "একটু কানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্ তুড়াইয়া নাচে।"

দ্বি, বয়স্য। বাহবা, এত বড় চমৎকার হেঁয়ালি।

রাম। কও দিনি কি?

কাঞ্চ। এ হেঁয়ালি কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, তুমি আর একবার ব'লো আর অর্থ করে দাও।

রাম। হারাইচি।

"একটু কানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,

চিনা জোহে কামড় দিলা তুড়্ তুড়াইয়া নাচে।"

খোইডা।

কাঞ্চ। মিল্য়ে দাও।

নিম। কি মাসি আর বিরহযন্ত্রণা সহ্য কত্তে পার না?

কেনা। আপনি ইংরাজি পড়েছেন?

রাম। পড়্চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে।

কেনা। কেন?

রাম। মর্দ্দাগোর পের্‌লাউনে হি, হিজ্, হিম্, অইচে; মাইয়াগোর নামে, শি, হার্, হার্, কইচে; যদি মর্দ্দাগোর "হি, হিজ্, হিম্" অইল তবে মাইয়াগোর "শি, শিজ্, শিম্" অইবে না ক্যান্?

নিম। আর কি?

রাম। আর এই হালার পুত্ "কোম্," এংরাজির কোম্‌ডা যে দিহি দেইচো সে দিহি লাগ্‌চে, কোম্ আইবারও অয়, কোম্ যাইবারও অয়। আমাগোর মাষ্টের বঙ্গোচন্দ্র বলেন, কোম্‌ডা গর্বস্রাব, কোম্ আহেনও, যানও আর কহন কহন থাহেন্।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। পাত হয়েচে।

কাঞ্চ। আমি ভাই বাড়ী যাই।

নকু। কিছু খেয়ে যাও।

নিম। বাচুর ফেলে কি থাকা যায়।

কাঞ্চ। আমার ভাই বড় ভাবনা হয়েছে। আমি ইচ্ছাকে বলে এইচি, বলিস্ আমি গোলাপীর মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে দেখ্‌তে গেছি—

নিম। বাপের বিয়ে দেখ্‌য়ে দেবে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁসারিপাড়া

অটলের বৈটকখানা

কাঞ্চন এবং অটলের প্রবেশ।

অট। তুমি কেন গেলে তা বলো, জানি, আমি তোমার সুমুখে গুলি খেয়ে মর্‌বো।

কাঞ্চ। বিলক্ষণ রসিক হইচিস্, এমন কল্যে লোকে যে

ঠাট্টা কর্‌বে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটলবাবুর মেয়েমানুষ নকুলবাবুর বাগানে গিয়েছিল ; আবার তোমার বাগানে এক দিন নকুলবাবুর মেয়েমানুষ আস্‌বে।

অট। তার সাতপুরুষে কখন মেয়েমানুষ রেখেছে! শালা এত বড়মানুষ, তবু একটা মেয়েমানুষ রাখ্‌তে পারেন না, গান শুন্‌বের নাম করে আমার জানীকে বাগানে নিয়ে যান। আমি তাকেও কিছু বল্‌বো না, তোমাকেও কিছু বল্‌বো না, আমি মাতাকুটে মর্‌বো—(দেয়ালে মাতাকুটন)।

কাঞ্চ। অটল, তুই পাগল হলি না কি! আমি তো: আর তোর ঘরের মাগ নই যে বাগানে গিইচি ব'লে তোর মুখ হেঁট হবে।

নিমেদত্তের প্রবেশ।

অট। ঘরের মাগ বেরুয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে কেন গেলে তা বলো ?

নিম। (মদ্যপান) "—Their best conscience
Is—not to leave undone, but keep
unknown."

অট। জানীকে আমি এত ভাল বাসি, জানী আমাকে একটু ভাল বাসে না—

নিম। কেমন মাসি, আমি ঠিক্ বলেছিলেম কি না—ব্যাটা আজ বাড়ী মাতায় করেছে—বাবা "যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দোই"।

অট। আমি আজ্ মর্‌বো, মরে জানীকে দেখাব, আমি জানীকে ভালবাসি কি না। (কামিজ ছিঁড়িয়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত।)

কাঞ্চ। ছি লক্ষ্মী, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও; কেঁদে কেঁদে ফুলচো যে।

নিম। (অটলের দাড়ি ধরিয়া গীত)

"হাবা ছেলে কাঁদিস্‌নেকো আর,
আমি থাক্‌লে হবে বাবা,
বাবার ভাব্‌না কি তোমার"—

অট। আমার দুঃখের সময় আদর ভাল লাগে না—

(পদাঘাতে নিমেদত্তের দূরে পতন)

নিম। বাবা তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে? (মদ্যপান) তোমার কাঞ্চন যত সতী তা পায়েসে প্রকাশ।

অট। ঐ শোনো জানি—জানি তুমি আমাকে দগ্ধে মেরো না জানি ; জানি তুমি আমাকে একেবারে যমের বাড়ী পাঠ্যে দাও—আমি মর্‌বো, মাইরি আমি মর্‌বো (বক্ষে চপেটাঘাত)।

কাঞ্চ। (নিমেদত্তের প্রতি) তুই বাবু এতও জানিস্—

নিম। বাবা, তুমি হাতে কলমে লিখ্‌তে পার, আমি বল্‌তে পারিনে ?

কাঞ্চ। কি বল্‌বে ?

নিম। তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেটভাতা ?

কাঞ্চ। আ মরণ, আমার স্বয়ম্বর নাগর আবার কে ?

নিম। খেতে বসে যার মুখে পায়েসের বাটি ধরেছিলে।

(অটল গলায় রুমাল বান্ধিয়া মোড়া দিতে দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

কাঞ্চ। ও কি, ও কি, (গলার রুমাল খুলিয়া) অটল ! অটল ! মুখ দিয়ে রক্ত পড়্‌চে যে, মূর্চ্ছো হলো না কি ? (ক্রোড়ে করিয়া অটলকে ধারণ)

নিম। গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি, আহা বেস্!

কাঞ্চ। তোর সকল সময় তামাসা—অটল যে মরে, তুই দৌড়ে বাড়ীর ভিতর যা, মাকে ডেকে আন্।

নিম। আমি বাবা সব পারি, বড়মান্‌ষের বাড়ীর ভিতর যেতে পারিনে—মটন্ করে ফেল্‌বে।

কাঞ্চ। এই চোরা সিঁদ দিয়ে বাড়ীর ভিতর যা, শীঘ্র মাকে ডেকে আন।

নিম। বড়মান্‌ষের বাড়ীর ভিতর গেলে আর কি বেরোনো যায়?

কাঞ্চ। তুই তো ভারি নেমোখারাম, যা না।

নিম। বড়মান্‌ষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিক্ষে যাওয়াও সে।

কাঞ্চ। তবে তুই এখানে বস্ আমি ডেকে আনি।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নিম। (অটলের মুখের কাছে বসিয়া গীত)

"ব্যাটা বল্ কেটা তোর মাসী,
মাসী মাসী করে ব্যাটা গলায় দিলি ফাঁসী।"

আহা! পিতা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী,

অন্তিমকালে আপনার অঙ্গে হরিনামামৃত সিঞ্চন করি। (বোতল লইয়া গাত্রে মন্ত্রপ্রদান)

অট। হুঁ—আ।

নিম। বাবা, "বিষস্ত বিষমৌষধং", স্পর্শমাত্রে চৈতন্ত। পিতা! মাসী আমার অবীরে, এমনি করে যাবেন, যেন চাল্ ঝাড়্তে না হয়—

নেপথ্যে। নিমচাঁদ, মা যাচ্চেন, তুই ওখান হ'তে যা।

নিম। দুর্ বেটি কম্বক্তি, এমন সময় বাধা দিলি, তোর কপালে ক্লেশ আছে, তা আমি কর্‌বো কি।

[প্রস্থান।

কাঞ্চন, গিন্নি, এবং জলহস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ।

গিন্নি। ও কাঞ্চন, তুমি আমার ছেলে একেবারে মেরে ফেলেছ? আহা! আহা! বাবার গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্চে। সৌদামিনী জল দেত মা—(মুখে জলদান)

সৌদা। ও মা, দাদার গায় যে মদ।

গিন্নি। দুর্ আবাগি, সর্‌দি গর্‌মিতে বাছার এত ঘাম হয়েছে।

সৌদা। গন্ধ যে।

গিন্নি। সর্দি গর্মির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?

কাঞ্চ। নিমেদত্ত গায় মদ ঢেলে দিয়েছে।

অট। মা আমার গা বমি বমি কচ্চে।

গিন্নি। বাবা, এমন কর্ম্মও করে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, সকল দৌলত তোমার, গলায় দড়ী দিতে হয়?

অট। জানী যায় কেন মা, জানী যায় কেন? আমার বুক জ্বালা কচ্চে—(চক্ষু মুদিত করিয়া থাকন)

কাঞ্চ। নাও বাছা, তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ, আমার গা কাঁপ্‌চে। আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকে থাকে?

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

গিন্নি। যাস্‌নে যাস্‌নে, ও কাঞ্চন যাস্‌নে। সৌদামিনী তোর দাদার কাছে বসিস্। ও কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্ মা যাস্‌নে, তোমার না দেখলে গোপাল আমায় আবার গলায় দড়ী দেবে।

[কাঞ্চনের পশ্চাৎ গমন।

সৌদা। (স্বগত) সাদে বৌ বলে বিধবা হয়ে থাকা

ভাল—সাত জন্ম থুবড়ো হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন দাদার মত ভাতারটি না হয়। গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে। (নাকে অঞ্চল দেওন)

অট। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) জানি, জানি, তোমায় আমি গলার মাদুলি করে রাখ্‌বো জানি—

সৌদা। দাদা আমি, দাদা আমি সৌদামিনী।

[সৌদামিনীর সভয়ে প্রস্থান।

অট। লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি দূর হ—
নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, এখানে আয়।

নিমচাঁদের প্রবেশ।

আমি বেঁচে উঠিচি।

নিম। ফাঁসীকাষ্ঠের সৌভাগ্য।

অট। তুই বস্ আমি মাকে দেখা দিয়ে আসি। তুই অমন ধারা কচ্চিস্ কেন? কতকগুলো মদ খেইচিস্ বুঝি?

[অটলের প্রস্থান।

নিম। মহাদেব! বোম্‌ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ন) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জামান-

মর্য্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল ! রে নিমচাঁদ ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease, or else
climb upward
To what they were before—"

হা ! জগদীশ্বর ! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে ? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখ্‌লে চক্ষু মুদিত করেন ; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ-চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন ; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফির্‌য়ে বসেন ; শাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন ; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাঁসেন—দাঁতে মিসি

মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুন্‌তে হয় বলে, কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেসা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেস্ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি কর্‌ছে, কুরঙ্গ-নয়নী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমান আছেন, আলুলাইত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কি না এক এক বার মুখ ফিরুয়ে দেখ্‌চেন।—মদ কি ছাড়্‌বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেতো এখন মদে পায়—ডাক্ ওজা, ডাক্ ওজা, ঝাড়্‌য়ে আমার মদ ছাড়্‌য়ে দেক্—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুন্‌বো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাময়রা, গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে; সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভূতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে

গিয়েছে ; দেখ' বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব ? গোকুল বাবু হবো ? ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সেদিন দরওয়ান্ দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে—(গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্দ থাক্‌বে, তোমার অন্দরে ঢুকবো—শালা মাগমুখো। বাঞ্চৎ কলেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না—অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি। বড়কাকা ব্যাটা জব্দ হয়েচে, এখন গোক্‌লো ব্যাটাকে জব্দ কর্‌বের উপায় কি ? মল্লযুদ্ধ কর্‌বো, কি বলো ? বটে ত।

অটলের প্রবেশ।

অট। কাঞ্চন কেমন নেমোখারাম, দেখ্‌লি, আমায় না বলে চলে গেছে, আমি কি কর্‌বো তাই ভাব্‌চি। নকুল-বাবুকে আমি জান্‌তেম ভালমানুষ্, এখন বোধ হচ্চে উনি লম্পট।

নিম। লম্পটের মানে জা'ন ?

অট। গোকুলবাবু যে আমার উপর চটা, তা নইলে নকুলবাবুকে জব্দ কত্তে পাত্তেম।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি পাজি।

অট। আমায় কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলেন।

নিম। তুই কেন বল্লিনে, তোমার মাগটিকে দাও কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্চি।

অট। আমি তা বল্‌তেম, কেবল বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি, বাবা আবার অসভ্য ভাব্‌বেন।

নিম। গোকুলের মাগকে দেখিছিস্।

অট। এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস্ নি, ঠিক্ যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে, আমার সুমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।

নিম। বয়স্ কত?

অট। সতের কি আঠার, আমার স্ত্রীর চাইতে মাস-কতকের বড়।

নিম। সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পাল্যে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।

অট। গোকুলবাবুর মাগ যদি বেরিয়ে আসে তা হলে আমি কাঞ্চনকে ছেড়ে দিই।

নিম। তোর বাপ্‌কে একথা বল্‌বো না কি ?

অট। মাইরি আমি যথার্থ বল্‌চি, কাঞ্চনের বড় অহঙ্কার হয়েছে, তা হলে এক বার দেখাই। তাকে বার কর্‌বের এক ফিকির আছে।

নিম। গৃহস্তের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে এক দিন খুব করে চাব্‌কে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও—

অট। তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।

নিম। "Thou stickst a dagger in me."—অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।

অট। কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে-কবি হবে, একটা দ্বিতীয় বিয়ে আছে, গোকুলবাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আস্‌বে, সেই সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্‌, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানায় আনিস্‌।

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে ?

অট। মদ খেতে পার ? কেশবের মেয়েমানুষকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার ?

নিম। "I dare do all that may become a man ;
Who dares do more, is none."

অট। একটু মদ খাওয়া যাক্ (মদ্যপান), চল এখন একবার কাঞ্চনের কাছে যাই, বেটী মাকে গাল দিয়ে গিয়েছে। যদি রাগ করে থাকে, তবে আর একশ টাকা বাড়্য়ে দিতে হবে।

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে এক গ্রেড্ বাড়্তে পেলে না, তুই মাসকতকের মধ্যে ফোর্ত্ত গ্রেড্ করে দিলি, তোর সার্ভিসে প্রোমোসান বড় র‍্যাপিড্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঁশারিপাড়া

অটলবিহারীর বৈটকখানা

মোগলের বেশে অটলবিহারী এবং একজন হিজ্ড়ার প্রবেশ।

অট। চিন্তে পার্বে ত ?

হিজ। যার কাঁকালে ঘড়ি রয়েছে ত ?

অট। মস্ত চেন ঝুল্‌চে, নীলাম্বরী সাড়ী পরা।

হিজ। ঘড়ি তো আর কারো কাঁকালে নাই?

অট। না, আমি তো খড়খড়ে তুলে তোমায় চিন্‌য়ে দিইচি।

হিজ। আমি বেস্‌ চিন্তে পেরিচি।

অট। তুমি এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে আমার ঘরে যাবে, তার পর আস্তে আস্তে মেয়েদের দলে মিস্‌বে, তার পর হাত ধরে কথা কইতে কইতে আমার ঘরে নিয়ে আস্‌বে, সেখানে এসে মুখ ঢেকে চোরা সিঁড়ি দিয়ে এখানে নিয়ে আস্‌বে। তুমি যদি আন্‌তে পার, সোণার গহনা দিয়ে, আর যে বারাণসীর সাড়ী দিয়ে তোমায় বড়মানুষের মেয়ে সাজ্‌য়ে দিইচি, তা আমি আর ফিরে নেব না। ব'লো, গোকুলবাবু বৈটকখানায় বসে আছেন। আমি মোগলের সাজ পরে আছি, আমায় চিন্তে পার্‌বে না।

হিজ। ও যদি তোমার কাছে না থাকে, আমি নসীরাম-বাবুর বউকে বার্‌ করে আন্তে পারি, সে ভারি জ্বালাতন হয়েছে, তার ভাতার রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলা বৈটকখানায় মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, সে বলে বের্‌য়ে যেতে পাল্যে বাঁচি। তুমি যদি তাকে রাখ, আমি তাকে এখনি

এনে দিতে পারি, সে এমন সুন্দরী তোমার কাঞ্চন তার বাঁ পায় আল্‌তা পরাতে পারে না।

অট। আগে ত এটা কি হয় দেখা যাক্‌। নিমচাঁদ যদি জিজ্ঞাসা করে, তা বলো গোকুলবাবুর স্ত্রী বেরুয়ে আস্‌তে রাজি হয়েছে, তা নইলে ব্যাটা গোল কর্‌বে—তুমি এই বেলা যাও।

[হিজ্‌ড়ার প্রস্থান।

একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মদ্যপান) বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে, আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বল্‌বে না। যদি না থাক্‌তে চায়, চোরা সিঁড়ি দেখুয়ে দেব তা দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাবে।

নিমচাঁদের প্রবেশ।

কি কচ্চিলি?

নিম। খড়খড়ে উঁচু করে মেয়ে দেখ্‌চিলেম। আমার বোধ হলো, তোদের বাড়ীতে যেন দ পড়েছে।

অট। দ কেন?

নিম। দ নইলে এত পদ্মফুল একত্রে দেখা যায়? আমি সমাগতা সুন্দরীগণের হেল্‌ত পান করি। (মদ্যপান)

অট। গোকুলবাবুর স্ত্রীকে দেখিচিস্ তো ?

নিম। অ্যাল্‌বার্টচেনধারিণী ?

অট। হাঁ—গোকুলবাবুর স্ত্রী খুব লেখা পড়া জানে।

নিম। যেরূপ কথাবার্ত্তা কচ্চে, যেরূপ হেঁসে হেঁসে মেয়েদের অভ্যর্থনা কচ্চে, বোধ হয় খুব রসিকা।

অট। একটু একটু ইংরেজিও জানে।

নিম। গোকলো ব্যাটা ভারি মাগ্‌কপালে, কিন্তু ছুঁড়ী ভাতারকপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট্ ম্যান্ ইন্ দি রাইট্ প্লেস্ হতো। (মদ্যপান) চেনধারিণীর নাম কি জানিস্ ?

অট। অনঙ্গরঙ্গিণী।

নিম। গোকলো মুচি কি কামদেব ? আ শালা পাজি—রামচন্দ্র অতি নির্ব্বোধ, এমন অমূল্য মুক্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান করেছেন ?

অট। বেরুয়ে আস্‌বে।

নিম। মাইরি ?

অট। মাইরি। আমার কাছে লোক পাঠ্‌য়েছিল।

নিম। মূর্খের সঙ্গে লোকে স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েচে ? আমার ত কিছুমাত্র

বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালী দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালী দিতে পারে না।

অট। মাইরি নিমচাঁদ, সে বেরয়ে আস্‌তে চেয়েছে। সাতপুকুরের কাছে একটা বাগান ভাড়া নিতে হবে, তোর নাম করে রাখ্‌বো, আমার সঙ্গে যেমন হোক্ একটা সম্পর্ক আছে।

নিম। ব্যাটার কি নিষ্ঠে!

অট। তোর নামে বেনামি কর্‌বো।

নিম। আচ্ছা বাবা, টাকা তোমার, ভোগ আমার—

"আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।'

অট। আমি মেঘনাদ বধ কিনিচি।

নিম। আমি পড়্‌বো।

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভালমন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিল্‌টন। তুমি বাবা মোগলের পোশাক কল্যে কি ঘরে বসে থাকৃতে?

অট। ঘরে যদি মেয়ে-মানুষ পাই, তবে বাজারে যাব কেন ?

নিম। কি বাবা, মেগের প্রতি সদয় হলে না কি ?

অট। মাগ বই বুঝি আর ঘরে মেয়ে-মানুষ নাই ?

নিম। সকলি মেয়ে-মানুষ।

অট। তুই একটু বস্, এখনি গোকুলবাবুর স্ত্রী এখানে আস্‌বে। আমি সেই হিজ্‌ড়াটাকে পাঠ্যেছি, সে চোরা সিঁড়ি দিয়ে অনঙ্গরঙ্গিণীকে ধরে আন্‌বে।

নিম। "We have willing dames enough—"

অট। আমাকে তুই গোকুলবাবু বলে ডাকিস্।

নিম। "Bloody bawdy villain!
Remorseless, treacherous, lecherous,
kindless villain!"

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন ? (মদ্যপান)। খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্যপান করিয়া) গোকুলবাবু।

অট। কি বল্‌চো ?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্র লোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা,

ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই—The inequities of the husband are visited on the wife on the third and forth generations.

মুখাবৃতা কুমুদিনীকে বক্ষে করিয়া হিজড়ার প্রবেশ।

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! আমাকে ছল করে নিয়ে দত্তের কাছে ধরে নিয়ে এল—

হিজ। এই খাটে বসো। এখানে তোমার স্বামী আছেন, তোমার ভয় কি?

[হিজ্‌ড়ার প্রস্থান।

কুমু। ও মা আমি কোথায় যাব, ও ঠাকুরঝি, একবার দৌড়ে আয়—

অট। চুপ কর না, তোমায় ত কেউ আর মাচ্চে না।

নিম। গোকুল বাবু!

অট। কি বলচো ভাই।

নিম। তোমার স্ত্রী কেমন অ্যাল্‌বার্টচেন ঝুল্‌য়েছেন দেখ্‌লে বাবা—(কুমুদিনীর প্রতি) তুমি রাগ কচ্চো কেন বাছা?

কুমু। যত লক্ষ্মীছাড়া মাতাল যুটে আমার সর্ব্বনাশ কল্যে, একটু মানের ভয় নেই, লজ্জার ভয় নেই।

নিম। এ বেটি কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে, আমায় দেখ্‌তে পারে না। গোকুল, তুই আলাপচারী কর্, আমি ও ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।

[নিমেদত্তের প্রস্থান।

কুমু। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

অট। তোমায় আমি বাগানে নিয়ে যাব।

কুমু। কাঞ্চনের দাসীর দরকার হয়েছে না কি? হা পরমেশ্বর! আমার আপনার স্বামী আমায় এমনি অপমান করে—মরণটা হয়ত বাঁচি—(মূর্চ্ছিতা)

অট। দেখি—(কুমুদিনীর মুখের রুমাল খুলিয়া) এ কি, কুমুদিনীকে এনেচে যে, কি সর্ব্বনাশ!—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ! বড় খারাপ হয়েছে, বড় খারাপ হয়েচে, তাকে না এনে কুমুদিনীকে এনেচে—

নেপথ্যে। Any Port in storm.

রামধন রায়ের বেগে প্রবেশ।

রাম। অটলা ব্যাটা গেল কোথা? তার মাতাল্লের

দলে তার যে জাত মালো—এই যে এক ব্যাটা—পাজি (অটলকে ধরিয়া চর্ম্মপাদুকাঘাত)

অট। আমি, আমি, আমি—

রাম। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্ দেখি, হারাম্‌জাদা, পাজি মাতাল—(কপোলে চপেটাঘাত মারিতে মারিতে কৃত্রিম দাড়ি পতনানন্তর অটলের মুখ-প্রকাশ)

অট। বড় কাকা আমি, বড় কাকা আমি (চপেটাঘাত) আমি অটলবিহারী—আমি কিছু জানিনে, নিমে করেছে, নিমে ও ঘরে কাপড় ছাড়্‌তে গিয়েছে।

রাম। সেই ব্যাটাই আসল নষ্ট।

[রামধনের প্রস্থান।

অট। উঃ রাগের মাতায় মেরেছে বড় লেগেছে, উঠতে পারি নে, বাবা গো গেলেম। (রোদন)

কুমু। তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া) তুমি কাঁদ কেন, আমার কপালে যা ছিল তা হলো।

অট। তোমার দোষেই ত এটি ঘট্‌লে:—

কুমু। অবাক্, আমি কি কল্লেম, তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না বলে আমি কি বের্‌য়ে যাচ্ছিলেম না কি? আমার যেমন পোড়া কপাল তোমার তেমনি বুদ্ধি।

অট। তুমি গোকুলবাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কেন কোমরে দিলে?

কুমু। তিনি পরিবেশন কত্তে গেলেন, আমায় ঘড়িটে দিয়ে গেলেন।

অট। তাইতে তো ভুল হলো।

কুমু। ও মা, কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আন্তে লোক পাঠিয়েছিলে? তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই, তোমার কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাসি জ্ঞান নেই—ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, শাশুড়ীও যে, মাও সে—

অট। তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নিপনা কত্তে এলেন।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। (স্বগত) বাবারে সেই ঘর। (প্রকাশ্যে) দাদা আমি সৌদামিনী, দাদা আমি সৌদামিনী—

অট। আ মলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি, তুই আমায় কানা পেয়েচিস্ না কি ?

কুমু। দাদার গুণ দেখে অমন করে।

সৌদা। তুই বাড়ীর ভিতর আয়, মা কত কাঁদ্‌চেন।

কুমু। যমের বাড়ী যাই।

[সৌদামিনী এবং কুমুদিনীর প্রস্থান।

অট। ভাল আপদে পড়িচি—মদ খেতে শিখে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিনকত কাশী যাই।

নেপথ্যে। বাবা গিইচি, বাবা গিইচি, তোমার ভয়েতে আমি খাটের নিচেয় লুকিয়ে রইচি—একেবারে গিইচি, রাম-বাবু ছেড়ে দাও, আমি অগস্তযাত্রা করি।

নিমেদত্তের গলা টিপিয়া রামধনের প্রবেশ।

রাম। হারামজাদা, পাজি, মদ খেলে আর চোকে কাণে দেখ্‌তে পাও না ?

নিম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে) Once-Twice-Thrice Out—আবার মারে—দূর্ ব্যাটাচ্ছেলে তোর যে আউট হয়ে গেছে—

রাম। তোমার মাৎলামিটে বার কচ্চি। (কাণ-মলন)

নিম। "As tedious as a twice-told tale"—কাণমলা যে একবার হয়ে গেছে, ও আর ভাল লাগবে কেন?

রাম। দুর্ ব্যাটা পাজি! (গলাটিপি)

নিম। That's repetition too—গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর কিছু টেপো।

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই।

নিম। কেন বাবা জিনিস গুণো নষ্ট কর্‌বে, মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না।

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, বসে বসে মদ মারবেন, লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন—

নিম। আমরা তো মদ মারি, আপনি যে মাতাল মারেন।

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গুঁড়ো কর্‌বো। (প্রহার)

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে। পুতি বেড়ে যাচ্চে, উপসংহারের কাল উপস্থিত। রামবাবু আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ তা যারা অধ্যয়ন

করেছে, তারাই বল্‌তে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, And the last, though not the least, আপনার অৰ্দ্ধচন্দ্রগুলিন যারপরনাই Edifying, আপনার অৰ্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয় নি।

রাম। ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছে।

নিম। To tell you the truth, Ram Babu, you would make a capital professor of Moral Philosophy.

রাম। মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতে চাস্ যা, একি? আজ পাঁচজন ভদ্র লোকের পরিবার বাড়ীতে এসেছে, তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এলি?

নিম। Damned lie. সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আপনাকে কে বলেছে?

রাম। অটল বলেছে।

নিম। "I look down towards his feet—but that's a fable:
If thou be'st a devil, I cannot kill thee".

অটল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো—রামবাবু আমি কিছু জানিনে মহাশয়। আমি কি এমন কাজ কত্তে পারি ?

রাম। তবে কে করেছে ?

নিম। সময়। সভ্যতার সহিত বিছাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। রামবাবু চেপে যাও বাবা, Let bygones be bygones.

"To mourn a mischief that is past and gone,

Is the next way to draw new mischief on."

বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অটল স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত আলাপচারী করেছে, না হয় অটলকে স্ত্রৈণ বলে ঘৃণা করুন ; যদি বলেন, আমার সুমুখে এনেছে, তাতেই বা দোষ কি ? ভাবুন, আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করয়ে দিচ্চিলেন—Female emancipation is not a bad thing among gentlemen.

রাম। আমি অবাক্ হইচি, ব্যাটাদের অসাধ্য ক্রিয়া নাই।

নিম। রামবাবু বড় বাধিত হলেম্ বাবা—

রাম। তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আস্‌চি।

নিম। ব্রাহ্মমতে কত্তে হবে; অনেক বৃষ পার করিছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগ্‌বে না।

রাম। সে ব্যবস্থা পুলিসে লওয়া যাবে।

নিম। এইবার ফুলিসের মত কথা বল্যেন। কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ—একটু সূত্র পেলে যা কখন ঘটেনি, তা রট্টয়ে দেবে। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, তোমাদের কুলের কোন কামিনীকে আমি কখন দেখিনি, কিন্তু তুমি যদি নালিস কর আমি বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলাম, লোকে বল্‌বে ওদের বাড়ীর ছেলেগুলো সব নিমের মত—I refer you to Sheridan's School for scandal.

[রামধনের প্রস্থান।

অট। কি সর্ব্বনাশ!

নিম। (অটলের বিরসবদন অবলোকন করিয়া)।

"If thou beest be; but O, how fallen! how changed

From him, who, in the happy realms of
light,
Clothed with transcendent brightness,
didst outshine
Myriads though bright."

অট। তুই আর আমায় বিরক্ত করিস্‌নে, তোরাই আমাকে মদ খাওয়াতে শেখালি, তাইতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—তোকেও ভুগ্‌তে হবে।

নিম।——"Now misery hath join'd
In equal ruin"

অট। আমি তোর মুখ আর দেখ্‌বো না—জুতোর চোটে আমার গাল জ্বল্‌চে, আমি মদ ছেড়ে দেব।

নিম। যাবজ্জীবন না যতক্ষণ জ্বল্‌বে ?
"——Ease would recant
Vows made in pain, as violent and
void."

অট। তোর আর ঠাট্টা কত্তে হবে না, তোর সঙ্গে মিশেই ত আমার এত অপমান হলো, তোকে আমি আর বাড়ীতে আস্‌তে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলি।

নিম। তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্‌ তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা, এই সুরাপান-নিবারিণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ কর্‌বো না। Not even for wine.

অট। ওঁরা আমাকে মজালেন আবার রাগ কচ্চেন।

নিম। বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌।

অট। আর তুমি কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাও।

নিম। তোমার বুদ্ধির পরিধিতে টাউন হালের থামে ছুপেঁছ হয়। আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ? ক্যাডাভরাস্‌। (শয়ন)

অট। বাবা এসে কত গাল দেবেন এখন, বল্‌বেন মদ ধরে,এই ফল ফল্‌লো।

নিম।——"The dear pledge
Of dalliance had with thee in heaven,
and joys
Then sweet, now sad to mention
through due change
Be fallen us, unforeseen unthought of"—

অট। নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি, অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।

নিম। কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।

[প্রস্থান।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট (ক)

"সধবার একাদশী" সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

"সধবার একাদশী" সম্বন্ধে এবং তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। স্নেহ ও ভক্তি হয় ত কর্ত্তব্যের পথে অন্তরায় হইতে পারে। তবে যতদূর পারি, পক্ষপাত শূন্য হইয়া কয়েকটী কথা বলিব।

সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক স্থলে প্রতিভাশালী লেখকের রচনা তাঁহার অন্যান্য মানসিক বৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া থাকে। সেই সকল বৃত্তির প্রভাব তাঁহার জীবনে ও রচনায় সর্ব্বত্রই স্পষ্ট লক্ষিত হয়। আমার পিতার ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদ্য বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি। তিনি সর্ব্বদাই সেই সহানুভূতির বশবর্ত্তী থাকিতেন, তাহার প্রভাব অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। এই সহানুভূতির জন্য তিনি সাহিত্যে সর্ব্বস্থলে

রুচির মুখ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং জীবনেও অন্যায়ের প্রতি সকল সময়ে কশাঘাত করিতে পারিতেন না।

এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৮৭০।৭১ সালে যখন সেনস্‌সের অবতারণা হয়, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্রদ্ধাস্পদ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সরকারের তরফ হইতে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার হাতে অল্প বেতনের বহুসংখ্যক চাকরি ছিল। অনেকে আমার পিতার নিকট হইতে পত্র লইয়া সঞ্জীববাবুর সহিত দেখা করিতেন, তাঁহাদের সকলকারই চাকরি হইত। ক্রমে কলিকাতায় যেন প্রচারিত হইল, সঞ্জীববাবুর নিকট দীনবন্ধু মিত্রের পত্র অমোঘফলপ্রদ। একদিন সঞ্জীববাবু আমার পিতার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলেন। স্বাক্ষর দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, স্বাক্ষর জাল। তিনি বলিলেন, "তোমাকে চাকরী দিতেছি, কিন্তু এ স্বাক্ষরটি জাল।" চাকরীপ্রার্থী তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা চাহিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে, সঞ্জীববাবু আমার পিতার নিকট আসিয়া জাল স্বাক্ষরের কথা জানাইলেন। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি করিলে?" সঞ্জীব বাবু উত্তরে বলিলেন, "তাহাকে চাকরী দিয়াছি।" পিতৃদেব তাহার

স্বাক্ষরের কথা ভুলিয়া, তাহার চাকরী হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ,—কেন না, তাহার অন্নের সংস্থান হইল। লোকের উপকার হইয়াছে শুনিয়া তাহার সহানুভূতির গুণে তিনি তাহার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর পাইলেন না। পরদুঃখ-কাতরতা তাঁহার হৃদয়ের এতটা অংশ অধিকার করিয়াছিল যে, লৌকিক নীতিমূলক বৃত্তির সেখানে বিকাশ হইল না। মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের মহারথিগণের সহিত ফৌজদারী আইনের সম্বন্ধ উপলক্ষে বলিয়াছেন—"নবনীত-কোমল-হৃদয় না হইলে,ডাক-বাবুর হর্ত্তাকর্ত্তা দীনবন্ধুও অনেককে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারিতেন।"

দীনবন্ধুর এই সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা কেবল যে ব্যক্তিবিশেষের জন্য দৃষ্ট হইত, তাহা নহে। ইহা দেশের ও দশের জন্য সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল। দেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সেই ক্রন্দনের ফল "নীলদর্পণ।" দশকে লইয়া সমাজ, সেই সমাজের জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া ছিল—সেই ক্রন্দনের ফল "সধবার একাদশী।" "প্রবাসীর বিলাপ" শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি কাতরকণ্ঠে ডাকিয়াছিলেন—

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গদেশ।
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ ॥

সেই ক্ষেত্র যখন নীলাগ্নির ভীষণ তাপে বিদীর্ণ হইতেছিল, তখন তিনি আপনার নয়ন-সলিলে সেই ক্ষেত্র পুনরায় সুজল সুফল শস্যশ্যামল করিয়াছিলেন। নীলদর্পণে তাঁহার হৃদয়ের দর্পণ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল,—এবং তথায় বিরাজমানা সহানুভূতির আসন সকলের নয়ন-গোচর হয়। নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকরের মঙ্গলজন্য তিনি যে দর্পণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহারও স্থলবিশেষ হয়ত কেহ কেহ অনুমোদন না করিতে পারেন; কিন্তু লেখক যে উদ্দেশ্যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, পাছে চিত্র অসম্পূর্ণ রাখিলে উদ্দেশ্যের হানি হয়, সেই জন্য ভাব ও ভাষার ব্যতিক্রম করিতে পারেন নাই। তোরাপ যে ভাষায় গালাগালি দেয়, সেই ভাষা প্রয়োগ না করিলে, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে যে অমানুষিক অত্যাচার-বহ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া লোকে বুঝিবে? নীলদর্পণের স্থলবিশেষে অর্থ ও ভাষায় যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা বাস্তব চিত্রাঙ্কনের দোষে ঘটিয়াছে, লেখকের দোষে নহে। প্রতিবাদের আশঙ্কা

না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, বাস্তব চিত্র অঙ্কনে নীলদর্পণ-প্রণেতা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার তুলিকার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। চিত্রের কোন অংশই তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেই জন্য একশ্রেণীর সমালোচক তাঁহার রুচির দোষ দিয়া থাকেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদিগের অন্যতম, কিন্তু তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে—"রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ।"

বর্ত্তমান সময়েও বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দেখা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের বাস্তব উপন্যাসগুলি সর্ব্বজন-অনুমোদিত নহে। কিন্তু কেহই সেগুলিকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে অগ্রসর নহেন। সাধারণভাবে এই কথাগুলি বলিয়া এইবার সধবার একাদশী সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

যেমন দেশের নিরক্ষর প্রজামণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া, সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য পিতৃদেব নীলদর্পণ রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর

দুঃখে কাতর হইয়া "সধবার একাদশী" রচনা করেন। শিক্ষিত-সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছিল, আমার পিতৃদেব সেই সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। দুইটি জলীয় পদার্থবিশেষকে একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন ফেনপুঞ্জের আবির্ভাব হয়, শিক্ষিত-সমাজের তখন সেই অবস্থা ছিল। কলেজের ছাত্রগণ অনেকেই তখন স্থির, শান্ত, স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত হইয়াছিল। এ চিত্র রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' পুস্তকে কতক দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার 'মধুসূদনের জীবনচরিতে" ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তৎ-প্রণীত"সাধু রামতনু লাহিড়ী মহাত্মার জীবন-চরিতে" সেই সময়ের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সকল চিত্র অনেকেই অবগত আছেন, এজন্য তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। মদিরা-রাক্ষসীর প্রভাব শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল। মদ না খাওয়া যেন শিক্ষার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বদেশহিতৈষী বাগ্মিপ্রবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের এক ভাগিনেয় সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হয়েন।

তিনি মদ্য পান করিতেন না। শুনিয়াছি, ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে বলিতেন "তুই মদ খেতে শিখ্‌লি না, তোকে আমি সমাজে বার করিব কি করিয়া ?" ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া নিমচাঁদ বলিয়াছে, "বেটা কলেজের নাম ডোবাইল, মদ খায় না"—শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃ-স্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার-প্রমুখ দেশানুরাগিগণ সেই সময় "সুরাপান নিবারিণী সভা" স্থাপন করিয়া মদিরার স্রোত রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তদানীন্তন সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিরাকরণের জন্য, তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজশরীরের ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু, শিক্ষিত মণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন। সেই দর্পণ "সধবার একাদশী"।

পরিশিষ্ট

নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হইলেও, লেখকের অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলে তাহার সহিত লোকশিক্ষাও সাধিত হইতে পারে। সেক্ষপীয়রের প্রধান Tragedy গুলি হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা অমূল্য। মানসিক বৃত্তি বিশেষের সংযম করিতে না পারিলে মানুষের কিরূপ ভীষণ শোচনীয় হৃদয়বিদারক পরিণাম উপস্থিত হয়, তাহার নিখুঁত চিত্র দেখাইলে সমাজের সম্যক্ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ম্যাক্‌বেথ যদি নারকীয় উচ্চ আশা দমন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে তিনিই আরোহণ করিতেন, এবং তাঁহাকে বন্য বরাহের মত বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। সন্দেহ-সন্তপ্ত ওথেলো যদি যুক্তি শক্তির বিকাশ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ডেস্‌ডিমোনার বধজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইত না এবং তাহার শোচনীয় পরিণামও ঘটিত না। হ্যাম্‌লেট দীর্ঘসূত্রতা ও দার্শনিকতার বশীভূত না হইয়া যদি কর্ত্তব্য-পালনে তৎপর হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ডেনমার্কের মুকুট তাঁহারই মস্তকে শোভা পাইত এবং ওফেলিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া বিরাজ করিতেন। বৃদ্ধ লিয়ার যদি স্নেহের প্রতিদান সম্যকরূপে

বিবেচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে অকৃতজ্ঞতার তীব্রবাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইত না। মানসিক বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যের অভাবের এই জীবন্ত চিত্রগুলি দর্শন করিলে, মানসিক দৌর্ব্বল্য পরিহারের জন্য মানুষ স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়।

সধবার একাদশীর কবি সেক্ষপীয়রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তাঁহার নাটকে নিমচাঁদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত, মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির অধঃপতনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মানুষ, সংযমের অভাবে কিরূপ পশুতে পরিণত হয়, তাহাই কবির দেখাইবার উদ্দেশ্য। ইহাতে একাধারে লোকশিক্ষা ও নাট্য শিল্পের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিমচাঁদ স্কুল হইতে বাহির হইলেন, একটি দেবতা, সেই নিমচাঁদ রাজপথে ধূলিশয্যায় শায়িত হইয়া বারবিলাসিনীদ্বয়ের সহিত অশিষ্ট আলাপে প্রবৃত্ত, নিম্নশ্রেণীর দাসীকে কুৎসিত অনুরোধ করিতেও সঙ্কুচিত নহে। ইহা অপেক্ষা হৃদয়-বিদারক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কল্পনা করিতে পারা যায় না। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না এবং সুরাপানের বিষময় ফল সহজেই অনুভূত হয়।

নিমচাঁদ কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নিমচাঁদ স্বর্গভ্রষ্ট সন্নতান।৶ যদিও নিমচাঁদ অধঃপতনের নিম্নস্তরে উপনীত হইতেছেন, তিনি তখনও বুঝিতেছেন যে, এটা তাঁহার পক্ষে উচিত হইতেছে না; কিন্তু সামলাইতে পারিতেছেন না। যদিও তিনি পশুতে পরিণত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব একবারে তিরোহিত হয় নাই। তাই তিনি অটলের কুপ্রস্তাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "I dare do all that becomes a man, who dares do more is none." তাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনাপূর্ণ খেদোক্তিতে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি এবং অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির কথা সকলেই জানেন। নিমচাঁদের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি নিস্তেজ হইয়াছে। পক্ষান্তরে অধঃস্রোতস্বিনীবৃত্তি অবাধে নিম্নগামিনী হইতেছে। সে গতি রোধ করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। এই বিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের আবর্ত্তে পড়িয়া নিমচাঁদ "জঘন্যতার জলনিধি" হইলেও আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত। এই অন্তর্যুদ্ধের জন্য নিমচাঁদ একবারে মনুষ্যত্ব শূন্য হন নাই। তাই তিনি খেদ করিয়া বলিতে পারিয়াছেন —"হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে

অধর্ম্মাকর মদিরা-হস্তে নিপাতিত কল্লে ? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ ক'রেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখ্‌লে চক্ষু মুদিত করেন। যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা করিতেন, সে জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী বলিয়া কপালে করাঘাত করেন। শাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন।"

মনে হয়, এ চিত্র যেমন নাটকীয় উৎকর্ষে ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি নীতিশিক্ষা হিসাবেও অমূল্য। নাটকত্বের হানি না করিয়া সৎশিক্ষা প্রদান সধবার একাদশীর একটি বিশেষত্ব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবি সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির অনুসরণ করিরা নিমচাঁদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; সেই জন্য অনেকে সধবার একাদশীকে মর্ম্মান্তিক ট্রাজিডি বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে তাঁহার একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি এরূপ গুরুতর গম্ভীর বিষয়কে হাস্যের আবরণের ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। এইখানে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মুখ হইতে শ্রুত, সাহিত্যানুরাগী বিজ্ঞ পণ্ডিত লোকেন্দ্রনাথ * পালিত

মহাশয়ের "সধবার একাদশী"র গুণপণা সম্বন্ধের অভিমতের উল্লেখ করিব। তিনি বলিতেন, "আটটি ভাষায় নাটক শ্রেণীর বহুতর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু "সধবার একাদশী"র তুলনা কোথাও দেখিতে পাই নাই।" দ্বিজেন্দ্রলালকে বলিতেন "তুমি যেমন কয়েকটি গানে অতি গুরুতর বিষয়, হাস্যের আচ্ছাদনে অতি দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছ, দীনবন্ধু একখানি সমগ্র নাটক সেই ভাবে রচনা করিয়া অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।" দ্বিজেন্দ্রলালের—"সাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাবা বলায়" গানটী শুনিয়া একদিন পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"ইহা কি হাসির গান? it is cruellest tragedy" সধবার একাদশী সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ ধারণা ছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'সধবার একাদশী কয়জন বুঝে!' সংযমের অভাবে বিফলীকৃত শিক্ষার অপূর্ব্ব চিত্র গেটে তাঁহার ফাউষ্টে দেখাইয়াছেন। কলিকাতার ফাউষ্টেও আমরা সেই চিত্র দেখিতে পাই, তবে মেফিস্‌টফেলিস্‌ এখানে অশরীরী হইয়া মদের বোতলে প্রবেশ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

সধবার একাদশীর মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কি উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহাও বলিয়াছি।

সধবার একাদশীর উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, Temperance Society স্থাপিত হইবার পরে সধবার একাদশী প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশের কিছুদিন পরে Temperance societyর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা প্যারীচরণ সরকার মহাশয় আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে, এখন আমাদের সোসাইটী উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।' এরূপ প্রসংশা অতি অল্প পুস্তকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

মদের বশীভূত হইয়া নিমচাঁদের অধঃপতনে, শুধু পাঠকগণই যে দুঃখিত ও স্তম্ভিত হয়েন তাহা নহে। নিমচাঁদ এ অধঃপতনের বিষে স্বয়ংও জর্জ্জরিত। তাই তিনি আক্ষেপ করিতেন—"মহাদেব, ভোলানাথ, নিস্তার কর মা। তোমার গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল, বাপ! রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্ম-লজ্জা-মান-মর্য্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে দেখ দেখি, তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ! তুমি স্কুল হ'তে

বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত। যতদূর অধঃপাতে যেতে হয়, গিয়াছ।”

মদের এমনি কুহকিনী শক্তি যে মনুষ্য ইহাকে হলাহল জানিতে পারিয়াও পান করিতে বিরত হয় না। নিমচাঁদ মদ খাইতেন কিন্তু তাঁহার পাপের প্রতি ঘৃণার অভাব ছিল না, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে পাওয়া যায়। তিনি বিদ্বান ছিলেন, বুঝিতেন ‘সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হইলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়’ সুতরাং যে অটলের সহায়তায় তিনি মাতাল যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাকেও তিনি আদর করিতেন না। তাহাকে ‘স্বর্ণক্ষুর গর্দ্দভ’ বলিতেন। তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, “তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্ তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম; তোর কথায় রাগ করিলে মূর্খতার সম্মান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা, এই সুরাপান নিবারিণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ করিব না, not even for wine”। মদ তাঁহাকে কিরূপে গ্রাস করিয়াছিল এখানে তাহা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। নকুলেশ্বরের মত যাঁহারা বলেন, “মডারেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না”—তাঁহাদের এখানে শিক্ষা হওয়া উচিত।

সাতদিনে অটল কিরূপ টলটল করিয়াছিল, কবি তাহাও দেখাইয়াছেন। মদ্যপানে কতরূপ কুফল ঘটে তাহাই প্রদর্শন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ; সে ফল যে শুধু মদ্যপায়ীর ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, তাহার জন্য আত্মীয় স্বজন সকলকেই ভুগিতে হয়। তাই হিন্দুললনাকেও বলিতে হইয়াছে, "এর চেয়ে বিধবা হ'য়ে থাকা ভাল।"

১২৭৯ সনে এডুকেশন গেজেটে ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "নাটক ও নাটকের অভিনয়" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে, নিমচাঁদ-চরিত্রের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পড়িবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করি। এরূপ সমালোচনা সাহিত্যে বিরল।

এইবার সধবার একাদশীর রুচির অবতারণা করিব। রুচি কি তাহা বুঝান সহজ নহে। তবে রুচি দুই প্রকার কেহ তাহা অস্বীকার করিবেন না। ভাব-গত রুচি ও ভাষা-গত রুচি। সুন্দর সাধুভাষায় জঘন্য ও কুৎসিত ভাবের অভিব্যক্তি সাহিত্যে বিরল নহে। ইহা নিন্দনীয় ও দূষণীয় এবং ইহাকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে তরলমতি পাঠকের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয় ভাষাগত রুচি। শুধু অশ্লীলতার জন্য অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ সর্ব্বতো-

ভাবে বর্জ্জনীয় সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু আর্টের জন্য বর্জ্জনীয় ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন শিল্পী 'আর্ট' অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, চিত্রের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিবার জন্য, বর্জ্জনীয় ভাষা প্রয়োগ করিতে ভীত হয়েন না। তাঁহারা জানেন, যদি চিত্রের মূলগত সৌন্দর্য্য যথাযথ রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা গ্রহণ করিতে লোকের অভাব হইবে না। Swinburne বলেন, "No work of art has any worth or life in it that is not, before all things, a work of positive excellence" কিন্তু ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। তাই সধবার একাদশীর স্থলবিশেষের ভাষা যে আপত্তিশূন্য হইবে না, তাহা আশা করা যায়। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

"নিমে দত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। নিমে দত্ত ইহশরীরে নরকযন্ত্রণা ভোগের আদর্শস্বরূপ। পাপী ব্যক্তি কি প্রকার নরক-যাতনা ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে নিমচাঁদ-চরিত্রের বিস্তৃত বিশ্লেষণও নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

সধবার একাদশীর প্রধান পাত্র নিমচাঁদ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লক্ষ্য করিয়া নিমচাঁদ অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বলিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। নিমচাঁদ তদানীন্তন সময়ের একটি ছাঁচ (Type)। সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"নিমচাঁদ কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। সাময়িক যাবতীয় নিম একত্রে বাটিয়া ছানিয়া এই অপূর্ব্ব চাঁদের সৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গ-নাট্যজগতে ইহাকে তিলোত্তমা বলিলেও বলা যায়।" শুনিয়াছি, আমার পিতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মধুসূদনকে কি নিমচাঁদ সাজাইয়াছেন? তিনি নিজ স্বভাব-সুলভ ভাষায় উত্তর দিয়াছিলেন, "মধু কি কখনও নিম হয়?"

সধবার একাদশীর আর একটি পাত্রের সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে বিদ্রূপ করিবার জন্য রামমাণিক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু রামমাণিক্যের সৃষ্টির কারণ অন্যরূপ। গ্রন্থকার পূর্ব্ববঙ্গে বহুদিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং

বহুস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের সহিত তাঁহার পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সুবিধা পাইলে তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে বিরত হইতেন না। শিক্ষা করিবার জন্য, কিম্বা বিষয়কর্ম্ম জন্য কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যুবক অভিভাবকের অভাবে, কুসংসর্গের আবর্ত্তে পড়িয়া এবং প্রলোভনের স্রোতে নিমগ্ন হইয়া কিরূপ অধঃপতনের হ্রদে পতিত হইত, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে সাবধান করিবার জন্য রামমাণিক্যের চিত্র তাঁহাদিগকে দেখাইয়া ছিলেন। কলিকাতার প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য চালচলন অনুকরণ করিয়া 'কল্‌কাত্তাই' হইতে চেষ্টা করা কিরূপ বিড়ম্বনার হেতু হয়, কবি রামমাণিক্যে তাহাই দেখিয়াছেন। কলিকাতা সমাজের অভিজ্ঞতাশূন্য পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্যও নিষ্ফল হয় নাই। তাই আজ কত স্বদেশ-হিতৈষী বিদ্বান্ পূর্ব্ববঙ্গবাসী কলিকাতার নেতৃত্ব পদের-ও অধিকারী হইয়াছেন। শুধু "গোরার বাড়ীর বিস্‌কট ভক্ষণ" ইত্যাদিতে রত হইলে, কেবল 'হাঙ্গর কুম্ভীরের' পাকস্থলী পূর্ণ করিত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একদিন ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে উপদেশদানকালে রাম-

মাণিক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, বৃথা চাল-চলনের দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না, প্রকৃত বস্তু অবলম্বন করিতে হইবে। শুনিয়াছি, কোন কোন মদিরাসেবী পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'রামমাণিক্য' অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমার পিতৃদেবের নিকট পরিচিত হইতে অগ্রসর হইতেন। বলা যাইতে পারে, সধবার একাদশীর চরিত্র-চিত্রণে রস আছে, কিন্তু বিষ নাই।

এইবার সধবার একাদশী অভিনয়ের কথা বলিব। বাঙ্গালার ইতিহাসে সধবার একাদশীর স্থান অতি উচ্চ। কেন উচ্চ, তাহা শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে বুঝাইয়াছেন। সেই উৎসর্গ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

"নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রীচরণেষু—বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধা সকল উচ্চ স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চ-স্থানে যেরূপ কার্য্যেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে "সধবার

একাদশীর” অভিনয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র ‘সধবার একাদশী’তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেজন্য সম্পত্তি-হীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া ‘সধবার একাদশী’ অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সে নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-সম্রাট্ বলিয়া নমস্কার করি।”

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী মহাশয় প্রভৃতি “সধবার একাদশীর” প্রথম অভিনয় করেন। কবি-প্রতিভাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রঙ্গমঞ্চের গাত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল—

“He holds the mirror up to Nature.”

এ অভিনয় দেখিবার জন্য তৎকালীন শিক্ষিতমণ্ডলীর কিরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা পূজনীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় “বঙ্গদর্শনে” “দীনবন্ধু মিত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া-ছেন। আপনাদের অবগতির জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"১৮৭০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সরস্বতী-পূজার দিন আমি 'সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রথম দেখি। সেদিন আমাদের এম্-এ পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। প্রথমতঃ বি-এ, তাহার পর মাসেই এম্-এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ক্রমাগত কয়েক মাস পরিশ্রম করায়, সরস্বতী-পূজার দিনও কলম বন্ধ হওয়ার কারণ সত্ত্বেও Use and abuse of Satire বিষয়ক প্রবন্ধে মাথামুণ্ড লিখিয়া দিনপাতান্তে রাত্রিকালে নিদ্রার খুব প্রয়োজন। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা নিদ্রা অপেক্ষা অনেক প্রবল হইয়াছিল। দিনের বেলায় যে রস আমাকে আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আবৃত করিয়াছিল, তাহা নিদ্রাদেবীকেও তাড়াইয়া দিল। বিদ্রূপের বশীভূত হইয়া আমি সমাজবিষয়ক হাস্যোদ্দীপক নাটকের অভিনয় দেখিতে চলিলাম। সেদিন কবিবর গিরিশ স্বয়ং নিমচাঁদ। 'সধবার একাদশী' পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। * * * সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল।"

এ আগ্রহের হ্রাস হইয়াছে বলা যায় না। কেননা,

সেদিনও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ এটর্ণীগণ 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিয়াছিলেন।

অভিনয়ে নাটকের সৌন্দর্য্য বিকসিত হয়, যাঁহারা 'নীল-দর্পণ' প্রভৃতির অভিনয় দেখিয়াছেন, এ কথা তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আবার অযথা অভিনয়ে নাটকের মর্য্যাদার হানি হয়, এবং দর্শকের মনে অমূলক ধারণার উদয় হয়। 'সধবার একাদশী'র অভিনয় অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কখন কখন অভিনেতা অযথা ভঙ্গী প্রদর্শনে দর্শক-মণ্ডলীর বিরাগভাজন হইয়াছেন। এইরূপ অভিনয়ের ফলে নাটকের গৌরব-হ্রাসের কথা শুনিয়াছি। আবার উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে নাটক সম্যক্ আদৃত হয় না। সেই জন্য আমার মনে হয়, উপযুক্ত অভিনেতা ও উপযুক্ত শ্রোতার সম্মিলন না হইলে 'সধবার একাদশী' অভিনয় বন্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, এইবার উপসংহার করিব। কবি নাটকের সদুদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য ইংরাজী কাব্য হইতে ভূমিকাস্বরূপ যে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন,

তাহার কিয়দংশ পুনরাবৃত্তি করিয়া বিদায় লইব। "Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates."

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।



পরিশিষ্ট (খ)

নিমচাঁদ-চরিত্রে

৺ ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য

(১২৭৯, ১৯শে শ্রাবণ—১৮৭২ খ্রীঃ ২রা আগষ্টের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত "নাটক ও নাটকের অভিনয়" হইতে উদ্ধৃত)

নাটকের নায়কাদি পাত্রগণের প্রকৃতি রচনার উদাহরণের নিমিত্ত আমরা সধবার একাদশী গ্রন্থের সহায়তা লইব। সধবার একাদশীর মধ্যে যদিও অটলবিহারী নায়ক, তথাপি নিমেদত্ত অন্য সকল কারণেই পাত্রগণের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। অতএব অন্য সকল পাত্রগণকে ছাড়িয়া আমরা নিমেদত্তের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিব।

নিমেদত্তের প্রকৃতি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, হীরকের ন্যায় সারবান্ ও দুর্ল্লভ। কিন্তু এই হীরকখণ্ড যত্নে রচনা করিয়া বিধাতা কি জানি কি কারণে ইহার মর্ম্মমধ্যে এমন

একটি কলঙ্কবিন্দু নিবেশিত করিয়া এই পাপপুণ্যময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন যে, সে কলঙ্কবিন্দু ক্রমশঃ আয়ত হইয়া সমগ্র হীরকদেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতাকে নিজেরই মালিন্য প্রকাশক করিয়াছে, তাহার স্বচ্ছতাকে নিজেরই ত্রুটি প্রদর্শক করিয়াছে, তাহার বহুমূল্যতাকে পাঠকগণের ক্ষোভ পরিবর্দ্ধক করিয়াছে মাত্র। নিমেদত্ত স্বভাবতঃ সরল, খলদ্বেষী, পবিত্রচেতা, সারবান্, বুদ্ধিমান্। কিন্তু সুরাসেবনরূপ এক ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা দোষ এই সমগ্র গুণকেই ভ্রষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়াছে। এই প্রকৃতি বিকৃতি নিমেদত্তের নিজের নিকটে অবিদিত নহে। তেমন বুদ্ধিমান ও স্বভাবতঃ পবিত্রচেতা ব্যক্তির নিকটে অবিদিত থাকিতে পারে না। এই প্রযুক্ত তাহাকে সর্ব্বদাই অনুতাপ করিতে হইত। একদিনের অনুতাপের সমাচার এই—

'রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্মলজ্জা মান-মর্য্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে. কি হয়েছ! তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটী দেবতা, এখন হয়েছ একটী ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

Things at the work will cease or else
climb upward
To what they were before—

হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা-হস্তে নিপতিত কল্যে! যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায় পৌষের শীতে মুমূর্ষ হইয়াও আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা আমায় এখন দেখ্‌লে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করে রাখ্‌তেন, এবং মুখচুম্বন কর্‌তে কর্‌তে আপনাকে ধন্য বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্‌লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন, যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য-কামনা করেন।"

এই প্রকৃতি বিকারের প্রকাশ নিমেদত্তের কেবল চরিত্র ভ্রংশে হয়, এমন নহে। অধিক মদ্যোন্মত্ততাপ্রযুক্ত তাহাতে ঈষৎ বায়ু-বিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। নাটকমধ্যে নিমেদত্তের প্রকৃতি যেরূপ রচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত

এই কথাটি স্মরণে রাখা আবশ্যক। যাঁহারা এই কথাটি স্মরণে না রাখেন অথবা না বুঝেন, তাঁহারাই সধবার একাদশীকে অসৎভাবের উদ্দীপক জ্ঞান করেন। সধবার একাদশী অশ্লীল বটে, কিন্তু নিমেদত্তের অশ্লীলতায় মনের অনুচিত বিকার জন্মে না। যে ব্যক্তির প্রকৃতি স্বভাবতঃ এমন সুন্দর যে, তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ না হইলে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারা যাইত, তেমন ব্যক্তি বিকারবশতঃ অশ্লীল জল্পনা করিলে তাহাতে কি মনের অনুচিত ভাব জন্মে? যাহার জন্মে তাহার অশ্লীল রচনা পাঠে ভয় কি? বিধাতা ত তাহাকে অশ্লীল করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমেদত্তের চরিত্র দর্শনে অশ্লীল ভাবের উদয় হয় না। অশ্লীলভাব যে জাতীয়, সে জাতীয় ভাবের উদয় হয় না; অপরিসীম ক্ষোভেরই উদয় হয়। পাপ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা-জন্য তেমন ব্যক্তির এমন অবস্থা! এমন চিত্তবিকৃতি! অসৎভাবের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইন্দ্রিয়-সেবামাত্রেরই উপরে মর্ম্মান্তিক ক্রোধ উপস্থিত হয়। সে ক্রোধ পাপপুণ্যের সৃষ্টিকারী বিধাতার প্রতিও ধাবিত হয়। কেন তিনি পুণ্যের সহচরস্বরূপ পাপের সৃষ্টি করিলেন? মঙ্গলের সহচরস্বরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন? অমৃতরাশি-মধ্যে গরল নিক্ষেপ করিলেন? কেন—

"নলিনীরে স্বজিলে বিধাতা,
জলতলে বসি কলি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করে নিজ বলে ?"

নাটকমধ্যে নিমেদত্তের প্রকৃতির অন্য বিকৃতির সঙ্গে এই চিত্ত-বিকৃতি অতি নৈপুণ্যসহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মদ্য-জনিত এই বায়ুবিকারের নিমিত্তই প্রধানতঃ, নিমেদত্তের আত্মীয় পরিবার সকলে সদাই ক্ষুণ্ণ থাকে ; তাহার পিতা তাহাকে দেখিলে 'চক্ষু মুদিত' করে, তাহার জননী তাহাকে দেখিলে 'কপালে করাঘাত' করে, তাহার শ্বশুর তাহাকে দেখিলে 'মুখ ফিরিয়ে' বসে, তাহার শাশুড়ী তাহাকে দেখিলে 'তনয়ার বৈধব্য-কামনা' করে। মদ্য-জনিত এই বায়ুবিকৃতি এত অধিক হইয়াছিল যে, নিমেদত্তের এই স্বগত অনুতাপকালেও তাহার ভূরি প্রকাশ হইতে ত্রুটি হয় নাই।

'শাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য-কামনা করেন ; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাঁসেন দাঁতে মিসি মধুর হাসি।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিমেদত্তের চিত্তে সহসা বিকৃত বায়ুর যেন দমকা আসিল, সম্মুখে আপনার পত্নীকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিল, দেখিয়া বায়ু-বিকৃত ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিল—

'তুমি কে, চাও কি, কাঁদ কেন ?'

বিকৃত-বায়ুর দমকা থামিয়া গেল। অনুতাপের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায় বহিতে লাগিল।

"আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি কর্‌চে, কুরঙ্গ-নয়নী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন-স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা-প্রবাহে ভাসমান আছেন। আলুলায়িত-কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কি না এক একবার মুখ ফিরিয়ে দেখচেন্।"

নিমেদত্তের বিকৃত-বায়ুর হিল্লোল হইতে লাগিল; অনুতাপ-স্রোত বিচিত্রভঙ্গী ধারণ করিল।

'মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেত, এখন মদে পায়। ডাক ওঝা! ডাক ওঝা! ঝাড়িয়ে আমার মদ ছাড়িয়ে দেক্।

আমি সুরধুনি সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুনবো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গামৃত্যরা। গঙ্গামৃত্যরা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি-খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে।'

আবার বায়ুর দমকা আসিল—

"বাবা, ভূতের ওঝা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গিয়েছে। দেখ বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না।"

নিমেদত্তের এই চিত্তবিকৃতির প্রকাশ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের আরম্ভ স্থলে যথেষ্ট আছে; অন্যান্য স্থলেও আছে; সমুদায় গ্রন্থে ছড়ান আছে। বিবেচনা করিলে নিমেদত্তের উক্তির প্রধানাংশ এই বায়ু-বিকৃতিময় বোধ হইবে। তবে কোন স্থলে অধিক, কোন স্থলে অল্প। বায়ুবিকৃতিময় বলিয়াই তাহার উক্তি এত হাস্যরসোদ্দীপক। পাগলের প্রলাপ শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে। আবার যদি সে প্রলাপের মধ্যে মধ্যে গূঢ় ভাব থাকে, তবে আরও মিষ্ট লাগে। যদি তাহার সঙ্গে প্রলাপীর কল্পনাক্রীড়া হইতে থাকে, তবে আরও মধুর লাগে। নিমেদত্ত ইংরাজী সাহিত্য-বিশারদ। মদ্য-মত্ততার সঙ্গে বায়ু-বিকার মিলিত হইয়া যখন তাহার কল্পনা-যন্ত্র খুলিয়া দেয়, তখন ক্ষুদ্র কারণেও তাহার রসনা অঙ্গুলি

স্পৃষ্ট বীণাতন্ত্রীর ন্যায় অমৃত প্রসব করে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ইহার বহুতর উদাহরণ প্রদান করিতেছে।

এই তৃতীয় গর্ভাঙ্ক হইতে নিমেদত্তের মদ্যজনিত বিচিত্র বিকারের একটী উদাহরণ দিব। নিমেদত্ত মাতাল হইয়া গোকুলবাবুর বাটীতে বারাঙ্গনা বাটী ভ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বাটীর দ্বারবানেরা তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। সে মাটীতে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; যে কিঞ্চিৎ চেতনা আছে, তদ্দ্বারা তৎকালোচিত চিন্তা করিতেছে। এ অবস্থায় মনোমধ্যে যে প্রকার চিন্তার উদয় হইতে পারে, তাহা ঠিক ঠিক বর্ণনা করা সামান্য কবিত্ব-শক্তির কর্ম্ম নহে। অধিকাংশ কবিগণে এরূপ স্থলে তদ্বর্ণনে সাহসী না হইয়া, কৌশল দ্বারা প্রবন্ধশেষ বা ঘটনান্তর ঘটাইয়া আপনাদের ত্রুটি গোপন করেন। কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর সে কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় নাই। তিনি নিমেদত্তের প্রকৃতি এরূপ স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া তাহার কার্য্য-কলাপ মানস-চক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহার উক্তি প্রত্যুক্তি মানস-শ্রবণে শুনিতে-ছিলেন। কল্পনাশক্তি যখন সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তখন কল্পিত পাত্রের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত নয়ন-গোচর হয়,

কাচের ঘড়ির ন্যায় সে হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-পরম্পরা ও ব্যাপার-পরম্পরা নয়ন-গোচর হয়। কল্পনাশক্তির এরূপ স্ফূর্ত্তি দীনবন্ধুবাবুর নিমেদত্ত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। কল্পনাশক্তির এরূপ নাটকোচিত স্ফূর্ত্তি দীনবন্ধুবাবুর রচিত অন্য কোন পাত্রে নাই। অন্য কোন গ্রন্থকারের রচিত বাঙ্গালা নাটকে বা অন্য রসাত্মক বাঙ্গালা রচনাতেও পাই নাই।

মদোন্মত্ত নিমেদত্ত দ্বারবানের হস্তে ধরা নিক্ষেপিত হইলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। গোকুলবাবুর বাটীতে নিমেদত্তের যে বেশ্যালয় ভ্রম হইয়াছিল, দ্বারবানের হস্তে প্রহাররূপ কঠোর উপদেশ পাইয়াও তাহা এককালে অপনীত হয় নাই। তাহা এককালে অপনীত হইলে, ভদ্রলোকের বাটী হইতে ভৃত্য দ্বারা দুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোর অপমান বোধ হইয়াছে। নিজের পান-দোষবশতঃ এই অপমান সহিতে হইয়াছে, তজ্জন্য মনে মনে ঘৃণাবোধ হইতেছে। এ ঘৃণা-বোধ যে স্থায়ী হইবে না, তেমন বুদ্ধিমান লোকের নিকটে তাহারও স্পষ্ট বোধ হইতেছে। অধিক মদ্যপানের পরে প্রথম শয়নমাত্রে মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকলের সঙ্গে মদ্যপানের ঘোর নেসা আছে। মদ্যপানের কেবল নেসা

নহে, তজ্জনিত বায়ুবিকারও উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত উপাদান হইতে তাহার তাৎকালিক চিন্তা-জাল রচিত হইবে। গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন—

"So sweet was ne'er so fatal, I must weep,

But they are cruel tears—

কারণ আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবী ঘোরে কি সূর্য্য ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে, সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্রি হয়েছে—সূর্য্যমামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাটি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুর্‌ছে—

পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।"

বায়ুর এই আংশিক বিকৃতি ভিন্ন পানদোষবশতঃ নিমেদত্তের আরও বিকৃতি জন্মিয়াছে। নিমেদত্ত স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান, গ্রন্থ-মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। নিমেদত্ত কৃতবিদ্য, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। নিমেদত্ত অন্য লোকের উপরে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ, সে তেমন মর্ম্মঘাতী বাক্যপ্রয়োগে মুক্তকণ্ঠ এবং নিরঙ্কুশ মদ্যোন্মত্ততাপ্রিয় হইয়াও অটলবিহারী ও নকুলেশ্বরের বিশেষ সমাদরভাজন

হইতে পারিয়াছে। নিমেদত্ত তেজস্বী ও আত্মাদরের পক্ষপাতী, তাহার দত্তকুল গৌরবের ব্যাখ্যাতেই ইহার আংশিক পরিচয় আছে। এরূপ ব্যক্তি উন্নতি লাভের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষী হয়, এবং এরূপ ব্যক্তিরাই উন্নতিলাভ করিয়া ইতর জনগণের আদর্শস্থলীয় হয়। কিন্তু নিমেদত্তের ভাগ্যে সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিবার পথে বাধা ঘটিয়াছিল। দুর্নিবার মদ্য-পিপাসাই সেই বাধা। ইহাতেই তাহাকে সে সমস্ত কামনায় জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া পশুবৃত্তি করাইতেছে। ইহাতে নিমে-দত্তের মর্ম্মে যে উৎকট আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকৃতির মধুরতা অপগত হইয়া ঘোর কটুতা জন্মিয়াছে। উন্নতি কামনা পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করা তেজস্বী উন্নতিকাম ব্যক্তির পক্ষে কত যাতনার বিষয়, যিনি ভুগিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। আর যদি সে উন্নতি-কামনা নিজের প্রকৃতিগত কোন দোষবশতঃ পরিত্যাগ করিতে হইয়া থাকে, তবে যাতনার ও ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। নিমেদত্তের এই অপরিসীম যাতনার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেনারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মহাশয়, কোথায় থাকেন?" নিমেদত্ত শ্যালকগৃহে থাকে, শ্যালকের অন্নে প্রতিপালিত হয়, তেমন গর্ব্বিত ও উন্নতিকাম

হইয়াও সুরাসক্তি দোষবশতঃ তাহাকে পরপ্রত্যাশী হইতে হইয়াছে। নিমেদত্ত ভদ্রলোকের নিকটে সে কথা কিরূপে বলিবে? বলিতে তাহার যম-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রথমে কেনারামের কথা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন অটল তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্যোগ করিল, তখন ক্ষোভে, অভিমানে, মদ্যবিকারের পদ্ধতিক্রমে, রুদ্ধ মর্ম্ম-যাতনা ব্যক্ত হইতে লাগিল।

"ধর্ম্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনামপুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম।—বিচারপতি, আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম। বাগবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তার বাড়ীতে আমি থাকি, সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিন্‌তে পারে না—হুজুর! বন্দা মজুর, ধামার ধামা দামার চাইতেও অধম।

অটল—মর‍্যাল করেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্?

নিম— Into what pit thou seest
From what height fallen."

(ঢুলে ভূমিতে পতন)

পরিশিষ্ট

উন্নতি কামনা বিফল হওয়াতে নিমেদত্তের প্রকৃতি কত কটু হইয়াছে, তাহার সমস্ত আচরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিমেদত্ত স্বভাবতঃ সরল, কুটিল ব্যবহারের চিরশত্রু, সাহঙ্কার ব্যবহারের চিরদ্বেষী, প্রাণান্তেও কাহারও অলীক জাঁক সহিতে পারে না। এই গুণগুলি অতি প্রধান গুণ, কিন্তু প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই ইহাদিগকে সামাজিকতার সঙ্গে সমঞ্জসীভূত করিয়া রাখেন। নিমেদত্ত নিরঙ্কুশ ব্যক্তি; ইহ-সংসারে যাহা কিছু কামনা করিতে হয়, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন নিমেদত্ত সে সকলেই জলাঞ্জলি দিয়াছে। সমাজের নিকট হইতে তাহার কোন উপকার লাভ হয় নাই; অল্পবুদ্ধিমান ও অল্পবিদ্যা লোকে অহরহঃ উন্নতি লাভ করিতেছে; কিন্তু সে তত বিদ্বান্ ও তত বুদ্ধিমান হইয়াও তাহার পরপিত্তাসন ঘুচিল না; তাহার আবার সামাজিকতা কি? সমাজ তাহাকে নিরতিশয় ঘৃণা করে, সমাজকে সে সাধ্যানুসারে ঘৃণা ও দ্বেষ করিবে না? নিমেদত্তের সরলতা ও কৌটিল্য-দ্বেষ সর্ব্বদাই কটুতাপূর্ণ; তুড়ে কথা বলিতে কাহাকেও রেয়াৎ করে না। নিমেদত্তের রসনা চতুর্দ্দিকেই বিষবর্ষণ করে। বিধাতা তাহাকে যে অমৃতরস দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা গরলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সুরাপাননিবারণী সভার কথা হইল—

"সুরাপান-নিবারণী সভা কচ্চে কি ?"

নিমে—Creating a concourse of hypocrites. নকুলেশ্বর সুরাপান-নিবারণী সভায় নাম লিখাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আপনার সতীপণা জানাইতেছিলেন, অমনি নিমেদত্তের মুখ হইতে বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ হইল—

"বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না, তুমি নাম লেখালে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসিপাট্টা নিতে হবে।"

কাঞ্চন কুটিলস্বভাব স্বার্থপরায়ণ বারাঙ্গনার আদর্শ-স্বরূপ। কাঞ্চন উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপরে গরলপূর্ণ নাগপাশ নিক্ষিপ্ত হইল। অটলবিহারী হঠাৎ বাবু হইয়াছেন, বাবুগিরি করিতে গেলে কাঞ্চনের আবশ্যক হয়; কাঞ্চন অটলের মায়ের বয়সী, তথাপি তাহাকে বৃত্তিভোগী করিল। অটলের উপরে শর নিয়োজিত হইল।

"তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাকৃলে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।"

নিমেদত্তের বাক্যবাণ প্রয়োগের কত উল্লেখ করিব ? সকল উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিতে

হয়। তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। পাঠকগণ এইমাত্র দেখিবেন যে, নিমেদত্ত কেবল খলদ্বেষী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া বাক্যবাণগুলি প্রয়োগ করে না। নিমেদত্তের প্রকৃতিই নিতান্ত কটু হইয়া গিয়াছে। উন্নতি-কামনার উচ্ছেদ ও সমাজকৃত অনাদরবশতঃ তাহার প্রকৃতির এরূপ কটুত্ব হইয়াছে। প্রকৃতির এই কটুত্বের সঙ্গে আবার মদের নেশা আছে, আবার তাহার সঙ্গে তজ্জনিত বায়ু-বিকার আছে। নিমেদত্ত রচনার উপাদান এইগুলি।

নিমেদত্তের প্রকৃতিতে আরও দুই তিনটি প্রধান বিকৃতি-ভাবের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিমেদত্ত স্বভাবতঃ গর্ব্বিত। গর্ব্বিত লোকে কখন মুখে জাঁক করে না। কিন্তু নিমেদত্তের প্রকৃতি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়-সেবায় লঘু হইয়াছে, আর গুণ-বত্তার সমুচিত পুরস্কারের অভাবেও লঘু হইয়াছে। নিমেদত্ত আপনাকে বড় বলিয়া জানে, অথচ ক্ষুদ্রলোকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে তাহাকে চারিদিকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে। যাহারা আগে ক্ষুদ্র ছিল, এখন তাহারা তাহার উপরে নিম্নদৃষ্টি করিতেছে। কাজেই তাহাকেও নাক তুলিয়া কথা কহিতে হইতেছে। কিন্তু সমাজমধ্যে যাহারা সাংসারিক-বিষয়ে উন্নত, অথবা সমাজের আদৃত অন্য

কোন বিষয়ে উন্নত, সমাজ কেবল তাহাদিগকেই বড় জ্ঞান করে। নতুবা অন্যবিধ লোকে হাজার নাক তুলিয়া চলিলেও তাহাদিগকে বড় জ্ঞান করে না। সুতরাং কেবল আপনি ভারি হইয়া চলিলে সমাজমধ্যে নিমেদত্তের বড় হওয়া ঘটে না। কাজেই তাহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। অন্য উপায় আর কি আছে? সাংসারিক উন্নতি, মদ না ছাড়িলে হয় না। মদ ছাড়া আর জীবন ছাড়া নিমেদত্তের পক্ষ তুল্য। অবশেষে একমাত্র উপায় আছে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করা। এ উপায়ের অবলম্বন নিমেদত্তের অবিকৃত অবস্থায় সম্ভাবিত ছিল না। এক্ষণে সম্ভাবিত হইয়াছে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবনে অভ্যাস সমস্ত ইতর হইয়াছে, আত্মাদর লঘু হইয়াছে, মনের দৃঢ়তা ঘুচিয়া শিথিলতা জন্মিয়াছে। ইন্দ্রিয়-সংযমী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যেমন সমর্থ হয়, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তি সেরূপ হয় না।

নিমেদত্ত যেখানে আপনার জাঁক আপনি করিতেছে, সেখানে পাঠকের ক্লেশ বোধ হয়। নিমেদত্ত ভাল লোক বলিয়াই বোধ হয় এরূপ ক্লেশ হয়। কিন্তু পান-দোষ নিমে-দত্তকে কতদূর কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার প্রকৃতিকে কত ইতর করিয়াছে, এই জাঁকগুলি তাহার অনেক পরিচয় দেয়।

নিমেদত্তের বিদ্যার জাঁক কোনস্থলে স্পষ্ট, কোনস্থলে অস্পষ্ট। অস্পষ্ট জাঁকই অধিক, স্পষ্ট জাঁক অল্প। তাহার প্রকৃতি লঘু হইয়াও এককালে লঘু হয় নাই। এই প্রযুক্ত স্পষ্ট জাঁকের উদাহরণ অল্প। বিশেষতঃ তাহার স্থলও অল্প আছে। অটলবিহারীর নিকটে বিদ্যার জাঁক স্পষ্টরূপে করিবার কোন আবশ্যক নাই। অটলবিহারী নিমেদত্তের "আস্তাবলের বাঁদর"। স্পষ্ট জাঁক কেনারামের নিকটে হইয়াছে। কেনারাম ডেপুটী মেজষ্টর। কেনারাম আপনাকে ভারি বড় বলিয়া জানে। যাহারা ডেপুটীমেজষ্টর নহে, তাহাদিগকে ইতর মনুষ্য জ্ঞান করে। কেনারামের নিকটে বিদ্যার জাঁক চাই। কেবল বিদ্যার জাঁক নহে, সেই সঙ্গে কেনারামকেও ছোট লোক বলা চাই। গরল-পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির চরিতার্থতা করা চাই। পাঠকগণ দেখুন কত জাঁক, কি কটুতা!

"বাবা! সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটী হয়েছ, বিদ্যার জোরে হও নি। তোমার কলেজের একটাকে দেখাও দেখি, আমার মত ইংরেজি জানে। I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English. বাবা! ছেলের হাতের পিঠে নয়—কি খাবে বাবা বলতো—Claret

for ladies, Sherry for men, and Brandy for heroes.

নিমেদত্ত স্বভাবতঃ গর্ব্বিত ও উন্নতচেতা। গর্ব্বিত ও উন্নতচেতা লোকে কাহারও মোসাহেব হইতে পারে না। নিমেদত্ত মোসাহেব হইতে শিখিয়াছে, মিছে আত্মীয়তা দেখাইয়া পরের মদ খাইতে শিখিয়াছে। কি করে? নতুবা মদ জুটে না। থাকে শ্যালকের বাড়ী, 'অতি দীন, সহায়-সম্পত্তিহীন কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে, হরিনামামৃত পান করিয়া মাতাল-যাত্রা নির্ব্বাহ করে।' সুরাপান-নিবারণী সভার উপরে বড় রাগ।

'সুরাপান-নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়' তাহার 'ভারি অমঙ্গল। বড় মান্‌সের ছেলে ব্যাটারা এক একটী করে সভ্য হবে, আর' নিমেদত্ত 'ধেনো খেয়ে মর্‌বে। এক ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটী মাতাল প্রতিপালন হয়।'

নিমেদত্তের প্রকৃতি এইরূপে যে নীচ হইয়া গিয়াছে, নিমেদত্ত তাহা টের পায় না। নিমেদত্ত মনে করে, আমি চতুরতা খেলিতেছি। 'অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি।' নিমেদত্ত

তত বুদ্ধিমান হইয়াও আপনার প্রকৃতি-লাঘব বুঝিতে পারিতেছে না। বুদ্ধিমান লোকে সকল বুঝিতে পারে, আপনার নীচাশয়তাটী বুঝিতে পারে না। মনে এক একবার সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। আপনার নিকটে সহস্র ওজর আপত্তি উপস্থিত করে। "এইরূপ কর্ত্তব্য, না করিলে আমার কর্ত্তব্যহানি হইবে।" "এইরূপ করাতে হানি কি, ইহাতে উহারও কোন অনিষ্ট ঘটিতেছে না, আমারও ইষ্টসাধন হইতেছে।" "এইরূপ করিলে উহার আপাততঃ অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ উপকার হইবে।" "এইরূপ করিলে সামাজিক নিয়মের হানি হয় বটে, কিন্তু সমাজের নিয়মগুলি ভাল নয়।" "এইরূপ করিলে একজনের অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেকের উপকার হইবে।" "লক্ষ্মী বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিমিত্ত, নির্ব্বোধের নিমিত্ত নহে।" এই এইরূপ প্রবোধ-বাক্য দ্বারা আপনার নীচাশয়তার সংশয় দূর করে। নিমেদত্তও তাহা করে। নিমেদত্ত ফাঁকি দিয়া পরের খায়, মনে করে আমার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাবে খাইতেছি। মানব-হৃদয় সাগর-স্বরূপ। সাগরে কত মণি-মুক্তা-প্রবালাদি বহুমূল্য রত্ন আছে, আবার হাঙ্গর কুম্ভীরাদি বিকট পদার্থও আছে।

নিমেদত্ত স্বভাবতঃ পবিত্রচেতা। কিন্তু মদ্যপান-দোষে তাহাকে অপবিত্র করিয়াছে। তাহার প্রকৃতিকে স্থলবিশেষে পশূচিত করিয়াছে। গোকুলবাবু দ্বারবান দিয়া তাহাকে বাটীর সম্মুখ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। গোকুলবাবুর কোন দোষ ছিল না। সকল ভদ্রলোকেই সেইরূপ করিত। নিমেদত্ত বদ্ধ মাতাল। মদ খাইয়া খাইয়া স্বভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শিষ্টাচরণে তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব হইত। তাড়াইয়া না দিয়া কি করিবে? কিন্তু নিমেদত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। নিমেদত্ত সমাজ হইতে যেখানে যত অনাদর প্রাপ্ত হইয়াছে, সমাজের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়া আছে, তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে যে গরল সঞ্চিত হইয়াছে, গোকুলবাবুর ব্যবহারে এককালে সমগ্রগুলি জাগরিত হইয়া উঠিল। গোকুলবাবুই তাহার চক্ষে সমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইলেন। যে দ্বেষানল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য স্বরূপ না পাইয়া সংযতরশ্মি ছিল, যাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখাগুলি কখন অটলকে কখন কাঞ্চনকে কখন নকুলেশ্বরকে তাপিত করিয়া তৃপ্ত হইত, তাহা গোকুলবাবুর ব্যবহারে এক-কালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়-সেবায় প্রাপ্ত মালিন্য পবিত্র বুদ্ধি ঘোরতররূপে মলিন হইল; গোকুলবাবুকে

পরিশোধ দিবার বাসনার সঙ্গে অতি জঘন্য ভাবের উদয় হইল—

"ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হ'তে বার করে দিয়েছে (গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেব তবে ছাড়্বো। তোমার সদর দরজা বন্ধ থাক্‌বে, তোমার অন্দরে ঢুক্‌বো—শালা মাগ-মুখো!"

নিমেদত্তের স্বাভাবিক পবিত্রবুদ্ধি মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু এককালে বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ কুৎসিত ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও তথায় ব্যাপককাল স্থান পায় না। স্থিরভাবে বিবেচনার প্রয়োজন হইলেই তিরোহিত হয়। স্বাভাবিক হেয়প্রকৃতি অটলবিহারী গোকুলবাবুর পত্নীকে অধিকার করিবার প্রস্তাব করিলে, নিমেদত্তের পবিত্রতার পুনঃপ্রকাশ হইল; ঘৃণাসহকারে অটলকে এইরূপ উত্তর দিল—

"গৃহস্থের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব করো না বাবা, ইহ-কাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকূলে ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও।" অটল সে কথা শুন্‌বে কেন? অপ্রত্যক্ষ ফলাফলের অনুরোধ বুঝিবে

কেন? সে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিল—

"কাল আমাদের বাড়ীর ভিতরে মেয়ে-কবি হবে, গোকুল-বাবুদের মেয়েরা সব আস্‌বে, সে সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতরে যাস্, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈঠকখানায় আনিস্।"

প্রস্তাব শুনিয়া স্বভাবতঃ পবিত্রচেতা নিমেদত্ত আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণা ও কোপসহকারে উত্তর করিল—"এ কি ভদ্রলোকে পারে?"

অটলের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত। আপত্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নিমেদত্তকে কহিল—

"মদ খেতে পার? কেশবের বেশ্যাকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার?"

নিমেদত্ত এ সকল কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান করিত না। কিন্তু অটলের প্রস্তাবিত কর্ম্মকে অতি জঘন্য জ্ঞান করিত। আপনার দোষক্ষালনের নিমিত্ত উত্তর করিল,—

"I dare do all that may become a man,
Who dares do more is none."

অটল নিমেদত্তের সুরাশক্তির কথা বিলক্ষণ জানিত,

মস্তবৈকল্য উপস্থিত হইলে তাহার স্বাভাবিক সাধু প্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে বুঝিত। পরদিবস তাহার পাপ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে, মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মস্তপান) বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বলিবে না।" নিমেদত্তের সাধুপ্রবৃত্তি প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বলবতী ছিল। বরাবর অটলকে গালি দিয়াছে, নিবারণ করিয়াছে। অবশেষে সুরাপিশাচীর দ্বারা যখন এককালে অধিকৃত হইল, তখন গোকুলবাবুর উপর পূর্ব্বসঞ্চিত দ্বেষবশতঃ অটলের পাপব্রতে যোগ দিল। অটল কহিল, "আমাকে তুই গোকুল বলে ডাকিস্।"

নিম—Bloody bowdy villain !

Remorseless, treacherous,

lecherous, kindless villain.

অটল—তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন? (মস্তপান) খা একটু মদ খা।

নিম—(মস্তপান করিয়া) গোকুলবাবু?

অট—কি বল্‌চো?

নিম—তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্রলোকের অপমান

করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্মসাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই,—The inequities of the husband are visited on the wife to the third and fourth generations."

নিমেদত্তের স্বাভাবিক পবিত্রতার অন্য অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। অটলকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু বারাঙ্গনা-বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করে নাই—

"বাবা,আমি মদ খাই আর যা করি,তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌।"

যেখানে অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে আনিবার কথা নিমে-দত্তকে বলিতেছে, সেখানে নিমেদত্ত তাহাকে বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে।

"গৃহস্থের মেয়ে বার কর্‌বের মতলব করনা বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকলে ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব চাবুকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ তোমার মেগের কাছে যাও।"

পত্নীপ্রেম অটলের ভাল লাগিবে কেন? বিশেষতঃ নিমেদত্ত স্বয়ং পত্নীকে অবহেলা করিত। অটল উত্তর করিল, "তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।"

এই কথা নিমেদত্তের মনে বজ্রাঘাতের ন্যায় লাগিল। নিমেদত্তের প্রধান দোষ মদ্যপরায়ণতা। বোধ করি অগ্রে মদ্যপরায়ণতা তাহার একমাত্র দোষ ছিল। কিন্তু নিমেদত্ত সম্বল-বিহীন। শ্যালকের বাড়ীতে থাকিয়া কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত। মদ খাইবার অর্থ কোথায় পাইবে? সুতরাং তাহাকে বড়মানুষ মাতালদের সঙ্গে ফিরিতে হইত। বড়মানুষ মাতালদের প্রধান তীর্থ বেশ্যালয়। নিমেদত্তের বেশ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় হইল; স্বাভাবিক পবিত্রচিত্তে মালিন্য ধরিল।

ক্রমে সে পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিল, মালিন্য ঘনীভূত হইল, নিমেদত্তকে ইন্দ্রিয়াশৌচ স্পর্শ করিল। পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আর অবকাশ নাই, অবকাশ থাকিলেও আর ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়ের পূজা যোড়শোপচারে করিয়া আর স্বল্পোপচারে করিতে তৃপ্তি হইবে কেন? পত্নীর সঙ্গে ভিন্নভাব হইতে লাগিল, দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থগিতপ্রায় রহিল। কিন্তু স্বভাবের শক্তি প্রাণান্তেও যায় না। স্বভাব বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহার শক্তি অনুতাপের রূপ ধারণ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। এ অনুতাপাগ্নি তুষানলের ন্যায় সর্ব্বদাই পুড়িতেছে। অটলের টেবিলে নকুলের বাগানে কাঞ্চনের

পুরীতে যেখানে যখন থাকে, এ অনল তাহার অন্তরাত্মার ভিতরে থাকিয়া পুড়ে। সুরাসমুদ্রে পুনঃ নিমজ্জন করিলেও ইহার দাহিকা-শক্তি হইতে পরিত্রাণ নাই। এই অনল-তাড়-নায় নিমেদত্তের মত্তবিকার আরও বিকৃতভাব ধারণ করে, আন্তরিক কটুতা আরও কটু হইয়া উঠে। নিমেদত্তের এই অনুতাপের প্রকাশ গ্রন্থের অনেক স্থলেই আছে, কিন্তু ইহা হইতে তাহার যে মর্ম্মযাতনা হইয়া থাকে, তাহা অটলবিহারীর এই কথাতে যেমন প্রকাশ আছে, তেমন আর কুত্রাপি নাই। অটল তাহাকে পত্নীসহবাসী হইতে বলিবামাত্র, নিমেদত্তের মর্ম্মাভ্যন্তরস্থ অগ্নি বিলোড়িত হইল, শত শিখা বিস্তারপূর্ব্বক তাহার অন্তরাত্মাকে গ্রাস করিল। নিমেদত্ত যাতনায় অধীর হইয়া বলিল,

"Thou strikest a daggar into me.

অটল কি গালাগালি তুই দিলি!"

দীনবন্ধুবাবু সধবার একাদশীতে এই পাত্রের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে যে অনাবশ্যক অশ্লীল কথা আছে, আমরা তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রদানের অনুরোধ করি না। কিন্তু নিমেদত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথার ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই

তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। নিমেদত্ত ইহ-শরীরে নরক-যাতনা ভোগের আদর্শস্বরূপ।

পাপী ব্যক্তি কি প্রকার নরকযাতনা ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশ্যক হয়। নিমেদত্তের প্রকৃতি দুইটি পরস্পর বিষম পদার্থে রচিত। তন্মধ্যে একটী দেবোচিত, একটী পিশাচোচিত। পিশাচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া দেবোচিত ভাগকে পরাভূত করিয়াছে; দেবোচিত ভাগ পরাভূত হইয়া রোষানল বিস্তারপূর্ব্বক পিশাচোচিত ভাগকে তাড়না করিতেছে। সে তাড়নায় পিশাচোচিত ভাগ আরও উত্তেজিত হইতেছে, আরও প্রবল হইবার চেষ্টা করিতেছে; দেবোচিত ভাগ রোষানলকে আরও উজ্জ্বল করিতেছে, আরও প্রখর করিতেছে। এই নিমেদত্ত, এই নরক। সধবার একাদশী প্রহসন বটে, কিন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে এই প্রহসন অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী অল্প গ্রন্থ দেখিয়াছি।

সমাপ্ত

সধবার একাদশীর এই সংস্করণ সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

অভিমত

"* * বঙ্গসাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচার সম্বন্ধে আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক এই আমি কামনা করি। "সধবার একাদশী" নাটকের মুদ্রিত যে অংশ আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার কাগজ ও ছাপা সুন্দর হইয়াছে—বাংলায় বিশ্বকালীন গ্রন্থগুলি এইরূপ সুচারু-ভাবে মুদ্রিত হওয়াই শ্রেয় * * *।"

"/o

Sole Agents for

The Ideal of Human Unity—By Sri Aravinda Ghose. A Discussion of Indian Nationalism from the World standpoint. 400 pp. Half calico. Indian Edition ...Rs. 2-8-0
Foreign Edition ... ... $ 1·50

Sayings of Sree-Ramakrishna.—reprinted from the Brahmavadim. Most of these sayings are not to be found in the ordinary editions. ... ... Re 1/- only.

Raja-Yoga—by Swami Vivekananda. As. 8 only.

Economic Decline in India—by Pd. Madanmohan Malaviya ... ...As. 8 only.

Problems of the Day—16 Pamphlets in one Volume ... ... Re 1/-

Indian National Congress—By A. S. Rajam. ... ... Re 1/8/-

Speeches of Mrs. Sarojini Naidu....As. 8 only.

Speeches of Dadabhai Naoroji. Re 1/-

OUR PUBLICATIONS

জন্ম-অপরাধী—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া।
ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর—প্রায় ২৫০ পৃঃ। ১৷৷০

মঙ্গল-মঠ—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া। (যন্ত্রস্থ)

ঘটনার স্রোত—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ। ১৲

FIFTEEN YEARS IN AMERICA—
Dr. Sudhindra Bose, M. A., PH. D.,
Lecturer, state University of Iowa.
About 400 pp. 64 Illustrations.

In the press

বিশ্বকালীন গ্রন্থরাজির ২য় গ্রন্থ

নীলদর্পণ—৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ-র পাঠ্যরূপে
নির্দ্দিষ্ট। (যন্ত্রস্থ)